NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ মেলবোর্নে হার ১৮৪ রানে! আত্মসমর্পণ রোহিত, বিরাটদের

বাগান কর্তাদেরই দোষ দেখছেন সৃঞ্জয় বসু ৭

কলকাতা ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ ১৫ পৌষ ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ২০০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 31.12.2024, Vol.18, Issue No. 200, 8 Pages, Price 3.00

পুরোহিত-গ্রন্থিদের মাসে ১৮ হাজার ভাতা ভোটের আগে কল্পতরু কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর: দিল্লি জয়ে হিন্দু ও শিখ ভোট টার্গেট আপ সুপ্রিমোর। ভোটের বাজারে কল্পতরু দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এবার পুরোহিতদের প্রতি মাসে ১৮০০০ টাকা ভাতার প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি। দিল্লিতে নির্বাচনে জয়ী হলে পুরোহিতদের পাশাপাশি গুরুদ্বারের গ্রন্থিদেরও একই পরিমাণ অর্থ ভাতা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন কেজরিওয়াল।

সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে কেজরি বলেন, ' পুরোহিত ও গ্রন্থিরা আমাদের ধর্মীয় রীতিনীতির রক্ষক। নিঃস্বার্থভাবে সমাজকে সেবা দিচ্ছেন। দুর্ভাগ্য যে কেউ তাঁদের আর্থিক অবস্থার দিকে নজর দেয়নি।' দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জানান, মঙ্গলবার থেকে পুরোহিতদের ভাতা প্রদানে নাম নথিভুক্তকরণ শুরু হবে। রাজধানীর হনুমান মন্দিরে তিনি নিজেই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন। সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপিকে খোঁচা দিয়ে কেজরি বলেন, 'আমি বিজেপিকে অনুরোধ করছি নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করবেন না। এটা আটকানো পাপ করার সমান হবে। কারণ ওঁরা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সেতু তৈরি করেন।'

প্রসঙ্গত, ভোটের আগে খয়রাতির রাজনীতিতেই ভরসা রাখছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। 'মুখ্যমন্ত্রী মহিলা সম্মান যোজনা'য় ১৮ বছরের বেশি বয়সি দিল্লির মহিলাদের মাসে ২১০০ টাকা করে ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আপ। 'সঞ্জীবনী যোজনা' প্রকল্পে ষাটোর্ধ্বদের জন্য হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কেজরি। এছাড়াও বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা, বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে পরিষেবা দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে আম আদমি পার্টির তরফে।

নতুন বছরের শুরুতেই দিল্লিতে নির্বাচন। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে নয়, একাই লড়ছে আপ। এই অবস্থায় প্রতিপক্ষ বিজেপির পাশাপাশি রাহুল গান্ধির দলও। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কেজরির নির্বাচনী অঙ্ক হল রাজধানীর মুসলিম ভোট যাবে কংগ্রেসের ঘরে। অতএব, শিখ ও হিন্দু ভোটে বৈতরণী পার করতে চাইছেন তিনি। হিন্দুদের মন পেতেই পুরোহিতদের মাসে ১৮ হাজার টাকা ভাতার প্রতিশ্রুতি কেজরির। অন্যদিকে শিখ ভোট পেতে গুরুদ্বারের গ্রন্থিদের জন্যও একই পরিমাণ ভাতা ঘোষণা করা হল।

'দুষ্টু লোকেদের খপ্পরে পড়বেন না'

সন্দেশখালিতে গিয়ে 'দিদি' হয়ে মহিলাদের বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বসিরহাট লোকসভার প্রচারে গিয়ে মমতা কথা দিয়েছিলেন ২০২৪ সালেই তিনি সন্দেশখালিতে যাবেন। বছর শেষ হওয়ার আগের দিন সেখানে পৌঁছন মমতা।

উঠে ছিল প্রতিবাদ আওয়াজ, চলেছিল হাজার বিক্ষোভ। মহিলাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল গোটা সন্দেশখালি। সরকার বিরোধী সব আওয়াজকে নস্যাৎ করে চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাটে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল ঘাসফুল। মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন, ভোটে জিতলে মা-বোনেদের কথা রেখে সন্দেশখালি যাবেন তিনি। বছরের শেষে সেই কথা রেখে সন্দেশখালিতে পা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে প্রশাসনিক সভা থেকে আরও একগুচ্ছ প্রকল্পের কথা ঘোষণা করে কার্যত নতুন বছরে উপহারের ডালি ভরে দিলেন তিনি।

সোমবার ছিল সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান। সন্দেশখালির সেই মঞ্চে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবেই উপস্থিত ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সেই মঞ্চ থেকেই ৩৬ মিনিটের বক্তৃতায় বার বার 'দিদি' হয়ে বার্তা দিলেন তিনি। সন্দেশখালির মহিলাদের মন ছুঁতে কখনও বললেন, 'দিদি যা বলে, তা-ই করে।' কখনও বলেন, 'মনে রাখবেন, সন্দেশখালিতে কিছু ঘটলে দিদির কানে আসতে কিন্তু এক সেকেন্ডও লাগবে না!'

কর্মসূচি 'সরকারি' হলেও মমতার সভার সঙ্গে প্রত্যাশিত ভাবেই জুড়ে ছিল রাজনীতিও। নজর ছিল, সন্দেশখালির সেই পর্ব নিয়ে মমতা কী 'বার্তা' দেন। ফলে তৃণমূলও মুখ্যমন্ত্রীর সভায় বড় জমায়েত করতে সাংগঠনিক তৎপরতা দেখিয়েছিল। দেখা গেল, সভায় মহিলাদের ভিড় চোখে পড়ার মতো।

চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে সন্দেশখালি ছিল তপ্ত। তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে ইডির তল্লাশি, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের মার খাওয়া, শাহজাহানের গ্রেপ্তারি দিয়ে শুরু হয়েছিল সন্দেশখালি-পর্ব। তার পর ক্রমে মহিলাদের উপর বছরের পর বছর ধরে অত্যাচার, লাঞ্ছনার অভিযোগের আখ্যান উঠে আসতে থাকে সন্দেশখালি থেকে। লোকসভা নির্বাচনের অব্যবহিত আগে যা 'চাপ' তৈরি করেছিল শাসকদলের উপরেও। ভোটের ফল বলছে, সেই 'ঝড়' সামলে নিয়েছে তৃণমূল। ওই ঘটনার প্রায় এক বছর পরে সোমবার সন্দেশখালিতে গিয়ে মহিলাদের উদ্দেশেই বার্তা এবং পরামর্শ দিয়েছেন মমতা। তবে 'দিদি' মমতা।

সন্দেশখালির দু'টি ব্লকের জন্য ১২৩ কোটি টাকার প্রকল্প ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড-সহ একাধিক প্রকল্পে সন্দেশখালিরই ২০ হাজার মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিয়েছেন এক দিনে। সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে যে প্রচার হয়েছিল, তাকে 'কুৎসা' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন মমতা। সেই সঙ্গে সরকারি প্রকল্প দিয়ে 'কুৎসা'কে ঘিরে ফেলতে চেয়েছেন। গোটা বক্তৃতায় এক বারও শাহজাহানের নামোচ্চারণ করেননি মুখ্যমন্ত্রী, যিনি রেশন দুর্নীতি মামলায় আপাতত জেলবন্দি।

সন্দেশখালি পর্বের শুরুতে তৃণমূল 'কোণঠাসা' হলেও ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে পাল্টা 'হাতিয়ার' পেয়েছিল শাসকদল। গোপন ক্যামেরা অভিযানে স্থানীয় বিজেপি নেতাকে বলতে শোনা গিয়েছিল, সন্দেশখালির 'প্লট' তৈরি করতে প্রচুর টাকা খরচ করা হয়েছে। প্রয়োজন মতো জোগান দেওয়া হয়েছিল মদেরও। বিশদে মমতা সেই ঘটনায় ঢুকতে চাননি। তবে বলেছেন, 'আমি জানি এখানে টাকার অঙ্কে খেলা হয়েছে। কিন্তু মিথ্যা বেশি দিন চলে না।' মমতা এ-ও বলেন, 'সবটাই ছিল ভুয়ো। তাই ও সব আমি আর মনে রাখতে চাই না। আমি ও সব ভুলে গিয়েছি।'

মঞ্চ থেকে মহিলাদের বার্তা দিয়েছেন 'দিদি' মমতা। তাঁর কথায়, 'সকলে মিলেমিশে থাকবেন। দুষ্টু লোকের খপ্পরে পড়বেন না। মহিলাদের বলছি, কেউ ডাকলে চলে যাবেন না।' সন্দেশখালি পর্বে অভিযোগ উঠেছিল, স্থানীয় তৃণমূল নেতারা গ্রামের সাধারণ মহিলাদের দলীয় কার্যালয়ে ডেকে লাঞ্ছনা করেন। পিঠেপুলি বানানোর নাম করে তাঁদের ডাকা হত বলেও অভিযোগ উঠেছিল। সেই সন্দেশখালিতে দাঁড়িয়েই মমতা বলেছেন, 'পৌষপার্বণ আসছে। মা-বোনেরা পিঠেপুলি করবেন। কিন্তু কেউ ডাকলেই চলে যাবেন না।'

গ্রামীণ এলাকার মহিলাদের মমতা এ-ও বুঝিয়েছেন, সরকারি প্রকল্পের জন্য সরকারি কর্মীরা মানুষের বাড়িতে যাবেন। প্রকল্প অনুমোদিত হলে, সেই টাকা ঢুকবে উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। তার জন্য কাউকে কোথাও যেতে হবে না, কাউকে টাকাও দিতে হবে না। আবাস যোজনায় রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা পৌঁছেছে রাজ্যের ১২ লক্ষ মানুষের অ্যাকাউন্টে। সেই তালিকায় সন্দেশখালিরও অনেকে রয়েছেন। নির্দিষ্ট করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'আবাসের জন্য কেউ কোনও টাকা চাইলে দেবেন না। ওটা আপনার টাকা। আপনার অধিকার। সরকার সেই অধিকার আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে।'

মঞ্চ থেকে নদী ঘেরা সন্দেশখালির জন্য একাধিক জেটি উন্নয়নে অর্থের ঘোষণা করেছেন মমতা। একটি সেতুও নির্মিত হবে। মুখ্যমন্ত্রীর সভার মাঝে আরও একটি সেতুর দাবি তুলেছিলেন স্থানীয়েরা। তাঁদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'একটা সেতু দিলাম। আমাদের অর্থের সঙ্কুলান হলে ফের দেব। জানেনই তো, কেন্দ্র টাকা দেয় না। সবটা আমাদেরই করতে হয়!' সন্দেশখালির গ্রামীণ হাসপাতালকে ৩০ থেকে ৬০ বেডে উত্তরণের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশিই, জেলা প্রশাসনের উদ্দেশে মমতার নির্দেশ, ওই হাসপাতালে গর্ভবতী মহিলাদের জন্য সন্তানপ্রসবের পরিকাঠামোও গড়ে তুলতে হবে। জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলের জন্য 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্পের বিশেষ শিবির করতে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। তবে তা শুধু সন্দেশখালির জন্য, না গোটা রাজ্যের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকার জন্য, তা স্পষ্ট হয়নি।

জেলে গুরুতর অসুস্থ ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভু

নিজস্ব প্রতিবেদন: গুরুতর অসুস্থ বাংলাদেশে কারাবন্দি হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী। সূত্রের খবর, তাঁর রক্তচাপ ও রক্তে শর্করার মাত্রা কমে গিয়েছে। চট্টগ্রামের জেলে তিনি ঠিকমতো চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন না। এই অভিযোগে সরব হয়ে উঠেছে সেখানকার হিন্দু সংগঠনগুলি। আগামী ২ জানুয়ারি তাঁর জামিন মামলার শুনানি। তার আগে অসুস্থতার খবরে উদ্বেগ বাড়ল। চিন্ময় প্রভুর দ্রুত আরোগ্য কামনায় ইসকনের তরফে নতুন বছরের শুরুর দিনই বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছে ওইদিন প্রার্থনাসভার জন্য আবেদন করেছে ইসকন।

চিন্ময় প্রভুর অসুস্থতার খবরে উদ্বেগ বাড়ল। বাংলাদেশের হিন্দু সংগঠনের তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, জেলবন্দি সম্মিলিত সনাতন জোটের মুখপাত্র

এরপর দুয়ের পাতায়

অসমে গ্রেপ্তার আরও এক সন্দেহভাজন জঙ্গি

গুয়াহাটি, ৩০ ডিসেম্বর: অসম পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার আনসারুল্লা বাংলা টিমের (এবিটি) আরও এক সন্দেহভাজন জঙ্গি। সোমবার অসমের কোকরাঝড় থেকে এই জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে এসটিএফ। সন্দেহভাজন এই জঙ্গির নাম গাজী রহমান। সূত্রের খবর, এই জঙ্গি পূর্ব ভারতে এবিটির স্লিপার সেলের অন্যতম বড় মাথা। যদিও পুলিশের তরফে এখনও স্পষ্ট করে এ বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।

হাসিনা বিদায়ের পর সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশজুড়ে মৌলবাদের দাপট ভয়াবহ আকার নিয়েছে। আইএসআই-এর মদতে সেখানে সক্রিয় হয়ে উঠেছে বহু জঙ্গি সংগঠন। তারই অন্যতম এই আনসারুল্লা বাংলা টিম। সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের মাটিতে জেহাদের বিষ ছড়াতে উঠেপড়ে লেগেছে আল কায়দার ছায়া সংগঠন। যদিও তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই জেহাদের শিকড় উপড়ে ফেলতে 'অপারেশন প্রঘাত' শুরু করেছে অসম পুলিশ। এই অভিযানে এখনও পর্যন্ত ১১ জন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সেই তালিকায় যুক্ত হল আরও এক নাম গাজী রহমান।

সোমবার অসম পুলিশের এসটিএফের জালে ধরা পড়া এই জঙ্গির সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে কিছু না জানানো হলেও, সূত্রের খবর, পূর্ব ভারতে স্লিপার সেলের দায়িত্বে ছিল এই গাজী। যার লক্ষ্য তরুণ প্রজন্মের মগজধোলাই করে জেহাদের বিষ ছড়িয়ে দেওয়া। ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হওয়া একাধিক জঙ্গিকে জিজ্ঞাসাবাদ ও গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কোকরাঝড় জেলায় অভিযান চালায় এসটিএফ। সেখানেই গ্রেপ্তার হয় এই সন্দেহভাজন জঙ্গি। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে এসটিএফ। জানার চেষ্টা চলছে, ভারতে তাদের সংগঠনের জাল ঠিক কতদূর ছড়িয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী ও প্রশাসনকে জোড়া আক্রমণে শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: অনুপ্রবেশ নিয়ে রবিবারই সাংবাদিক বৈঠক থেকে বিএসএফের কোর্টে বল ঠেলেছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। তার ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই পরিসংখ্যান তুলে ধরে রাজ্যের বিরুদ্ধে বিএসএফকে অসহযোগিতার অভিযোগ আনলেন শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর গোটা প্রশাসন বিএসএফের সঙ্গে সহযোগিতা করছে না বলে সোমবার অভিযোগ জানাতে দেখা গেল বিরোধী দলনেতাকে এদিন।

সোমবার বিজেপির সক্রিয় সদস্যতা পদ গ্রহণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

সল্টলেকে বিজেপির কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দুর অভিযোগ, সীমান্ত চৌকি করার জন্য জমি এখনও বিএসএফকে হস্তান্তর করেনি রাজ্য। জমি অধিগ্রহণ পুরোপুরি রাজ্যের হাতে। ভারত সরকার সরাসরি জমি অধিগ্রহণ করতে পারে না। ডিএমদের ছাড়া জমি নেওয়া সম্ভব না। ১৭টি জায়গায় জমি দেননি মমতা। শুধুমাত্র বিএসএফকে শত্রু বানাতে মুখ্যমন্ত্রী ও প্রশাসনের লোকেরা লাগাতার বিএসএফকে আক্রমণ করে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ইগোর লড়াইয়ে বিএসএফের বিরোধিতা করছে তৃণমূল, এমনই দাবি শুভেন্দুর। এরই পাশাপাশি শুভেন্দু এও জানান, রাজ্যে ভোট জিহাদ চলছে। সঙ্গে এও বলেন, 'কাশ্মীর থেকে এসে জঙ্গি ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা আতঙ্কিত।' সঙ্গে এ অভিযোগও তুলেছেন, বিএসএফের সঙ্গে পুলিশও অসহযোগিতা করছে। বিএসএফের বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কেউ আসেন না। কেউ এলেও তা নিম্ন পদাধিকারী পুলিশ আধিকারিক।

শুভেন্দু এদিন এও দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমানার ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে ৮৩টি গোরুর হাট। অথচ তা আইনে নিষিদ্ধ। চোরাচালানের উৎস এই গোরুর হাটগুলি। শুভেন্দু বলেন, যে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বিএসএফের মধ্যে প্রস্তাব আনেন, তিনি বিএসএফকে কাঁটাতার দিতে কখনই জমি দিতে পারেন না। সীমান্তে বারবার কাঁটাতার দিতে বাধা দিচ্ছেন মমতা। রাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি কেন্দ্রের সঙ্গে পূর্ণ অসহযোগিতা করছে বলে দাবি শুভেন্দুর। এই প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা এদিন এও দাবি করেন, জঙ্গিরা সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢুকছে। কারণ,পশ্চিমবঙ্গে শতচ্ছিদ্র সীমান্ত। আজ সেই সীমান্ত দিয়ে প্রত্যেকদিন এরা ঢুকেছে, ঢুকছে। ভবিষ্যতেও ঢুকবে। গোটা ভারতে জঙ্গি, জেহাদি, মৌলবাদী, রোহিঙ্গা মুসলমান সাপ্লাই করার জন্য করিডর হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। সাপ্লাই করার এজেন্সি নিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার, তার মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর লোকেরা রেসিডেনশিয়াল সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, আধার কার্ড বানিয়ে দিচ্ছেন। বাংলাদেশের জঙ্গি দু'বার তৃণমূলকে দুবার ভোটও দিয়ে গিয়েছেন। তার ভোটার কার্ডও তৈরি হয়ে গিয়েছে।'

রাজ্যে স্থায়ী ডিজি নেই বলেও এদিনের সাংবাদিক বৈঠক থেকে জানান শুভেন্দু। বলেন, 'ভারতে কোথাও এরকম পাবেন না। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ পদ ডিজিপি। অথচ এখানে অ্যাডিশনাল চার্জে ডিজিপি রাখা হয়েছে। আর মালিককে সন্তুষ্ট করতে ডিজিপি বিএসএফের বিরুদ্ধে এসব কথা বলছেন।' একইসঙ্গে এদিন নিশানা করেন রাজীব কুমারকেও। শুভেন্দু রাজীবকে বিদ্ধ করে বলেন, 'ডিজিপিও বিএসএফের দিকে আঙুল তুলছেন। অ্যাডিশনাল চার্জে থাকা ডিজিপি বড় বড় কথা বলেছেন। রাইট উইংদের কথা বলছেন। কে রাইট উইং, আমি জানতে চাই।' এদিন সন্দেশখালিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা নিয়েও আক্রমণ শানাতে ছাড়েননি শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর কথায়, 'সন্দেশখালির দ্বীপের লোকেরা আজকের সভায় যাননি। বাড়ির টাকা না দেওয়ার ভয় দেখিয়ে বাকি লোকেদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ ও বিডিও পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে পুলিশের লঞ্চে করে ৭-৮ হাজার লোক নিয়ে গিয়েছে। শুভেন্দুর আরও দাবি, ৩ কোটি টাকা খরচ হয়েছে মমতার সন্দেশখালির সভায়। রাজকোষের টাকা থেকে তা খরচ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এরপরই তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর তো গাড়িতে করে সন্দেশখালিতে যাওয়া উচিত ছিল। অধিকাংশই তো আপনার ভোটব্যাঙ্কের এলাকা। কালো পতাকা কেউ দেখাতো না। পুষ্পবৃষ্টিই হত।'

এরপর দুয়ের পাতায়

১৪১ বছর পর স্বীকৃতি পাচ্ছেন নটী বিনোদিনী স্টার থিয়েটারের নাম বদলের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্টার থিয়েটার নিজের নামে না হওয়ায় যে কতটা 'আঘাত' পেয়েছিলেন, তা আত্মজীবনীতে লিখে যান নটী বিনোদিনী। মাঝে কেটে গিয়েছে ১৪১ বছর। এত দিনে 'প্রতারিত' বিনোদিনীর নাম স্টার থিয়েটারের সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে। সৌজন্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সন্দেশখালির সভা থেকে তিনি ঘোষণা করেন, বিনোদিনীর নামে এই প্রেক্ষাগৃহের নামকরণ হবে। অনেকের মতে, এত দিনে তিনি তাঁর যোগ্য স্বীকৃতি পেলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কার্যকর হল মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ। বদলে গেল শতাব্দী প্রাচীন থিয়েটার হলের নাম। স্টারের নাম বদলে হল বিনোদিনী থিয়েটার। সোমবার সন্ধ্যার মধ্যে নতুন নামের অস্থায়ী ফলক লাগিয়ে ফেলেছে কলকাতা পুরসভা। সরিয়ে ফেলা হয়েছে স্টার নামের ফলকও। মঙ্গলবারের মধ্যে নতুন স্থায়ী ফলক লাগিয়ে ফেলা হবে বলে পুরসভা সূত্রে খবর।

১৪১ বছর আগে ১৮৮৩ সালে উত্তর কলকাতারই বিডন স্ট্রিটে প্রথম তৈরি হয় স্টার থিয়েটার। সেই সময় নাট্যব্যক্তিত্ব গিরিশচন্দ্র ঘোষ বিনোদিনীকে স্টার থিয়েটার তৈরির টাকা জোগাড় করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। বলা হয়েছিল তাঁর নামেই নাম রাখা হবে থিয়েটারের। বিনোদিনীর নামে 'নাম' রাখলে তৎকালীন সমাজ আপত্তি তুলতে পারে সেই 'যুক্তি'তেই শেষ লগ্নে বিডন স্ট্রিটের প্রেক্ষাগৃহের নাম রাখা হয় স্টার থিয়েটার। 'প্রতারিত' বিনোদিনী আত্মজীবনীতে লেখেন, 'আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে উঁহারা ছলনা দ্বারা আমার সহিত এমন ভাবে অসৎ ব্যবহার করিবেন।'

বিডন স্ট্রিটের প্রথম স্টার থিয়েটার নানা হাত বদল হয়ে নাম হয় 'মনমোহন থিয়েটার'। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ তৈরির সময়ে ১৯২৮ সালে সেই 'স্টার' ভাঙা পড়ে। কিন্তু বিনোদিনী আর স্টারের সম্মিলিত নাম-মাহাত্ম্য এমনই যে, পরবর্তী কালে হাতিবাগানের স্টার থিয়েটারের সঙ্গেও মানুষ বিনোদিনীর স্মৃতি সংযুক্ত করে এসেছেন। সেই স্টারের সঙ্গে এত দিনে জুড়ছে বিনোদিনীর নাম। নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অভিনেত্রী রুক্মিনী মৈত্র। নারীদের সম্মান জানানোর পাশাপাশি ১৪১ বছরের লড়াই জিততে সাহায্য করার জন্য মমতাকে ধন্যবাদ জানান তিনি। উল্লেখ্য, আসন্ন 'বিনোদিনী' ছবিতে নামভূমিকায় অভিনয় করছেন রুক্মিনী।

রাজ্যের মন্ত্রী তথা নাট্যব্যক্তিত্ব ব্রাত্য বসুর মতে, স্টার থিয়েটারের সঙ্গে নটী বিনোদিনী নামটি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত আছে। তাঁর কথায়, 'নটী বিনোদিনীকে যোগ্য সম্মান দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এর সঙ্গে দেড়শো বছরের ইতিহাসকে সম্মান জানালেন তিনি।'

একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার
শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন গুঞ্জন)" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৬/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৮ নং এফিডেভিট বলে Chandranath Mallick S/o. Kalachand Mallick ও Chandra Nath Mallick S/o. Lt. K. Chand Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/১২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৮৪১৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Kanchan Kumar Nayek (old name) S/o. Nirmal Nayek R/o. Barul, Gurap, Hooghly, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Kanchan Nayek (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Kanchan Kumar Nayek & Kanchan Nayek S/o. Nirmal Nayek উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Koushik Nayek.

নাম-পদবী

গত ৩০/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Uday Bhar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nityananda Bhar ও M. Bhar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৪/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৩৫৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Suman Chatterjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sushil Kumar Chatterjee ও Sushil Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৯/১২/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৮৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Hasina Bibi (old name) W/o. Abdul Kalam Khan R/o. Puratan Hattala, Bhastara, Gurap, Hooghly-712303, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Hasina Bibi Khan (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Hasina Bibi & Hasina Bibi Khan W/o. Abdul Kalam Khan উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Shovan Khan.

নাম-পদবী

গত ৩০/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৮ নং এফিডেভিট বলে Sandip Pal S/o. Jatindra Pal ও Sandip Paul S/o. J. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩১ শে ডিসেম্বর। ১৫ ই পৌষ। মঙ্গল বার। প্রতিপদ তিথী। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখ বর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা । ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্থা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন ।ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্লোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

কর্কট রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

তুলা রাশি : প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। । দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

ধনু রাশি : আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যাটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

মকর রাশি : প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : শুভ দিন। বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

মীন রাশি : ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ৩০/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪১ নং এফিডেভিট বলে Sekh Bablu S/o. Sk Ekram Ali ও Sk Bablu S/o. Sk Ekram Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৬/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৪৬৭ নং এফিডেভিট বলে Pradip Kumar Das S/o. Nepal Chandra Das ও Pradip Das S/o. Nepal Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪১৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Md. Hafijuddin ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Korban Ali ও Md. Morban সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৮/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Pratap Bandyopadhyay ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Aloke Bandyopadhyay ও A. Kr. Bandyopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ৩০/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Rathindranath Mondal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kalipada Mondal ও K. R. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

E-TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, Rahamatpur Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Goas, Nadia. **NIET NO- RGP/ 2278/5th FC UNTIED (03)/ 2024-25,** Last date of submission **08.01.2024 up to 11.30p.m.** visit **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan,
Rahamatpur Gram Panchayat.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে আমরা পুর্নেন্দু রায় স্বয়ং, পিতা রাজেন্দ্র নাথ রায় ও সর্বানী রায়, স্বামী রাজেন্দ্র নাথ রায় সাং ও পোঃ আরপাড়া, থানাঃ নাকাশীপাড়া, জেলাঃ নদীয়া পিন- ৭৪১১২৬। গত ইং ১৬.০৫.২০১৬ তারিখে বেথুয়াডহরী এ.ডি.এম.আর অফিসে রেজিস্টিকৃত (Book-IV-00054 নং আমমোক্তার প্রাপ্ত স্বখং মানস কুমার রায়, পিতাঃ রাজেন্দ্র নাথ রায়, ঠিকানা- আরপাড়া, থানাঃ নাকাশীপাড়া, জেলাঃ নদীয়া, পিন- ৭৪১১২৬। গতঃ- 29.10.2024 তাং I 374723 নং দলিল বলে সনাতন হালদার, পিতা তুলসী হালদার সাং ও পোঃ আড়পাড়া, থানাঃ নাকাশীপাড়া, জেলাঃ নদীয়া, পিন- ৭৪১১২৬ পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় নাগরিক মহাশয়কে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করা হয়।

তপশীল সম্পত্তির পরিচয়
মৌজাঃ ২০, নং আরপাড়া
খতিয়ান নং এল.আরঃ ১১০৮, ৫০৩, ১২১৫

দাগ নং আর.এস ও এল.আরঃ ১২৬১, ২ শতক বিক্রয় করা হয়। উক্ত সম্পত্তিতে কাহারও কোনো আপত্তি থাকলে বেথুয়াডহরী এ.ডি.এম. আর অফিসে অথবা B.L And LRO অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে সাক্ষাত করিবেন। অন্যথায় আইনমতাবেক কার্য হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

পঃ বঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের মেমো নং-১০০০-১৫/২২/২০২৪-এর গত ইং- ২৭.০২.২০২৪ তারিখের আদেশ মূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, আমি সিলভেস্টার ডি কস্তা, পিতা- মৃত বেনেডিক্ট ডি কস্তা, সাং ২৪ ডি, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, পোঃ ও থানা-এন্টালী, কোলকাতা-৭০০০১৪ - জেলা - নদীয়া, থানা- কোতয়ালীর অধীন ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজার সাবেক ১২১৮১ নং এল.আর. ৯২৭১,৪১৯৫৮, ৯১১০,৬৪৬৯,৪১৯৫৬,৭৯৮৫,৪১৯৭৩ নং খতিয়ানভুক্ত সাবেক ৪৭৫ নং আর.এস. ৪৭৫/৩৫৫৭২ নং (দলিল ও ম্যাপদৃষ্টে) আর.এস. ৩৫৫৭২নং (রেকর্ডদৃষ্টে) এল.আর. ১৯৮৯ নং দাগে ০.০২৮২ একর বা ০২.৮২ শতক সম্পত্তি (যাহা কৃষ্ণনগর পৌরসভার ১৬নং ওয়ার্ডের মোংলা পুকুর লেনস্থিত সাবেক ১৯ নং হাল ২৫ নং হোল্ডিং সম্পত্তি হইতেছে) গত ইংরাজী-২২.০৯.২০২২ তারিখে নিউইয়র্ক হইতে ০৯৫৬৯২২ নং নোটারী আমমোক্তারনামা বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, যাহা কোলকাতা কালেক্টরেট হইতে ০১.১২.২০২২ তারিখে এডজুডিকেটেড, আমমোক্তার দলিল নং-২২০১, তাং-১৬.০৩.২০২৩, বহির নং-১, ভলুম নং-১৯০১-২০২৩, পাতা নং- ৮২৬৯৯-৮২৭১৫, কোলকাতা এ.আর.এ.-১) গত ইংরাজী -২২.০৯.২০২২ তারিখে নিউইয়র্ক হইতে ০৯৫৭১২২ নং নোটারী আমমোক্তারনামা বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, যাহা কোলকাতা কালেক্টরেট হইতে ০১.১২.২০২২ তারিখে এডজুডিকেটেড-এর আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক-১) রবীন ডি কস্তা, পিতা- মৃত বেনেডিক্ট ডি কস্তা, হাল সাং- ৯৪১১৫৯ এভিনিউ, ই ২৬ এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক, ১১৩৭৩, ইউ.এস.এ, ২) যোশেফ ডি কস্তা, পিতা মৃত বেনেডিক্ট ডি কস্তা, হাল সাং- ৭, ক্যানেল স্ট্রীট, ফ্ল্যাট নং-২ই, পার্ক সাইড রেসিডেন্সি, পোঃ ও থানা-এন্টালী, কোলকাতা-৭০০০১৪, ৩) নির্মল ডি কস্তা, পিতা- মৃত বেনেডিক্ট ডি কস্তা, সাং- ১৬৫-২০, হাইল্যান্ড এভিনিউ এ্যাপার্টমেন্ট, ১০১ জামাইকা, নিউইয়র্ক, ১১৪৩২, ইউ.এস.এ-এর দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া আমি সিলভেস্টার ডি কস্তা গত ইং- ০৪.১০. ২০২৪ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১০১৬৯/২৪ নং একখানি কোবালা দলিল বলে সেলিম উদ্দিন মণ্ডল, পিতা- মৃত সদর উদ্দিন মণ্ডল, সাং- কালীনগর, পোঃ রূপদহ, থানা ধুবুলিয়া, জেলা - নদীয়া, পিন নং-৭৪১১৪০-মহাশয়-কে বিক্রয় করিয়া দখল প্রদান করি। এক্ষনে সেলিম উদ্দিন মণ্ডল মহাশয় স্থানীয় কৃষ্ণনগর -১ বি.এল.এণ্ড এল.আর.ও অফিসে নামপত্তন করিবে। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ হইতে ০৭ দিনের মধ্যে স্থানীয় বি.এল.এণ্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি জানাইবেন অথবা আমার বরাবর লিখিত আবেদন করিবেন।

Prasenjit Das, Advocate
Nadia District Judges' Court at Krishnagar

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

পঃ বঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের মেমো নং-১০০০-১৫/২২/২০২৪-এর গত ইং- ২৭.০২.২০২৪ তারিখের আদেশ মূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, আমি সিলভেস্টার ডি কস্তা, পিতা- মৃত বেনেডিক্ট ডি কস্তা, সাং ২৪ ডি, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, পোঃ ও থানা-এন্টালী, কোলকাতা-৭০০০১৪ জেলা - নদীয়া, থানা- কোতয়ালীর অধীন ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজার সাবেক ১২১৮১ নং এল.আর. ৯২৭১,৪১৯৫৮, ৯১১০,৬৪৬৯,৪১৯৫৬, ৭৯৮৫,৪১৯৭৩ নং খতিয়ানভুক্ত সাবেক ৪৭৫ নং আর.এস. ৪৭৫/৩৫৫৭২ নং (দলিল ও ম্যাপদৃষ্টে) আর.এস. [illegible]

Prasenjit Das, Advocate
Nadia District Judges' Court at Krishnagar

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

Prasenjit Das, Advocate
Nadia District Judges' Court at Krishnagar

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

Prasenjit Das, Advocate
Nadia District Judges' Court at Krishnagar

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী কমল মল্লিক, পিতা মৃত ক্ষীতিশ মল্লিক, সাং নেউলিয়া, পোঃ-পূর্ববিষ্ণুপুর, থানা চাকদহ, জেলা নদীয়া আমি শ্রী নীহার রঞ্জন বৈরাগী মহাশয়ের নিকট হইতে বিগত ইং ২৬/০৬/২০১৮ তারিখে চাকদহ সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের IV নং বহির ৯৬ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিলমুলে নিযুক্ত হই। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলের তপশীল জেলা নদীয়া, ১৬২ নং জগন্নাথপুর মৌজায় এল.আর ৪২০ ও ৯৩৯ নং খতিয়ানের অর্ন্তগত আর.এস ও এল.আর ৫৩৭ নং দাগে ৩২.৮ শতক জমি আমমোক্তার জমি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, আমি রেকর্ড করিতেছি, কাহারও যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে এক মাসের মধ্যে তাহার সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমি শ্রী দীপক মন্ডল, পিতা মৃত হরিদাস মন্ডল, সাং বাদকুল্লা উত্তর সুরভীস্থান, পোঃ-বাদকুল্লা, থানা তাহেরপুর, জেলা নদীয়া, পিন ৭৪১১২১, ঘোষনা করিতেছি যে গত ইং ১৩/১০/২০১১ তারিখে ৭৮ নং আমমোক্তারনামা রেজিষ্ট্রীকৃত দলিল বলে যোগমায়া প্রামানিক, স্বামী দিলীপ কুমার প্রামানিক, সাং গ্রাম ও পোঃ-চন্দনদহ, থানা তাহেরপুর, জেলা নদীয়া, আমাকে তাহার বাদকুল্লা ৪৪ নং মৌজাস্থিত আর.এস ৭৩১, ১১৩ ও এল.আর.এস ১৪৪২, ১৭৬২/১, ১৪৪/১, ১২৯২/১ নং খতিয়ানে আর.এস ১৩২৯ ও এল.আর ২৫৭৫ নং দাগের ৪৭ শতক এবং আর.এস ১৩২৭/২৩৬৮, এল.আর ২৫৭৬ নং দাগের ৫.২ শতক, মোট ৯.৯ শতক সম্পত্তি আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। গত ইং ০২/০৬/২০১৭ তারিখে ২৫৭৫ নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে এল.আর ২৫৭৬ নং দাগ হইতে উক্ত আমমোক্তারনামা বলে ২.২০ শতক সম্পত্তি যতীশ শিকদার, পিতা স্বর্গীয় জুরান শিকদার, সাং পুরন্দরপুর, পোঃ-বাপুজীনগর, থানা তাহেরপুর, জেলা নদীয়া, পিন ৭৪১১২১ মহাশয়কে বিক্রয় করি। এখন উক্ত যতীশ শিকদার তাহার উক্ত খরিদাকৃত সম্পত্তি হাঁসখালী বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে নামপত্তন করিবে এ বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করিতে হইবে ইহা প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে ।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে আমি পাপ্পু দাস, পিতাঃ- মৃত প্রাণবল্লভ দাস, পোঃ- বেথুয়াডহুরী, থানাঃ- নাকাশীপাড়া, জেলাঃ- নদীয়া, পিন- ৭৪১১২৬। গত ইং ২৫.০৬. ২০২৪ তারিখে বেথুয়াডহরী এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্টিকৃত (Book IV-5003) নং আমোক্তারনামা দলিল বলে তপন দত্ত, পিতাঃ মৃত তিনকড়ি দত্ত, সাং- আদেশপোতা, পোঃ- তেতুলবেড়িয়া, থানাঃ নাকাশীপাড়া, জেলাঃ- নদীয়া, পিন- ৭৪১১৩৮, ভারতীয় নাগরিক, পশ্চিমবঙ্গ মহাশয়কে আমমোক্তার প্রাপ্ত করা হলো। গতঃ- 29-10-2024 তাং I 379723 নং তারিখে নমিতা রাজবংশী, স্বামীঃ- ভজন রাজবংশী, থানাঃ- নাকাশীপাড়া, জেলাঃ- নদীয়া, পিন- ৭৪১১৩৮, পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় নাগরিক মহাশয়কে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করা হয়।

তপশীল সম্পত্তির পরিচয়
মৌজাঃ- ৪৯ নং বেথুয়াডহরী
খতিয়ান নং এল.আর ৩২৫৮ কুঃ

দাগ নং আর.এস ও এল.আর ২০১ (দুইশত এক) সম্পত্তি, ১০ শতক বিক্রয় করা হয়। উক্ত সম্পত্তিতে কাহার কোন আপত্তি থাকিলে বেথুয়াডহরী এ.ডি.এস. আর অফিসে ও এল. আর অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে সাক্ষাত করিবেন। অন্যথায় আইনমতাবেক কার্য হইবে।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

মাননীয় সিভিল জজ (জুনিয়ার ডিভিশান) প্রথম আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী।

২০১৫ সালের ৫৬২ নম্বর দেওয়ানী মোকৰ্দ্দমা

বাদী :- শ্রী শঙ্কর নিয়োগী, পিতা- ৺ষষ্ঠীচরন নিয়োগী, জাতি – হিন্দু, পেশা-চাষবাস, সাং - দেবানন্দপুর, পোঃ- দেবানন্দপুর, থানা- চুঁচুড়া জেলা - হুগলী।

- বনাম -

বিবাদী :- ১(এ) শ্রী হরেন্দ্র নাথ ঘোষ, ১ (বি) শ্রী পার্থ ঘোষ, ১(এ) মৃত লীলা ঘোষের স্বামী, ১(বি) পুত্র, উভয়ের পেশা – অজানা, উভয়ের সাং- রামকৃষ্ণপুর, কৈলাশ বসু দ্বিতীয় বাই লেন, পোঃ ও থানা- শিবপুর জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১১০২

এতদ্বারা ১(এ), ১ (বি) নং বিবাদীকে জানানো যাইতেছে যে, বাদী নিম্ন তপশীল সম্পত্তি লইয়া উপরোক্ত আদালতে মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে আপনাদের কোনো আপত্তি থাকিলে আপনারা স্বয়ং অথবা আপনাদের নিযুক্তীয় উকিলবাবু, মারফৎ অত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইবেন। অন্যথায় মোকর্দ্দমায় যথারীতি আদেশ হইবে ।

।। তপশীল সম্পত্তি ।।

জেলা- হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা- মানুষপুর এর অন্তর্গত, এল.আর. ৬০৬/১ (কৃ) নং খতিয়ান ভুক্ত আর.এস. ৪৯৯ নম্বর দাগ তথা এল.আর. ৭৯৩ নম্বর দাগে অবস্থিত ০.৮৩ একর শালি জমি।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
অসীম ব্যানার্জ্জী (এ্যাডভোকেট)

আদালতের অনুমত্যানুসারে
সৌমিত্র চক্রবর্ত্তী (সেরেস্তাদার)
সিভিল জজ (জুনিয়ার ডিভিশান) প্রথম আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী।

NOTICE

In the Court of the District Delegate, Midnapore Paschim Medinipur
Ref:- Probate Case No. 24/2024
Manoranjan Kar.....Petitioner

Whereas, the above named petitioner has filed a Probate Case being No. 24/2024 for getting Probate in respect of the schedule land mentioned in the annexed **Will** with the Petitioner by **Gunadhar Kar** dated 09.12.2013, before the Ld. District Delegate, Midnapore. If anybody has any objection to the Probate Case to appear that court by personal on by legal representative and file objection within one month from the date of the published of this notice, failing which the above noted would be final as per law.

SCHEDULE

Dist- Paschim Medinipur, P.S.- Debra, J.L. No. 64, Mouza Bikrampur, Hal Khatian Nos. 36 & 66.

Plot No.	Nature	Area
267	Jal	1 acre 09 dec.
268	Jal	47 dec.
249	Bastu	1.583 dec. out of 12 dec.
269	Jal/ Doba	3.583 dec. out of 19 dec.
269/653	Kala/ Doba	0.25 dec. out of 10 dec.
269/659	Jal/ Doba	0.5 dec. out of 03 dec.
Total Area - 1 acre 61.916 dec.		

Laxman Sing (Sheristadar)
District Delegate Paschim Medinipur, 19.12.2024

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

পূর্ব মেদিনীপুর ২য় অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, তমলুক
Title Appeal 30/2019

শ্রী নির্ম্মল কুমার রায় ...এ্যাপীল্যান্ট/ বাদী।

-বনাম-

শ্রীমত্যা শিখা খাঁড়া দীং ...রেসপন্ডেন্টগন

দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৫ অর্ডার ২০ রুল মতে বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা অত্র মোকর্দ্দমার ১নং বিবাদিনী শ্রীমত্যা শিখা- খাঁড়া, স্বামী- মোহিত কুমার খাড়া, সাং-পার্ব্বতীপুর, পোঃ ও থানা- তমলুক, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, হাল সাং- ১। কালোবাড়ী পূর্বাঞ্চল, সল্টলেক, নিয়ার ট্যাঙ্ক নং ১৩, হাউস নং ও ক্লাস্টার নং ১০. কলিকাতা ২। রবীন্দ্রনাথ টেগর নগর, হোয়াইট হাউস নং-১ ব্লক নং ৩২, ব্যাঙ্গালোর-৫৬০০২, অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, পূর্বোক্ত এ্যাপীল্যান্ট আপনার বিরুদ্ধে পূর্বোক্ত আদালতে তমলুক প্রথম সিভিল জজ (জুনিঃ ডিভিঃ) আদালতের ১৪৫ নং দেওয়ানী/২০০১ মোকর্দ্দমার রায় ডিক্রীর অসম্মতিতে পূর্বোক্ত ৩০ নম্বর দেওয়ানী এ্যাপীল/২০১৯ মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছে। উক্ত মোকর্দ্দমায় ইংরাজী ২৬.০২.২০২৫ তারিখে দিন ধার্য্য রহিয়াছে। আপনি ধার্য্য দিনে স্বয়ং অথবা নিযুক্ত এ্যাডভোকেট বাবুর মাধ্যমে পূর্ব্বোক্ত মোকর্দ্দমায় হাজির হইবেন, অন্যথায় এই মোকর্দ্দমা আপনার বিরুদ্ধে একতরফামতে শুনানী হইবে।

অদ্য সন ইংরাজী ২০২৪ সালের ১৯/০৬ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত মতে দেওয়া হইল।

অনুমত্যানুসারে
শচীনন্দন পতি
সেরেস্তাদার
পূর্ব মেদিনীপুর ২য় অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, তমলুক

NOTICE

IN THE COURT OF DISTRICT DELEGATE, MIDNAPORE
PROBATE CASE NO: 41 OF 2024
Srimatya Lalita Murarka.....Petitioner

This is for the information of all concerned that **Srimatya Lalita Murarka**, W/o Late Omprakash Murarka of Colonelgola, P.O. - Medinipur, P.S. - Kotwali, Dist.- Paschim Medinipur, PIN 721101 has filed the **Probate Case No. 41/2024** in the Court of District Delegate, Paschim Medinipur for grant of probate of the **Will Dt. 17.04.2015** left by her widow, two sons namely **Lalita Murarka**, **Sri Dinesh Murarka** both of Colonelgola, P.O. - Midnapore, P.S.- Kotwali, Dist. Paschim Medinipur, **Sri Rajesh Kumar Murarka**, of Flat No. 704 B Block (Ayodhya bypass road), V.T.C. - Huzur, P.O. Sikandri Sarai, P.S. & Dist. Bhupal, Madhya Pradesh, PIN 462 010 and one daughter namely **Punam Agarwal**, W/o Sri Rajesh Kumar Agarwal, of H. No. - 93, Station Road, Ghatshila Nuvagram, Ghatshila, East Singhbhum, Jharkhand 832 303. The next date of hearing of the case has been fixed on **11.02.2025**. If anybody has got to submit anything in respect of above mentioned subject matter then they are hereby called upon to submit the same before the Ld. Court on the next date fixed.

Schedule

(I) Within Dist. - Paschim Medinipur, P.S. Kotwali, Mouza- Jamkunda, J.L. No. 199, Khatian No. 181, • Plot No. 36/1306, Measuring 0.09 acre, • Plot No. 75, Measuring 0.095 acre.
(II) Within Dist. - Paschim Medinipur, P.S. - Kotwali, Mouza - Colonelgola, J.L. No.186, • Khatian No. 478 (old), 828 (new), Plot No.69(R.S.), 95(L.R. Old), 69 (L.R. New), Measuring 0.0030 acre, • Khatian No. 58 (old), 828 (new), Plot No.70(R.S.), 96(L.R. Old), 70(L.R. New, Measuring 0.0220 acre.
(III) Within Dist. - Paschim Medinipur, P.S. Keshpur, Mouza Sirasati, J.L.- No.609, Khatian No. 83/1 (old) 379 (New), • Plot No.25, Measuring 5.57 acre.

By Order
Laxman Sing (Sheristadar),
District Delegate, Paschim Medinipore, 18/12/ 2024

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সোমবার তমলুকের শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকে সম্প্রীতি সংঘের উদ্যোগে, মায়াপুর ইসকনের পরিচালনায় হরেকৃষ্ণ উৎসবে অংশগ্রহণ করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

ঋতেশ আগরওয়াল ও বিক্রম শর্মা পেলেন স্টার্টআপ অ্যাওয়ার্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইন্দোর, মধ্যপ্রদেশে অনুষ্ঠিত নিউ এজ স্টার্টআপ-এর এক বিশেষ অনুষ্ঠানে লাইম ঝটকা'র সহ-প্রতিষ্ঠাতা ঋতেশ আগরওয়াল এবং বিক্রম শর্মা-কে সম্মানিত করা হয়েছে স্টার্টআপ অ্যাওয়ার্ড-এ। এই সম্মাননা প্রদান করেন ভারতের বেসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী কিঞ্জারাপু রামমোহন নাইডু।

লাইম ঝটকা'র যাত্রা শুরু হয়েছিল একটি ব্যক্তিগত লক্ষ্যকে সামনে রেখে। বাংলার ছোট শহর থেকে উঠে আসা ঋতেশ এবং বিক্রম চেয়েছিলেন স্বাস্থ্যকর পানীয়ের একটি বিকল্প গড়ে তুলতে। তারা লাইম ঝটকা চালু করেন কোভিড-১৯ মহামারির ঠিক আগে। মহামারির সময় বাজার বন্ধ থাকা এবং খরচ বেড়ে যাওয়ার মতো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেও, তারা হার মানেননি। নতুন পরিকল্পণা ও কৌশল গ্রহণ করে তারা ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী পানীয়-এর দিকে মনোযোগ দেন এবং পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিকে মূল লক্ষ্য হিসাবে বেছে নেন। তাদের এই প্রচেষ্টা সফল হয় এবং লাইম ঝটকা'র বিক্রি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। লাইম ঝটকা-র বিশেষত্ব এর স্বাদে। ভারতীয় মশলা ও ভেষজ উপাদানের অনন্য মিশ্রণ ব্র্যান্ডটিকে প্রতিযোগিতার বাজারে আলাদা করেছে। নতুন বাজারেও ৬০ শতাংশের বেশি পুনরায় অর্ডার পাওয়ার সাফল্য তাঁরা অর্জন করেছেন। ঋতেশ এবং বিক্রমের এই সাফল্যের কাহিনী স্বপ্ন এবং সংকল্পের শক্তিকে নতুন করে তুলে ধরে। বাংলার ছোট শহর থেকে উঠে আসা এই দুই উদ্যোক্তা দেখিয়েছেন, বড় স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিতে সংকল্প এবং অধ্যবসায়ই আসল চাবিকাঠি। এই স্বীকৃতি সম্পর্কে ঋতেশ ও বিক্রম বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য ছিল এমন কিছু তৈরি করা, যা ভারতীয় সংস্কৃতির স্বাদ এবং গুণমানকে সামনে নিয়ে আসে। এই সম্মান আমাদের কঠোর পরিশ্রম এবং সংকল্পেরই ফল। এটি আমাদের আরও অনুপ্রাণিত করবে নতুন উদ্ভাবনের দিকে এগিয়ে যেতে এবং ভারতীয় বাজারে স্বাস্থ্যকর পানীয়ের প্রসারে কাজ করতে।'

অবসর নিচ্ছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবসর গ্রহণ করছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব। আগামীকাল ৩১ ডিসেম্বর তার কর্মজীবনের শেষ দিন। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে তিনি এই পদের দায়িত্ব পালন করছেন, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রায় সবকটি নির্বাচন সুষ্ঠ, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছেন। ছোটখাট ভুলত্রুটি বা অশান্তি ছাড়া বাকি নির্বাচনগুলি সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব। প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রেখে প্রশাসনের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখে বিধানসভা নির্বাচন হোক বা লোকসভা নির্বাচন সফলভাবে অনুষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন বিদায়ী মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব। তাঁর অবসরের পর উত্তরসুরী কে হবেন। সেটা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তিনজন আইএএস অফিসারের নাম পাঠাতে হয়। যার মধ্যে দিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশন পরবর্তী মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কে হবেন সেটা সিদ্ধান্ত নেবে। তবে প্রাথমিকভাবে যেসব নাম পরবর্তী মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক হওয়ার দৌড়ে উঠে আসছে তার মধ্যে অন্যতম হলেন বর্তমানে কৃষি বিপণন সচিব ওঙ্কার সিংহ মিনা, রোশনি সেন বর্তমানে তিনি মৎস্য দপ্তরের সচিব পদে রয়েছেন আর একটা নাম ঘোরাঘুরি করছে সেটা হল নারায়ণ স্বরূপ নিগম। যিনি এখন স্বাস্থ্য সচিব পদে রয়েছেন। যার নামের সঙ্গে আরজি করের ঘটনায় তোলপাড় হয়েছিল। তাঁর নামের তালিকা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক হওয়ার দৌড়ে রয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। আগামী ৬ জানুয়ারী রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সব কিছু পঙ্খানুপঙ্খ নির্ভুল এবং স্বচ্ছ ভোটার তালিকা প্রকাশ করা এখন বড় চ্যালেঞ্জ নির্বাচন কমিশনের কাছে।

জেলে গুরুতর অসুস্থ ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভু

প্রথম পাতার পর

চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুর শারীরিক অবস্থার ক্রমশ অবনতি হচ্ছে। জেলে ঠিকমতো চিকিৎসা হচ্ছে না তাঁর। যদিও আরেক সূত্রের দাবি, রবিবার কারাগারে গিয়ে তাঁর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করেছেন চিকিৎসকরা, দেওয়া হয়েছে ওষুধও। এনিয়ে বিশেষ বার্তা দিয়েছেন ইসকনের সর্বভারতীয় প্রেসিডেন্ট রাধারমন দাস। এই অবস্থায় চিন্ময় প্রভুর দ্রুত আরোগ্য কামনায় দেশের সমস্ত হিন্দু এবং মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানানো হচ্ছে, আগামী ১ জানুয়ারি বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হোক।

প্রায় দেড় মাস ধরে দেশদ্রোহ মামলায় জেলবন্দি বাংলাদেশে অত্যাচারিত হিন্দু সমাজের প্রতিবাদী মুখ ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাস। পতাকা অবমাননার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহ মামলা দায়ের করেছে ইউনূস সরকার। চট্টগ্রামের কারাগারে বন্দি করা হয়েছে তাঁকে। মেলেনি জামিন। আইনজীবীরা বারবার হুমকি, আক্রমণের মুখে পড়ে মনোবল কিছুটা হারিয়েছেন। জামিন মামলার শুনানিতে একাধিকবার তাঁরা আদালতে দাঁড়িয়ে সওয়াল করতে পারেননি। ফলে বারবার তা পিছিয়ে গিয়েছে। পরবর্তী শুনানি আগামী ২ জানুয়ারি।

নকল পাসপোর্ট রুখতে নতুন অ্যাপ আনছে রাজ্য: প্রতিবেশী দেশের পরিস্থিতিতে জাল পাসপোর্টের রমরমা বাড়ছে দেশজুড়ে। সীমান্ত লাগোয়া হওয়ায় বেশি ভুগছে এরাজ্য। এমতাবস্থায় নকল পাসপোর্টের রমরমা রুখতে নতুন অ্যাপ আনছে রাজ্য সরকার। এই অ্যাপের মাধ্যমে পাসপোর্ট আবেদনকারির যাবতীয় নথি অনলাইনে যাচাই করা হবে বলে জানা গেছে । এরপর একজন পুলিশ কর্মী আবেদনকারীর বাড়িতে গিয়ে সব তথ্য যাচাই করে নিজের ও আবেদনকারির ছবি অ্যাপে আপলোড করবেন। আর এর মাধ্যমে খুব সহজেই বোঝা যাবে সংশ্লিষ্ট আবেদীনকারীর পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের ক্ষেত্রে কোন পুলিশকর্মী যুক্ত রয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী ও প্রশাসনকে জোড়া আক্রমণে শুভেন্দু

প্রথম পাতার পর

এর পাশাপাশি সুজয় মণ্ডলের তৃণমূলে যাওয়া নিয়েও এদিন বিস্ফোরক দাবি করেন শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী দলনেতা বলেন, 'সুজয় মণ্ডল বিজেপির লোক নয়। তৃণমূলে যোগ দেওয়ার আগে মেসেজ করেছিলেন। ওঁর গোপনীয়তা রক্ষায় তা সামনে আনছি না। আমাকে জানিয়েছেন কেন যোগদান করেছে। লোকসভা ভোট থেকেই তৃণমূল করেছেন। সুজয় মণ্ডল তৃণমূলের পার্শ্বশিক্ষকদের সংগঠনের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পদাধিকারী।'

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪, ১৫ পৌষ, মঙ্গলবার

‘প্লাস্টিক ফ্রি-গ্রিন গঙ্গাসাগর মেলা’ সংকল্প জেলা প্রশাসনের

নজরে বাংলাদেশ পরিস্থিতি, আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ব্যবস্থা

বিপ্লব দাশ

বাংলাদেশ পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে গঙ্গাসাগর মেলায় এখন থেকেই আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। গত কয়েকবছর ধরে কপিলমুনির আশ্রম সন্নিকটে ২ ও ৩ নম্বর ঘাট বন্ধ করে ৬ ও ৭ নম্বর চালু করা হচ্ছে। এবং এক নম্বর ঘাটের পরিধি বাড়ানো হচ্ছে। যাতে বেশি পুণ্যার্থী সেখানে স্নান করতে পারেন। উন্নত পরিকাঠামো ও প্লাস্টিক-ফ্রি সবুজ মেলার আয়োজন করাই এবার মূল লক্ষ্য জেলা প্রশাসনের। এবার লট-৮ থেকে কচুবেড়িয়া সাগরের মাঝে নিয়মিত ড্রেজিং করা হচ্ছে। এবং সাগর মেলা চলাকালীন জলস্তরও বেশ উঁচুতে থাকবে। ফলে দিনে প্রায় ২০ ঘণ্টার বেশি পুণ্যার্থী যাতায়াত করতে পারবেন।

এই বছরে মহাকুম্ভ থাকলেও পুণ্যার্থী সমাগমে ঢিলে দিতে নারাজ। তাই ২০২৫ সালের ‘গ্রিন গঙ্গাসাগর মেলা’ সংকল্প নিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। বাংলাদেশ পরিস্থিতি যাতে গঙ্গাসাগর মেলায় আঁচ না পড়ে সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে বলে জানান সুন্দরবন পুলিশ জেলার সুপার কোটেশ্বর রাও। তিনি বলেন, ‘ইতিমধ্যেই সুন্দরবনের বিভিন্ন এন্ট্রি পয়েন্টে প্রশাসন নজরদারি বাড়িয়েছে। গোয়েন্দারা সতর্কতার সঙ্গে খোঁজখবর নিচ্ছেন।’ তবে এবার গঙ্গাসাগর মেলায় ২ ও ৩ নম্বর ঘাটের পরিবর্তে ৬ ও ৭ নম্বর ঘাট চালু করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই সেখানে বিদ্যুৎ, আলো ও রাস্তা তৈরি করে স্নানের পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। ১ নম্বর ঘাটের পরিধি বাড়ানো হচ্ছে। সোমবার আলিপুর প্রশাসনিক ভবনে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা, জেলা সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাস, সহকারী সভাপতি শ্রীমন্ত মালি, সুন্দরবন পুলিশ জেলার সুপার কোটেশ্বর রাও-সহ জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিকরা।

গতবারের থেকে এবার মেলার পরিকাঠামো আরও বাড়ানো হচ্ছে। নামখানা ও লট-৮ পুণ্যার্থীদের সাগর পারাপারের জন্য থাকছে ২১টি জেটি, ৯টি বার্জ, ৩২টি

ভেসেল, ১০০টি কাঠের লঞ্চ। হাওড়া ও শিয়ালদা থেকে ট্রেনে যাতায়াতের জন্য বেশ কিছু স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা থাকছে। বাবুঘাট থেকে নামখানা পর্যন্ত ১৬টি বাফার জোন থাকবে। যেখানে যাত্রীদের থাকা-খাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। ১২ হাজার পুলিশ কর্মী, ১৫টি সিভিল ডিফেন্স টিম, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম, এনডিআরএফ, নেভি ও ভারত সেবা সংঘের প্রায় দশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিত করা হয়েছে। গঙ্গাসাগরের পুণ্যার্থীদের জন্য এবার ৫টি অস্থায়ী হাসপাতালের ব্যবস্থা থাকবে। মোট ১৩০টি বেড থাকবে। থাকবে ১০০টি অ্যাম্বুলেন্স ও এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা। ইতিমধ্যেই পুরো মেলাপ্রাঙ্গণ প্লাস্টিক-ফ্রি ঘোষিত হয়েছে। ১২ হাজার টয়লেট, ৭টি সলিট ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট-সহ উন্নত পরিচ্ছন্নতায় জোর দেওয়া হয়েছে। রাতের বেলায় সমুদ্রতটে পর্যাপ্ত আলো ও সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা থাকছে। ড্রোনের মাধ্যমে চলবে নজরদারি। প্রতিবারের মতো মেগা কন্ট্রোলরুম থেকে মেলার নিরাপত্তা ও পরিচালনা করা হবে। গত কয়েকবছর ধরে গঙ্গাসাগর মেলার বিশেষ আকর্ষণ সাগরপাড়ে সন্ধ্যারতি এবার তা আরও আকর্ষণীয় করা হবে। মেলায় আসা বিভিন্ন মঠ-মিশন ও ধর্মীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে থাকবে ধর্মীয় আলোচনা ও কীর্তন। এছাড়া থাকছে ‘সাগর কথা’ ও ‘সাগর সংগ্রহশালা’। যেখানে সুন্দরবন ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় শিল্পীদের নানা হস্তশিল্প কাজের নিদর্শন থাকবে ও কেনাবেচার ব্যবস্থা থাকবে।

গত কয়েকবারের মতো এবারও গঙ্গাসাগর মেলাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির দাবি তুললেন জেলা সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি। তাঁদের দুজনেরই দাবি, ‘মুখ্যমন্ত্রী একাধিকবার অনুরোধ সত্ত্বেও গঙ্গাসাগার মেলাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না। এই মেলা থেকে যে আয় হয় তার সিংহভাগই চলে যায় উত্তরপ্রদেশে। রাজ্য সরকার কিছুই পায় না। তবুও পুণ্যার্থীদের কথা ভেবে এই বিশাল খরচ সরকার করে। আগে পুণ্যার্থীদের কাছ থেকে ৫ টাকা শুল্ক নেওয়া হত। সেটাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার আসার পর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।’ খুব তাড়াতাড়ি মুড়িগঙ্গার উপর সেতু নির্মাণের শিলান্যাসের আশ্বাস দেন জেলা সভাধিপতি। মেলা চলাকালীন কোনও পুণ্যার্থীর মৃত্যু হলে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকা জীবন বিমার ব্যবস্থা থাকছে।

৮ জানুয়ারি পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ নয়, অর্জুনের বিরুদ্ধে নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিতর্কিত মন্তব্য সংক্রান্ত মামলায় ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। সোমবার এমনই নির্দেশ দিতে দেখা গেল বিচারপতি শম্পা দত্ত পালকে। পাশাপাশি অর্জুন সিংহকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে ৪১ এ ও ৩৫ (৩) তে দেওয়া নোটিশে স্থগিতাদেশও দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। উল্লেখ্য, বিরোধী দলনেতার খুনের আশঙ্কায় মুখ্যমন্ত্রী-সহ রাজ্য পুলিশের এজেন্সির সঙ্গে জেহাদিদের যোগসাজশ থাকার অভিযোগ তোলেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। ওই মন্তব্যের বিরুদ্ধে জগদ্দল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ভাটপাড়া পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর অভিমন্যু তিওয়ারি। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদকে থানায় তলবও করা হয়েছিল।

প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংকে থানায় তলব নিয়েও এক বিতর্ক হয়। এদিকে প্রাক্তন সাংসদ কিন্তু জানিয়েছেন তাঁর আইনজীবীর মাধ্যমে চিঠি পাঠিয়ে বিজেপি নেতা জানিয়ে দেন তিনি হাজিরা দিতে পারবেন না। কারণ দর্শান রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ব্যস্ত থাকবেন তিনি, তাই ২ জানুয়ারির পর যে কোনও দিন দেখা করবেন। গত ২৭শে ডিসেম্বর বিকেলে তাঁকে ই-মেল করে আগামী ৩-রা জানুয়ারি আসতে বলা হয় কিন্তু সেই রাতে আবার তাঁকে ই-মেল করে ২৮শে ডিসেম্বর বিকেল ৫টা সময় তলব করা হয়। এরপরই তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা এই অভিযোগের খারিজের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অর্জুন সিং।

সেই মামলায় আবেদনের উপর আগামী ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শম্পা দত্ত পাল। এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে রেগুলার বেঞ্চে।

আরজি কর আন্দোলনে যোগ দেওয়া শিল্পীদের বয়কটের ডাক কুণালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর আন্দোলনে যোগ দেওয়া শিল্পীদের বয়কটের ডাক তৃণমূল মুখপাত্র তথা তৃণমূল রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষের। আরজি করের ঘটনার পর একাংশ শিল্পীদের পথে নামতে দেখা যায়। চিকিৎসকদের আন্দোলনে মিশে গিয়েছিলেন তাঁরা। এমনকি, ডাক্তাররা যখন অনশনে বসেছিলেন সেই সময়ও কয়েকজন শিল্পী প্রতীকী অনশনে সামিল হয়েছিলেন। কুণালের বক্তব্য, মিথ্যা বিকৃত ময়না তদন্তের রিপোর্ট নিয়ে ‘নাটক’ করা হয়েছে। এবার তাঁদের উদ্দেশ্যেই বার্তা গেল তৃণমূল নেতার। এ দিন সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, ‘আরজি করের নিন্দা করেছে বলে বাদ একদম নয়। একশো শতাংশ নিন্দা করবেন। কেন করবেন না? যাঁরা এই স্লোগান দিয়েছেন অমুকের গালে-গালে জুতো মারো তালে-তালে, কখনও বলছেন বাংলাদেশের মতো পালাতে হবে। মিথ্যা বিকৃত ময়নাতদন্তের রিপোর্ট নিয়ে নাটক করেছেন। আমাদের দলের আয়োজিত কোনও অনুষ্ঠানে যেন তাঁদের দেখা না যায়। তৃণমূল কর্মীদের আবেগে আঘাত লাগছে।’

শুধু তাই নয়, তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদকের বক্তব্য, শিল্পী তালিকা খতিয়ে দেখতে হবে। এমন কাউকে আনা যাবে না যাঁরা আরজি কর আন্দোলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেন, ‘দুমাস আগে বিপ্লব করেছেন। আর তারপর অ্যাডভান্স নিয়ে তৃণমূলের মঞ্চে নাচ-গান করবেন ওসব এবার হবে না।’ কুণাল এ দিন এও বুঝিয়ে দেন ঠিক কাকে-কাকে বয়কট করতে হবে। তিনি বলেছেন, ‘বাদশা মৈত্রর কথা বলছি না। উনি সিপিএম সমর্থক। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করছি না। যাঁদের মতাদর্শ তৃণমূলের সঙ্গে মেলে না তাঁদেরও কাজের অধিকার আছে। তবে যে কয়েকজন ইচ্ছাকৃত ভাবে, পরিকল্পিত ভাবে নিজেদের ধান্দায় আন্দোলন করেছেন তাঁদের বয়কট করুন।’

ফের গুরুতর অসুস্থ সুজয়কৃষ্ণ, ইডি’র চার্জশিট গঠন স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের গুরুতর অসুস্থ সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের ‘কাকু’। সূত্রে খবর, সুজয়কৃষ্ণ অসুস্থবোধ করায় প্রথমে তাঁকে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে, সুজয়কৃষ্ণের অসুস্থতার কারণে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি’র চার্জশিট গঠন স্থগিত। ইডি’র দাবি, অন্য হাসপাতালে সুজয়কৃষ্ণকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিরাপত্তার সুবন্দোবস্ত করা হোক। কারণ, এই অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়ে ‘কাকু’ পালিয়ে যেতে পারেন,

আশঙ্কা করছে ইডি।

এদিকে, সোমবার ইডি বিশেষ আদালতে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি’র চার্জ গঠনের দিন ছিল। সোমবারই সুজয়কৃষ্ণকে আদালতে নিয়ে আসার পথে, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রথমে তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে আদালতে সুজয়কৃষ্ণের আইনজীবী জানান, তাঁর মক্কেলের শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে। এরপরই তাঁকে দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আদালত আইনজীবীর আবেদন মঞ্জুর করে। পাশাপাশি বিচারক কলকাতা পুলিশকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেন। ২ জানুয়ারি ওই হাসপাতালকে ‘কাকু’র শারীরিক অবস্থার রিপোর্ট জমা দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন।

সরকারি জমিতে থাকা ‘নিকাশি দখল’

নিজস্ব প্রতিবেদন: নৈহাটি বিধানসভার অধীনস্থ জেটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মালঞ্চ রোডের বালিভাড়ায় গড়ে উঠেছে দ্বিতল একটি বাণিজ্যিক ভবন। অভিযোগ, পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের বাড়ির সন্নিকটে গড়ে ওঠা সেই বাণিজ্যিক ভবনের মূল প্রবেশদ্বার গড়া হয়েছে সরকারি জমিতে থাকা নিকাশি ড্রেন দখল করে। শুধু তাই নয়, নিকাশি ড্রেনের ওপর টাইলস বসিয়ে আচ্ছাদন করা হয়েছে। সরকারি জমিতে থাকা ড্রেন দখল করে প্রবেশপথ বানানো নিয়ে বিজেপি নেতা রূপক মিত্রের কটাক্ষ, তৃণমূল জমানায় সব কিছুই সম্ভব। তাঁর অভিযোগ, ড্রেনের ওপর টাইলস বসিয়ে প্রবেশদ্বার তৈরি করা হয়েছে। রূপক বাবুর কথায়, এখন ড্রেন দখল হচ্ছে। পরবর্তীতে দেখবেন রাস্তাঘাট দখল হয়ে যাচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, জেটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় উন্নয়ন বলে কিছুই হয়নি। রাস্তাঘাট বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। ড্রেনের ওপর আচ্ছাদন নিয়ে পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান উর্মিলা মন্ডল বলেন, ফুলগাছ লাগিয়ে সাজানোর জন্য পঞ্চায়েতে আবেদন করেছিলেন ওই ভবনের মালিক। কিন্তু প্রধান ওনাকে বলেছিলেন, বোর্ড মিটিয়ে সেটা তোলা হবে। বিষয়টি বোর্ড মিটিংয়ে তোলার আগে ভবনের মালিক কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। তবে বিষয়টি নজরে আসার পর সেই কাজ আটকে দেওয়া হয়েছে।

বর্ষবরণে কড়া নজর মেট্রোর নিরাপত্তায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: বড়দিনের রেশ মেলাতে না মেলাতেই বর্ষবরণে ফের জনপ্লাবনে ভাসতে চলেছে কলকাতা। আর সেই ভিড় সামল দিতেই এবার বড় উদ্যোগ কলকাতা মেট্রোর। জোর দেওয়া হচ্ছে নিরাপত্তার ওপরেও। এসপ্ল্যানেড, পার্ক স্ট্রিট, ময়দান, রবীন্দ্র সদন ও দমদমের উপর থাকছে বাড়তি নজর। নজর থাকছে দক্ষিণেশ্বর স্টেশনের উপরেও। ভিড়ের চাপে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সে কারণে ৩১ ডিসেম্বর বছর শেষের দিন থেকেই মাঠে নামবে আরপিএফ। তৈরি থাকছে স্পেশ্যাল টিম। বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত রেল পুলিশ থাকছে প্রবেশ ও প্রস্থান গেটে। বেশি সংখ্যক পুলিশকেও মাঠে নামানো হচ্ছে।

পুরুষ রেল পুলিশ কর্মীর পাশাপাশি থাকছে বেশি সংখ্যক

মহিলা আরপিএফ-ও। বড়দিনের পাশাপাশি নববর্ষের উদযাপনেও বরাবরই তুমুল ভিড় দেখা যায় পার্কস্ট্রিট-সহ আশপাশের এলাকাতে। স্বভাবতই পার্কস্ট্রিট মেট্রো স্টেশনেও ব্যাপক ভিড় দেখা যায়। সে কারণে এই স্টেশনের নিরাপত্তায় বিশেষ জোর দিচ্ছে আরপিএফ। স্পেশ্যাল টিমে থাকছে সাব-ইন্সপেক্টর, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনসপেক্টর পদ মর্যাদার পুলিশ কর্মীরা। ৩১ ডিসেম্বর স্পেশ্যাল টিম থাকছে পার্কস্ট্রিট, ময়দান, এসপ্ল্যানেডে। দলে থাকছেন একজন সাব-ইন্সপেক্টর, আর চার পুলিশ কর্মী, দু’জন মহিলা পুলিশ কর্মী। জোর দেওয়া হচ্ছে সিসিটিভি নজরদারির উপর। পার্কস্ট্রিটে যে স্পেশ্যাল টিম থাকছে তাতে আবার একজন উচ্চপদস্থ পদ মর্যাদার পুলিশ কর্তার পাশাপাশি আরও চার পুলিশ কর্মী থাকছেন। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে অশান্তির আবহে অনুপ্রবেশের আশঙ্কা বেড়েছে ভারতে। একইসঙ্গে নানা প্রান্ত থেকে ধরা পড়েছে কুখ্যাত সব জঙ্গি। তাই বর্ষবরণের উৎসবের মধ্যে যাতে কোনওরকম নাশকতার ছক কেউ কষতে না পারে সে বিষয়ে সদা-সতর্ক রয়েছে পুলিশ। সে কারণেই ৩১ ডিসেম্বর ও ১ জানুয়ারি মেট্রোতে চেকিংয়েও জোর দিতে চলেছে পুলিশ।

টোল প্লাজাতে লুট হচ্ছেন, অভিযোগ বেসরকারি বাস সংগঠনের মালিকদের

শুভাশিস বিশ্বাস

টোল প্লাজা তো নয়, যেন বেসরকারি পরিবহণের মালিকদের কাছ থেকে লুট হচ্ছে টাকা, এমনটাই অভিযোগ বেসরকারি বাস মালিক সংগঠন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের বুকে রয়েছে ৫২টি টোল প্লাজা। গ্রামাঞ্চলে যে সব বাস চলে তাতে সাধারণত তাদের দিনে ২ থেকে ৩টি টোল প্লাজা অতিক্রম করতেই হয়, এমনটাই দাবি বেসরকারি বাস সংগঠনের। আর এই টোল ট্যাক্স বাবদ এই ডিসেম্বরে বহরমপুর-মালদা রুটের একটি বাসকে (বাস নম্বর-ডব্লিউবি জিআর-২৪৩৭) দিতে হয়েছে ৫১ হাজার টাকা। এবার এই টোল প্লাজা অতিক্রম করতে গিয়ে দেখা দিয়েছে নয়া এক সমস্যা। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, টোল প্লাজাতে কর বাবদ টাকা দ্রুত প্রদান করার জন্য জেলার সব বাসেই ‘ফাস ট্যাগ’ বলে একটি ব্যবস্থা থাকে। এই ‘ফাস ট্যাগ’ ব্যবস্থা আনা হয়েছে ন্যাশানাল হাইওয়েতে দীর্ঘ সারি এবং জ্যাম এড়াতে। যে পদ্ধতিতে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন প্রযুক্তি ব্যবহার করে টোল প্লাজাগুলিতে পুরো টোল ট্যাক্সের পরিমাণ সংগ্রহ করা হয়। গত ২০২১ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে এই পরিষেবা। আর এই পরিষেবা পরিচালিত হয় বিভিন্ন ব্যাঙ্কের সাহায্যে, যেগুলি ন্যাশনাল পেমেন্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া এবং ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রযুক্তি এমনভাবে কাজ করে যে গাড়িটিকে টোল গেটে থামতে হবে না। গাড়িটি এর মধ্য দিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন প্রযুক্তি ব্যবহার করে, লিঙ্ক করা প্রিপেইড অ্যাকাউন্ট থেকে টোলের পরিমাণ কেটে নেওয়া হয়। এমন এক পদ্ধতি চালু থাকলেও সমস্যায় পড়ছেন বাস মালিকেরা। কারণ, টোলে পৌঁছানোর পর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে এই পদ্ধতি কাজ করছে না। কারণ, হিসেবে জানানো হচ্ছে লিঙ্ক নেই। আবার কখনও জানানো হয় অ্যাকাউন্টে কোনও টাকাই দেখাচ্ছে না। এদিকে যতক্ষণ না টোল ট্যাক্স মেটানো হচ্ছে ততক্ষণ একচুলও নড়তে পারে না বাস। ফলে টোলে যে টাকা দেওয়ার কথা তা দিতে হচ্ছে নগদে। এদিকে অ্যাকাউন্ট থেকেও কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে টাকা। বাড়িতে যে টাকা টোল ট্যাক্স বাবদ কেটে নেওয়া হচ্ছে তা ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলেও আদতে তা করা হয় না বলে অভিযোগ জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ফলে এখানে বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন বাস মালিকেরা। এই ব্যাপারে পরিবহণ দপ্তরের সঙ্গে একাধিক

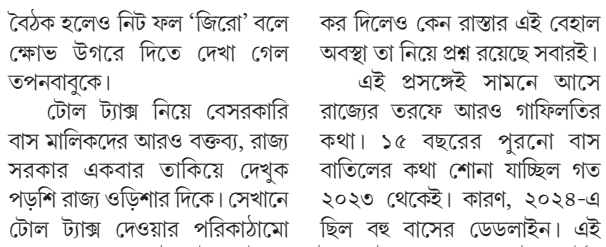

বৈঠক হলেও নিট ফল ‘জিরো’ বলে ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা গেল তপনবাবুকে।

টোল ট্যাক্স নিয়ে বেসরকারি বাস মালিকদের আরও বক্তব্য, রাজ্য সরকার একবার তাকিয়ে দেখুক পড়শি রাজ্য ওড়িশার দিকে। সেখানে টোল ট্যাক্স দেওয়ার পরিকাঠামো অনেক সহজ। এই টোল ট্যাক্স মেটানো হয় এককালীন এক মাসের ভিত্তিতে। একবারে এই টোল ট্যাক্স দেওয়া হলে বারবার সমস্যার মুখে পড়তে হয় না। বাঁচে সময়ও। শুধু তাই নয়, মাসের ভিত্তিতে এই ট্যাক্স নেওয়া হলে টাকাও লাগে কম। বাংলা সে পথে হাঁটতে রাজি নয়। এটাই শেষ কথা নয়। পড়শি রাজ্য থেকে আরও শেখার আছে আমাদের বলে মনে করেন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সম্পাদকের। এই প্রসঙ্গে তিনি টেনে এনেছেন আমাদের রাজ্যের জাতীয় সড়কের হাল। যেখানে গাড়ি চালাতে গেলে প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকতে হয় চালকদের। সেখানে পড়শি রাজ্যের হাইওয়ে মসৃণ। এই বিপুল পরিমাণ কর দিলেও কেন রাস্তার এই বেহাল অবস্থা তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে সবারই।

এই প্রসঙ্গেই সামনে আসে রাজ্যের তরফে আরও গাফিলতির কথা। ১৫ বছরের পুরনো বাস বাতিলের কথা শোনা যাচ্ছিল গত ২০২৩ থেকেই। কারণ, ২০২৪-এ ছিল বহু বাসের ডেডলাইন। এই ইস্যুতেই কলকাতা হাইকোর্টের শরনাপন্ন হন বেসরকারি বাস মালিকেরা। এরপর আদালত থেকে রাজ্য পরিবহণ দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়, এ ব্যাপারে পরিবহণ দপ্তর যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে তা পুনর্বিবেচনা করা হোক। একইসঙ্গে পরিবহণ দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে এ নির্দেশও দেওয়া হয়, ৪ সপ্তাহের মধ্যে তারা নিজেদের জারি করা বিজ্ঞপ্তি পুনর্বিবেচনা করবে। এ ব্যাপারে এখনও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। ফলে সব মিলিয়ে ধোঁয়াশায় বেসরকারি বাস মালিকেরা।

এদিকে আবার সরকারি পরিবহণ আইন বলছে, ১৫ বছরের পুরনো বাস প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং দূষণ সংক্রান্ত পরীক্ষা দিয়ে কলকাতার বাইরে চলতে পারে। আর এখানেই বাসমালিকদের প্রশ্ন, স্বাস্থ্য এবং দূষণ সংক্রান্ত পরীক্ষায় কোনও সমস্যা ধরা না পড়লে নতুন বাসের সঙ্গে ১৫ বছরের পুরনো বেসরকারি বাস চলতে বাধা কোথায় তা নিয়েও। আর এই প্রসঙ্গেই তপনবাবুর প্রশ্ন, ‘আমি যদি দূষণের মাপের মধ্যে থাকতে পারি, তাহলে বয়স সীমা বাঁধা হবে কেন? আইনে তাই বলছে।’ আর সেই কারণেই এব্যাপারে আরও একবার রাজ্যের সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনার আবেদনও জানান তিনি। এরই পাশাপাশি এই প্রসঙ্গে এ প্রশ্নও স্বাভাবিক ভাবেই উঠছে, যাবতীয় শর্ত পূরণ করলে ১৫ বছরের পুরনো ব্যক্তিগত গাড়িকে যদি চলার অনুমতি দেওয়া যায়, তা হলে একই শর্তে বেসরকারি বাসকে রাস্তায় নামতে দিতে সমস্যা কোথায়? এরই পাশাপাশি বাস ও অন্যান্য গাড়ির আয়ু নিয়ে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ এবং প্রস্তাবিত নতুন আইনের খসড়ার প্রসঙ্গও উল্লেখ করছেন বাসমালিকেরা। ওই খসড়ায় সব রকম গাড়ির বিপুল মূল্য বৃদ্ধি এবং আধুনিক প্রযুক্তির কথা মাথায় রেখে সেগুলির গড় আয়ু বাড়িয়ে ২০ বছর করার কথা বলা হয়েছে। আর এই প্রেক্ষিতে নিজেদের দাবিতে এবার আরও অনড় বেসরকারি বাস মালিকেরা।

বর্ষবরণে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে তিলোত্তমা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফি বছর বর্ষবরণের রাতে মানুষের ঢল নামে পার্ক স্ট্রিট আর পার্ক স্ট্রিট লাগোয়া এলাকায়। যার মধ্যে রয়েছে ভিক্টোরিয়া, আলিপুর চিড়িয়াখানা, ইকো পার্ক-সহ বিভিন্ন জায়গা। শহর তো বটেই, শহরতলি থেকেও প্রচুর মানুষ আসেন কলকাতার নানা দর্শনীয় স্থানে। উৎসবের আবহে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা আটকাতে এবার একটু বেশি-ই তৎপর কলকাতা পুলিশ। কারণ, এদিক ওদিক পুলিশের জালে ধরা পড়েছে একাধিক জঙ্গিও।

আর সেই কারণেই এবার নিরাপত্তার মোড়কে মুড়েছে পার্ক স্ট্রিট, ভিক্টোরিয়া-সহ বেশ কিছু এলাকা। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছেন একজন অতিরিক্ত কমিশনার পদমর্যাদা অফিসারের অধীনে থাকছেন যুগ্ম কমিশনার পদমর্যাদা ২ অফিসার। থাকছে বিশেষ টিম। নেতৃত্ব দেবেন ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদা ১২ জন অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদা ২৩ জন অফিসার। এ ছাড়াও ৭০ জন ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার অফিসার থাকছেন। গোটা শহরের নানা প্রান্তে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছেন সাড়ে ৪ হাজার পুলিশ কর্মী। শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে থাকছে ১৫টি পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র। থাকছে ১১টি ওয়াচ টাওয়ার। এছাড়াও কুইক রেসপন্স টিম, পিসিআর ভ্যান-সহ মহিলা পুলিশ কর্মীরাও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছেন। সাদা পুলিশের কর্মীরা মোতায়েন থাকছেন বাড়তি নজরদারির জন্য।

ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবে বর্ষশেষে ‘মোঘল’ আমলের ছোঁয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: শতবর্ষে ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব এক অন্য মাত্রা যোগ করেছে। বছর শেষে ঝলমলিয়ে উঠেছে শতবর্ষ প্রাচীন এই ক্লাব। গোটা বছর কোনও না কোনও প্রতিযোগিতা, শিবিরের আয়োজন হয়ে থাকে এই ক্লাবে। সম্প্রতিই ক্লাবের সচিব চন্দন রায়চৌধুরীর উদ্যোগে হয়ে গিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডশিপ স্ক্যালিং রেগাটা। ক্রিসমাসেও দেখা গেছে ছোটদের ফান গেম থেকে বড়দের মনোরঞ্জনের নানা প্রতিযোগিতা। তবে বছর শেষের আগে কোনও প্রতিযোগিতা নয়, বরং সৌহার্দ্য দেখা গেল ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে। ক্লাবের প্রায় দু’যুগের সচিব চন্দন রায়চৌধুরী ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন মোঘল যুগে। স্বাদ দিলেন সেই সময়ের রেসিপি দিয়ে বানানো বিরিয়ানির। ভারতীয় উপমহাদেশে যে কত বিচিত্র রকমের বিরিয়ানির দেখা পাওয়া যায় তা গোনা বেশ চাপেরই।

এরমধ্যেই ঢাকাই, লখনৌয়ি, সিন্ধী, হায়দ্রাবাদী, মুম্বই, কলকাতাই, মালাবারী, থানেশ্বরী ও দিল্লীর বিরিয়ানির আবার বেশ নামডাক। কোথা থেকে এই বিরিয়ানির উৎপত্তি, কোথাকার বিরিয়ানি অতুলনীয় এই সব গল্প নিয়েই টক শো’র আয়োজন করা হয়েছিল ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবে। সেইসঙ্গে চন্দন রায়চৌধুরীর উদ্যোগে সবাই সেই মোঘল আমলের বিরিয়ানির স্বাদই গ্রহণ করার সুযোগ পান। নানা বক্তা এসেছিলেন এই অনুষ্ঠানে। এরমধ্যে ডঃ সৌগত বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, ‘বহু রকমের বিরিয়ানি খেয়েছি দেশ-বিদেশে, তবে কলকাতার আলু বিরিয়ানির স্বাদই আলাদা। অন্যরকম টেস্ট।’

সম্পাদকীয়

ময়দানের সবুজকে ধ্বংস বা নোংরা করার মত অপরাধ কড়া হাতে বন্ধ করতেই হবে

ময়দানের অভিভাবক ভারতীয় সেনা, কিন্তু তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বটি রাজ্য সরকারের পিডব্লিউডি দফতরের। আর কলকাতা পুরসভা পাশে থাকে জঞ্জাল ফেলার 'বিন', 'ওয়েস্ট ডিসপোজাল ভ্যাট'-সহ পরিকাঠামোগত সহায়তা দিয়ে। যার যা কাজ, তাকেই করতে হবে সত্য কথা। কিন্তু উৎসবমুখর জনতা যদি এই ভেবে আবর্জনা ফেলে গিয়ে থাকেন যে, পিডব্লিউডি ও পুরসভার লোক তো আছেই, জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজ তো সরকারেরই করার কথা; তা হলে বলতেই হয় এঁরা আর যা-ই হোন, অন্তত শুভবোধ ও কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন নাগরিক নন। এঁদের বোঝা দরকার, স্থানটি ময়দান এবং কালটি উৎসবের বলেই তাঁদেরও অপাত্র হওয়ার স্ব-স্বাক্ষরিত ছাড়পত্রটি মেলে না। প্রশাসনের যেমন কাজ উৎসবের পরিবেশ ও জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিত করা, তেমনই নাগরিকেরও কিছু কর্তব্য থাকে; তার মধ্যে প্রথম ও প্রধানটি হল দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন আচরণ। দুর্গাপুজো দেখতে জড়ো হওয়া জনতা কখনও মণ্ডপসজ্জার ক্ষতি করেন না, এমনকি ভিড় বাঁধভাঙা হলেও না, সেই জনতাই ময়দানে আনন্দমুখর সময় কাটিয়ে কেন ফেলে রেখে যাবেন রাশি রাশি আবর্জনা? এমন নয় যে, পরিবেশ নিয়ে কারও সচেতনতা নেই, কলকাতার মানচিত্রে ময়দানের গুরুত্বও এঁদের অজানা নয়। সবচেয়ে বড় কথা, শহরের যে বিস্তীর্ণ সবুজ জায়গাটি আমার উৎসবের আনন্দ বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে, সেই জায়গাটিই আবর্জনায় ভরানোর মানসিকতা আসে কেন? তা হলে কি পিডব্লিউডি বা পুরসভার পাশাপাশি, এ বার থেকে উৎসবকালীন ময়দানের 'রক্ষা'য় কলকাতা পুলিশের উপস্থিতিও নিশ্চিত করা দরকার? 'শক্তের ভক্ত' নীতি অবলম্বনেই কি সমাধান? ময়দানের চা-বিক্রেতা পর্যন্ত আক্ষেপ করছেন যে, এই জনতা তাঁরও খানিক অচেনা, এতটা যদৃচ্ছাচার এর আগে দেখা যায়নি; এই পরিস্থিতিতে অবশ্যই সরকারের তরফে কঠোর পদক্ষেপ করা প্রয়োজন। তা কী ভাবে হবে তা ঠিক করতে হবে রাজ্য সরকারকেই। অদূর অতীতে ময়দান থেকে বইমেলা সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আবহে ময়দানের গুরুত্ব সম্পর্কে পরিবেশবিদ ও নগর-পরিকল্পকদের কথাকে হাতিয়ার করা হয়েছিল, সাম্প্রতিক কালে কলকাতা মেট্রোর প্রচার-অভিযানে কাজে লাগানো হয়েছে সমাজের বিশিষ্টজনের মন্তব্য। এই পথটি তুলনায় সহজ, ময়দান পরিষ্কার রাখার কাজে অবিলম্বে কাজে লাগানো যেতে পারে।

শব্দবাণ-১৪৮

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
	■		■		■	
৭			■	৮	৯	
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. নির্দিষ্ট নিয়মাবলি ৩. আগুন ৫. গর্ব, জাঁক ৭. ধোপা ৮. আসল নয় ১০. নিশ্চয়তা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. নিপুণ, পটু ২. সেইজন্য ৩. সভা, মজলিশ, বৈঠক ৪. দীর্ঘসূত্রতা ৬. এক শিকারি পাখি ৯. চিনির তৈরি সাদা ফাঁপা গোলাকৃতি মিষ্টান্ন।

সমাধান: শব্দবাণ-১৪৭

পাশাপাশি: ১. অভিসার ৩. বসন্ত ৪. কেশব ৬. খগোল ৯. তাসের ১০. লকআপ।

উপর-নীচ: ১. অন্তর ২. রমেশ ৩. বহ্নিসখ ৫. রবিবার ৭. গোপাল ৮. প্রতাপ।

জন্মদিন

আজকের দিন

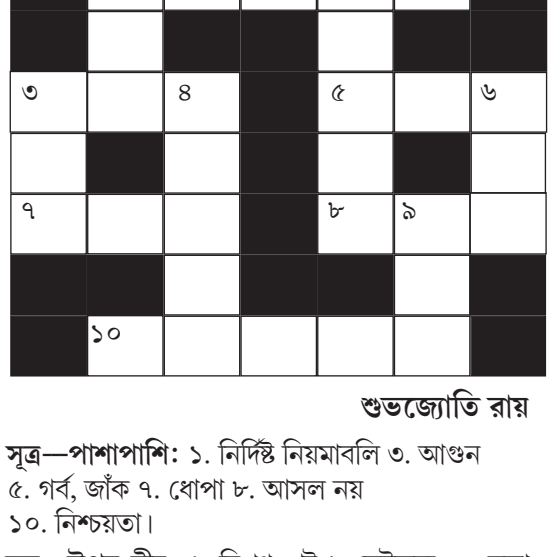

বিষ্ণুদেবানন্দ সরস্বতী

১৯২৭ *বিশিষ্ট লেখক ও যোগগুরু বিষ্ণুদেবানন্দ সরস্বতীর জন্মদিন।*
১৯৪০ *বিশিষ্ট লেখক ত্রিদিব মিত্রের জন্মদিন।*
১৯৪৩ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সোমেন মিত্রের জন্মদিন।*

এত অপেক্ষা যার — নিউ ইয়ার

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

আমরা বছরের শেষ দিন থেকে নতুন বছরের অপেক্ষার সাথে সাথে কিছু রেজ্যুলেশন নিয়ে ফেলি। ভাবি যে করেই হোক আমাদের নতুন বছরের গোড়া থেকে নিজেকে চেঞ্জ করতে হবে। ছাত্রাবস্থায় এই রেজ্যুলেশন খুব বেশি মাত্রায় দেখা দেয়। আবার যারা ব্যবসা করেন তারাও নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা করে থাকেন — কিভাবে কর্মক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবেন। আবার অন্যান্য প্রফেশনের মানুষেরাও একই রকম ভেবে থাকেন। কিন্তু কিছুকাল যাওয়ার পর দেখা যায় না যেমনটা ভাবা হয়েছিলো তেমন কোনো কিছুই হয় নি। ফলে অনেক টাকা লগ্নি করে যারা সফল হন না তারা খুব সমস্যায় পড়েন। এর পেছনে তাদের নিজেদেরও কিছু গাফিলতি আছে। কারণ সঠিক সিদ্ধান্ত আমরা অনেক ক্ষেত্রে নিতে পারি না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে ফেলিওর হই। আমাদের এখানে শীত মানে নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি। এই সময়ে সাধারন ভাবেই মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। পিকনিক, সার্কাস, মেলা, উৎসব, বিভিন্ন জেলা উৎসব, পাখির মেলা, বিজ্ঞান মেলা থেকে যাবতীয় সবটাই আমাদের মনে রাখার মত ইভেন্ট হাওয়া মানে একটা বছর চলে যাওয়া বা আরেকটা বছর অপেক্ষার চাওয়া। সর্বদা আমাদের মনকে প্রফুল্ল রাখে সেই সব। এখন দেখার কে কিভাবে সেটাকে সেলিব্রেট করছে।

অপেক্ষার আর কিছুটা সময় বাকি। কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে। তারপরই আগমন ২০২৫ সালের। যা আমাদের ২৪ সালে পূরণ হয় নি তা ২৫ সালে পূরণ হবে -- এই আশায় গোটা দেশ। ভুল বললাম। গোটা দেশের আপামর মানুষ। তাই আমাদের আবেগের কোনো সীমা নেই, আমাদের উচ্ছাসের কোনো সীমা নেই, আমাদের আনন্দের কোনো সীমা নেই। আর মাঝখানে আমাদের জীবনের আরেকটা বছর বেড়ে যাওয়া। আমাদের মোট আয়ুর একটা বছর কমে যাওয়া। না, সে কথা ভাববার লোক আজ আর নেই। মানুষের গোটা জীবনটাই এখন অনিশ্চয়তায় মোড়া। কোথাও কোনো গ্যারান্টি নেই। না সম্পর্কে, না রক্তে, না ভালোবাসায়। সবাই কেমন মুহূর্তে বাঁচছে। তাই মোট আয়ু থেকে একটা বছর কমে গেলে থোড়াই কেয়ার। আর এই ভাবের শরিক এখন আট থেকে আশি। মানুষ আর ভবিষ্যতের কথা ভাবছে না। ভাবছে বর্তমানের কথা। প্রায় সব শেষের পথে। চিন্তাধারার শেষ হয়েছে কবেই। মূল্যবোধের পতন হয়েছে নিজের মতোই। মানে, কালের নিয়মে মানুষ নিজেকে সঁপে দিয়েছে কবেই। ২০২৪ সাল তার ব্যাতিক্রম ছিল না। তাই এখন অপেক্ষায় ২০২৫ সালের দিকে।

মনটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে ২০২৫ সাল আমাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে দেবে। তবু আমরা আশা করতে পারি বিগত বছর থেকে আগামী বছর ভালো হবে। এ তো সামান্য চাওয়া। আমরা বন্যা, খরা, আগুন বা ঝড় নিয়ে কিছু করতে পারবো না। পারবো সেগুলি প্রতিরোধ করতে যেমনটা তৎপর হতে হয়। মানে সাবধানতা! আর এর বেশি আমাদের সরকারও কিছু করতে পারবে না। কিন্তু আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী আমাদের চলতে হবে। এই সাবধানতা আমাদের নিতেই হবে। আজকের দিনে আমরা কেউ কোথাও ভাল নেই। আমাদের আর্থিক পরিস্তিতি কারো তেমন ভালো সুখকর নয়। কিন্তু আমরা তা মানতে চাই না। কারণ আমাদের জেলাস আমাদের অন্যের সঙ্গে তুলনা বা কম্পিটিশন আমাদের খুব অসহায় করে তুলেছে। আর এই কারণেই আমরা পিছিয়ে পড়ছি।

আমরা অনেক টাকা উপার্জন করলেও তা দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের দেখানো ব্যাপারটি আমাদের খুব খুব গরীব করে তুলছে। আসলে আমাদের ভাবের সঙ্গে ভাষার কোনো মিল নেই। আমরা বলি এক আর করি আরেক। এখানেই আমাদের সমস্যা। অথচ আমারা কিন্তু নিজেরাই নিজেদের সমস্যা মেটাতে পারি। বাট আমরা সেটা করি না। অনেক ক্ষেত্রে জেনেবুঝে করি না। এখন দেখার ২০২৫ আমাদের কি পথ দেখায়।

আমরা বছরের শেষ দিন থেকে নতুন বছরের অপেক্ষার সাথে সাথে কিছু রেজ্যুলেশন নিয়ে ফেলি। ভাবি যে করেই হোক আমাদের নতুন বছরের গোড়া থেকে নিজেকে চেঞ্জ করতে হবে। ছাত্রাবস্থায় এই রেজ্যুলেশন খুব বেশি মাত্রায় দেখা দেয়। আবার যারা ব্যবসা করেন তারাও নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা করে থাকেন -- কিভাবে কর্মক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবেন। আবার অন্যান্য প্রফেশনের মানুষেরাও একই রকম ভেবে থাকেন। কিন্তু কিছুকাল যাওয়ার পর দেখা যায় না যেমনটা ভাবা হয়েছিলো তেমন কোনো কিছুই হয় নি। ফলে অনেক টাকা লগ্নি করে যারা সফল হন না তারা খুব সমস্যায় পড়েন। এর পেছনে তাদের নিজেদেরও কিছু গাফিলতি আছে। কারণ সঠিক সিদ্ধান্ত আমরা অনেক ক্ষেত্রে নিতে পারি না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে ফেলিওর হই।

আমাদের এখানে শীত মানে নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি। এই সময়ে সাধারন ভাবেই মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। পিকনিক, সার্কাস, মেলা, উৎসব, বিভিন্ন জেলা উৎসব, পাখির মেলা, বিজ্ঞান মেলা থেকে যাবতীয় সবটাই আমাদের মনে রাখার মত ইভেন্ট হাওয়া মানে একটা বছর চলে যাওয়া বা আরেকটা বছর অপেক্ষার চাওয়া। সর্বদা আমাদের মনকে প্রফুল্ল রাখে সেই সব। এখন দেখার কে কিভাবে সেটাকে সেলিব্রেট করছে।

কেউ সেলিব্রেট মানে সোমরস বোঝেন তো কেউ জাস্ট আনন্দ ঘোরাফেরা খাওয়া দাওয়া এইসব বোঝেন। এটা সব জাতির মধ্যে দেখা যায়। আর আমরা তো জানি যে ধর্ম যার যার উৎসব সবার। সুতরাং আমরা সেই উৎসবের আনন্দের জন্যে মুখিয়ে থাকি। আর সেটা নতুন বছর হলে তো কোনো কথা হবে না। আমরা বছর চলে যাওয়াতে দেখেছি আমাদের ছোটো বয়সটা খুব আনন্দে থাকে। কারণ একে বড়ো দিন থেকে অনেক স্কুল ছুটি পরে যায়। আর ঠিক এই ছুটিতেই তাদের সেই ঘুরতে যাওয়ার বায়না একদিন হোক বা অনেক দিন। একবেলা হলেও সার্কাস, ভিক্টোরিয়া, নিকো বা ইকো পার্ক, মিউজিয়াম, বিড়লা তারা মণ্ডল এই সব তো আছেই।

এবার আসি অন্য কথায়। কেনো আমাদের প্রতিদিন টেলিভিশনে দেখতে হবে খুন ধর্ষনের মত বিষয়? কেনই বা আমাদের কাটমনির কথা শুনতে হবে? কেনই বা রাতের অন্ধকারে চলবে নানা মধুচক্র এর রমরমা! কেন এত পরকিয়া তে সমাজ মেতে উঠবে? কেনই বা এত নগ্ন সমাজকে আমাদের দেশে দেখতে হবে? কেন এত মৃত্যু, রক্ত ঝরতে দেখা যাবে! এ রকম হাজারো সমস্যার মধ্যে আমরা ছিলাম ২০২৪ সালে। আমার একটা তিলোত্তমার বিচার এখনও পাই নি।

আমরা জানি না অদূর ভবিষ্যতে পাবো কিনা। আমাদের পুঁজি কম তাই আমরা বুঝি কম। এই আলো আঁধারিতে আমরা কখন ঘুমিয়ে পড়েছি আমরা নিজেরাও জানি না। তবে আমাদের ঘুম ভাঙবে কবে? কে আমাদের ঘুম ভাঙ্গবে? কারণ আমরা আর ভালোর ঘরে নেই। ভালোর ভাবনা সরে গেছি কবেই। আমাদের মধ্যে মায়া মমতা সব কোথায় উবে গেছে। আমরা জানি না আমরা কি করছি, কেনইবা করছি। তবে এটা বুঝি আমাদের নষ্টের মুলে আমরা নিজেরাই দায়ী।

তাহলে ২০২৫ সালে আমরা কি এর থেকে মুক্ত হতে পারবো? আমরা আশায় আছি। আমরা তিলোত্তমার বিচারের আশায় আছি। আমরা আর একটা তিলোত্তমা কিছুতেই চাইবো না- সে আশায় আছি। আমরা কোনো সামাজিক দূষণ চাই না। আমরা সভ্য সমাজ চাই। আমরা বাঁধন মুক্ত সমাজ চাই। আমরা ভালোবাসা চাই। আমরা স্বাধীনতা চাই। আমরা মানুষকে ভালোবাসা দিতে চাই।

আমরা সুস্থ সমাজ দিয়ে চাই। আমরা মুক্ত পরিবেশ চাই। আমরা উন্নত সমাজ চাই। আমরা ভালো অর্থনীতি, ভালো রাজনীতি, সুস্থ পরিবেশ, ত্রুটিমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা, ভালো শিক্ষা চাই। এই সাধারন চাওয়া কি খুব অন্যায় হবে? ২০২৫ সালের দিকে তাকিয়ে আছি এই চিন্তাধারায় আমরা ঠিক হব আর কবে?

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

নববর্ষ যুগে যুগে, ক্যালেন্ডার ও নতুন সাজে

ডাঃ শামসুল হক

যতদূর জানা গেছে আজ থেকে চার হাজার বছর আগে, অর্থাৎ খ্রীষ্ট জন্মের ও দু হাজার বছর আগে থেকেই নেওয়া হয়েছে নববর্ষের প্রস্তুতি এবং সেই সঙ্গে পালন করা হচ্ছে বর্ষবরণ উৎসব ও। প্রাচীন ইরাক, বিশ্বজাহানে মেসোপটেমিয়া নামেই যার ছিল বিশেষ পরিচিতি সেই দেশেই সর্বপ্রথম চালু হয়েছিল এই উৎসব। নববর্ষের সব আনন্দকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার জন্য সেইসময় অবশ্য সেই দেশের মানুষজন সেই উৎসবকে মোট চারটি ভাগে বিভক্ত ও করেছিলেন। সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, অ্যামনীয় এবং ক্যাডেলীয় এই নামেই পরিচিত ছিল সেগুলো।

তারপর দিন যত এগিয়ে গেছে বদলেছে উৎসবের ধরণ ধারণও। তখন অবশ্য জানুয়ারি মাসের প্রথম দিনেই পালিত হত না এই উৎসব । সেটা শুরু হত বসন্তের শুরুর সময় থেকেই। আর শেষের নির্দিষ্ট কোন সময় থাকত না। তবে এখনকার মতোই উৎসব শুরুর দিন থেকেই শুরু হত নতুন বছর গোনার কাজও।

কয়েক বছর পর রোমানরাও চালু করেন এই উৎসব। তবে তাঁরা সেজন্য বেছে নিয়েছিলেন মার্চ মাসের প্রথম দিনটাকেই। তখন তাঁরা শুরু করেছিলেন ক্যালেন্ডার প্রকাশের কাজও। আর যেহেতু তাঁরা সেই কাজে গুরুত্ব দিতেন চাঁদের উদয় এবং অস্তের হিসাবকে, সেইহেতু তাঁদের বছরের মধ্যে মোট মাসের সংখ্যা ছিল মাত্র দশটি। সেই হিসাব অনুযায়ী তাঁদের সেই ক্যালেন্ডারে আবার জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসের কোন অস্তিত্ব ই ছিল না।

সেইভাবেই কেটে গিয়েছিল অনেকগুলো বছর। কিন্তু বছর গোনার ক্ষেত্রে যে ভীষণ অসুবিধা হচ্ছিল সেটা উপলব্ধি করেছিলেন রোমানবাসীরাও । সব সমস্যা অনুভব করছিলেন রোমান সম্রাট নুসাপন্টিলাসও। তাই সেই দেশের পণ্ডিতদের নিয়ে তিনি এই বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা শুরু করেন এবং ক্যালেন্ডার সংস্কার করে নতুন কিছু সৃষ্টি করার জন্য তাঁদের নির্দেশ ও দেন।

তারপর শুরু হয় অনেক গবেষণা কর্ম ও। অবশেষে অনেক চিন্তাভাবনার পর তাঁরা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং পুরাতন ক্যালেন্ডারের সঙ্গে যোগ করেন জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাস দুটোও। কিন্তু তা হলে কি হবে, চাঁদের উদয় এবং অস্তের সেই গতানুগতিক বিষয়টার বিষয়ে যে পরিবর্তন প্রয়োজন সেই বিষয়ে কেউ কোন চিন্তাভাবনা করার ও তাগিদ অনুভব করেননি। ফলে ক্যালেন্ডারের জটিলতা আগে যেমন ছিল, থেকে গেল তেমনটাই।

সেইভাবেও কেটে গিয়েছিল আরও কয়েকটা বছর। অবশেষে সেই বিষয়ে জুলিয়াস সিজারের চোখ পড়ে। তিনিই তারপর উঠে পড়ে লাগেন ক্যালেন্ডারের নতুন সংস্করণের কাজে ।

জুলিয়াস সিজার ভেবে নেন ক্যালেন্ডারকে ত্রুটিমুক্ত করতে হলে প্রথমেই উপেক্ষা করতে হবে চাঁদের হিসাব মিলিয়ে কাজ করতে। আর সেক্ষেত্রে চাঁদের বদলে হিসেবের মধ্যে আনতে হবে সূর্যকে। তাহলে মিলতে বাধ্য বছরের ৩৬৫ দিনের হিসেবটাও।

ক্যালেন্ডারের সংস্কারের কাজে শুরু হল নতুনভাবে কাজকর্মও। অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেল সমাধানের পথও। সেইসঙ্গে মিটে গেল বর্ষবরণ উৎসব পালনের যাবতীয় জটিলতাও। কারণ এতদিন চাঁদের হিসাব অনুযায়ী ৩৫৫ দিনে বছর পূর্ণ হওয়ার কারণে সেই উৎসব প্রতিবছর নিয়ম মেনে পালন করা সম্ভব ও হচ্ছিল না।

এবার সব হিসেব উল্টে দিয়ে সিজার ঘোষণা করেন, এবার থেকে বছর শুরু হবে পয়লা জানুয়ারি এবং সেই দিন ই শুরু হবে বর্ষবরণ উৎসব। আর সেই উৎসব কারা কতদিন ধরে পালন করবেন সেটাও হবে তাঁদের নিজস্ব ব্যাপার। এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা যে থাকবে তাঁদের উপর ই সিজার ঘোষণা করেন সেটাও ।

জুলিয়াস সিজারের উপর পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদন করেই তারপর শুরু হয় তাঁর ই প্রবর্তিত নতুন ধারার ক্যালেন্ডার এবং বর্ষবরণ উৎসব ও । সেইভাবেই কেটে গিয়েছিল অনেকগুলো বছরও । কিন্তু তারপর ধরা পড়ে অন্য আর এক ত্রুটিও। সেটা ১৫৮২ সালের কথা। অ্যালোসিয়াস লিলিয়াস নামক এক রোমান চিকিৎসক আবিষ্কার করেন সিজারের সেই ক্যালেন্ডার ও একশো শতাংশ নিখুঁত নয়। তার মধ্যেও আছে সামান্য সামান্য ত্রুটি। কারণ সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর পরিক্রমার সঠিক সময় যে ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা সেটা ঠিকভাবে বিবেচিত হয়নি।

সেইসময় ডাঃ লিলিয়াসের কথাকে উড়িয়ে দেওয়াও সম্ভব হয়নি বৈজ্ঞানিকদের। তাই তাঁরা নতুনভাবে চিন্তা ভাবনা করতেও শুরু করেন। রোমান বিজ্ঞানী গ্‌গরি পোপ নেন সেই দায়িত্ব। চলে নিরলস গবেষণা কর্ম ও। অবশেষে তিনি ঘোষণা করেন যে, বছর শেষ হবে ৩৬৫ দিনেই । কিন্তু প্রতি চার বছর অন্তর অন্তর যে বছরটা আসবে তার সঙ্গে যুক্ত হবে অতিরিক্ত একটা দিন। আর সেই বছরটা শেষ হবে ৩৬৬ দিনে এবং সেই বছরের অতিরিক্ত একটা দিন যুক্ত হবে সেই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের সঙ্গে। অর্থাৎ সেই বছর ফেব্রুয়ারি মাসটা ২৮ দিনের পরিবর্তে হবে ২৯ দিনের।

রং না দেখে কাজ করে সিপিএমের প্রশংসা কুড়াচ্ছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শেখ শাহাবুদ্দিন মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় যে সমস্ত আদিবাসী পরিবার রয়েছে যারা দীর্ঘ সময় ধরে সিপিআই(এম)-এর সক্রিয় কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন। বর্তমানেও ওই পরিবারের সদস্যরা সিপিআইকেই (এম) ভোট দিয়ে আসছে। অথচ এই পরিবারগুলির কাছের মানুষ হয়ে উঠেছেন তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শেখ শাহাবুদ্দিন মণ্ডল। মূলত রং না দেখে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা যাতে সবাই পায়, সেই কাজটি করছেন শাহাবুদ্দিন। তাই এই পরিবারগুলি এখন তৃণমূলের কাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। গরিব পরিবার গুলি

সরকারি সুবিধা পেয়ে ভীষণ খুশি।

পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন এলাকা সেলিমাবাদ। এই এলাকাটি আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা হিসেবেই পরিচিত। এখানে ২৫টি আদিবাসী পরিবার রয়েছে। এই ২৫টি পরিবারই রাজ্য সরকারের বাংলা আবাস প্রকল্পের টাকা পেয়েছেন। তারমধ্যে আটটি সিপিএমের পরিবারের সদস্য ভানুরাম হাঁসদা ও তার ভাই লক্ষ্মীরাম হাঁসদা জানিয়েছেন, বাবা জ্যাঠারা সিপিএমের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। বর্তমানে তারাও সিপিএম করেন, কিন্তু রাজ্য সরকার থেকে আবাস যোজনার টাকা পেয়েছেন। টাকা পেয়ে গরিব এই পরিবার গুলি ভীষণ খুশি।

সেলিমাবাদদয়ের পাড়ায় ২৫টি, বাস্কে পাড়ায় ৪০টি, বেত্রাগড় ও তার সাথে সাথে ওরাং পাড়ায় ১৫টি করে আদিবাসীদের পরিবার রয়েছে। তারাও এই প্রকল্পের আওতায় ঘর পেয়েছেন। এতদিন মাথার আচ্ছাদন ঠিক ছিল না। কষ্ট করেই দিন কাটিয়েছেন সকলে। রাজ্য সরকারের এই প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে পাকা বাড়ির জন্য টাকাতে রাজ্য সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ এখন ওই সব এলাকার মানুষ।

জামালপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শেখ শাহাবুদ্দিন মণ্ডল জানিয়েছেন, ক্ষমতায় এসেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন বদলা নয় বদল চাই। তাই রং দেখে নয়। প্রকৃত প্রয়োজন যাদের তাদেরকেই সরকারি সুবিধা তারা পৌঁছে দিচ্ছেন।

ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া ৪ দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার, উদ্ধার বিশাল অঙ্কের টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া চার দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল অন্ডাল থানার পুলিশ। উদ্ধার হল কুড়ি লক্ষ টাকা, মোবাইল সহ ছিনতাইয়ের কাজে ব্যবহৃত হওয়া হাতুড়ি লোহা সহ একাধিক সামগ্রী। ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়।

উল্লেখ্য অন্ডালের কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দরের রাস্তায় একটি চার চাকার গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। পুলিশের সন্দেহ হয় দুষ্কৃতীরা গাড়ি নিয়ে ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে আছে। তারপরেই গাড়ির ভেতরে তল্লাশি চালানো হয়। উদ্ধার হয় নগদ কুড়ি লক্ষ টাকা। বাজেয়াপ্ত করা হয় চারটি মোবাইল ফোন সহ বেশ কিছু চুরি করার সামগ্রী। তখনই তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত দুষ্কৃতীরা বীরভূমের নলহাটি থানার সাগর যাদব অন্ডাল থানার কাজোরা কোলিয়ারি

এলাকার রাকেশ কুমার নুনিয়া, প্রিন্স বিশ্বকর্মা ও অবিনাশ কুমার নুনিয়া। পুলিশি হেপাজত চেয়ে ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তিন দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেয়। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি অন্ডাল পিন্টু সাহা বলেন, 'ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে বিমানবন্দরের সামনে একটি বিলাসবহুল গাড়ি নিয়ে জড়ো হয়েছিল দুষ্কৃতীরা। অন্ডাল থানার পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। এত টাকা কোথা থেকে এল ধৃতদের পুলিশি হেপাজতে নিয়ে তদন্ত চালানো হবে।'

রাতের অন্ধকারে গ্রামে ঢুকছে হাতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: রাতের অন্ধকারে খাল পেরিয়ে একের পর এক বুনো হাতি গ্রামে ঢোকায় আতঙ্কে রয়েছেন সাঁকরাইল ব্লকের সিঁদুরগৌরা, কৃষ্ণনগর সহ কয়টি গ্রামের বাসিন্দারা। বেশ কিছুদিন ধরে সাঁকরাইলের সোনাকুনদরা জঙ্গলে অবস্থানরত তিনটি হাতি রবিবার রাতে ঘুনিয়া খাল পেরিয়ে পরপর গ্রামে ঢুকতে শুরু করে। গ্রামবাসীরা হুলা জ্বালিয়ে গ্রাম থেকে একটি হাতি তাড়িয়ে দেওয়ার পর দশ মিনিটের মধ্যে আরেকটি হাতি গ্রামে ঢুকে পড়ে। এর ফলে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, হাতিগুলিকে জনবসতি থেকে জঙ্গলে তাড়ানোর জন্য বনদপ্তরে কর্মী কিংবা তাদের হুলা টিমের কাউকে দেখা যায়নি। ফলে, তারা হাতির গতিবিধি বুঝতে পারেননি। একটা হাতি আছে ভেবে তারা মশাল জ্বেলে গ্রাম থেকে জঙ্গলের দিকে সরিয়ে দেওয়ার যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু দশ মিনিট পরপর আরো দুটি হাতি গ্রামে ঢুকে পড়ে। এর ফলে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, হাতির তাণ্ডবে দিনের পর দিন চাষাবাদের ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। প্রাণহানির আশঙ্কাও বাড়ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেরকম কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না।

ছোটদের মুখের স্বাদ বদল, নুডলস, সয়াবিনের বিরিয়ানি রান্না হচ্ছে পাণ্ডুয়ার স্কুলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রোজকার মিড-ডে মিলের বাইরে বেরিয়ে এবার ছোটদের মুখের স্বাদ বদলে স্কুলে চাইনিজ খাবার দেওয়া হল। মিড ডে মিলে এই খেয়েই পেট ভরাতে হয় সরকারি স্কুলের খুদে পড়ুয়াদের।

ডাল, ভাত, খিচুড়ি, ডিম বা সয়াবিনের তরকারির মতো নতুন খাবার চেটেপুটে খেল খুদে পড়ুয়ারা। পাণ্ডুয়ার সিমলাগড় চাঁপাহাটি সিদ্ধেশ্বরী প্রাথমিক স্কুলের মিড ডে মিলে কয়েক দিন আগে ছোটদের দেওয়া হয় চাউমিন। সবজি ও ডিম দিয়ে তৈরি চাউমিন মজা করে খেল বাচ্চারা। চাঁপাহাটি স্কুলে শিশুশ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ৩০০ পড়ুয়া রয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মহামায়া বিশ্বাস বলেন, 'স্কুলের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। তবুও বাচ্চারা স্কুলে আসছে। এরকম সময়ে তাদের পড়াশোনার পাশাপাশি স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য মিড ডে মিলে নজর দেওয়া হয়েছে।' কয়েকদিন ধরে পাণ্ডুয়ার সুলতানিয়া হাই মাদ্রাসায় মিড ডে মিল যারা রান্না করেন তাঁদের রেকগনিশন অফ প্রায়র লার্নিংয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

চাইনিজ ও কন্টিনেন্টাল রান্না শেখানোর পাশাপাশি কী ভাবে স্বাস্থ্যবিধি রক্ষা করতে হবে, রান্নার সময় আগুন থেকে কী করে দূরে থাকতে হবে সেগুলোও তাদের জানানো হয়। ডাল, ভাত, সবজি অনেক সময় একঘেয়ে লাগে বাচ্চাদের। তাদের মুখের স্বাদ পাল্টানোর জন্যই তাদের পছন্দের খাবার নুডলস, সয়াবিনের বিরিয়ানি রান্না করা হচ্ছে স্কুলের কিচেনে। আগে ৫ টাকা ১৫ পয়সা মাথাপিছু দেওয়া হত মিড ডে মিলে। এখন সেটা বাড়িয়ে ৬ টাকা ১৯ পয়সা হয়েছে। ডিমের দাম বেশি হলেও শীতের সবজি দিয়ে চাউমিন বা সয়াবিনের বিরিয়ানি চেটেপুটে খাচ্ছে পড়ুয়ারা। পাণ্ডুয়ার বিডিও শ্রাবন্তী বিশ্বাস বলেন, 'তিনদিনের একটি প্রশিক্ষণ শিবির করা হয় পাণ্ডুয়ায়। মিড ডে মিলের রাঁধুনি ও সহকারীদের জন্য ছিল এই প্রশিক্ষণ শিবির। প্রোটিনের ঘাটতি মেটাতে কী করণীয় তা শেখানো হয়েছে।

রক্তদান শিবির ও ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর বিধানসভার বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদার উদ্যোগে জাম্বনী ব্লকের শাবলমারা ত্রিবেনী তরুণ সংঘ মাঠে সোমবার রক্তদান শিবির এবং মহিলা ও পুরুষ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, বিনপুরের বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা সহ আরো অনেকে। বিনপুরের বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা বলেন, বিভিন্ন হাসপাতালে রক্তের সংকট সমাধানের লক্ষ্যে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। প্রায় ৩০০ জন মানুষ রক্তদান শিবিরে অংশ গ্রহন করে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন বলে তিনি জানান। সেই সঙ্গে এলাকায় ফুটবল খেলাকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য মহিলা ও পুরুষ ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল বলে তিনি জানান।

যোগা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জয় শিক্ষিকার, সোনা জয় খুদে পিয়ালীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের পর ওয়ার্ল্ড যোগা চ্যাম্পিয়নশিপেও সোনা জয় করলেন পূর্ণিমা সমাদ্দার নামের এক শিক্ষিকা। তিনি চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপেও সোনা জয় করেছিলেন। শনিবার ইউওয়াইএসএফ-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ভাইজাকে ওয়ার্ল্ড কাপ যোগা চ্যাম্পিয়নশিপেও সোনা জয় করেন। কালনার শিক্ষিকা পূর্ণিমা সমাদ্দার সংসার ও স্কুলের কাজ করেও নিয়মিত যোগা অনুশীলন করেন। তাই তিনি একটার পর একটা সাফল্য অর্জন করে চলেছেন। জানা গিয়েছে, সারা বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ এই ওয়ার্ল্ড কাপ যোগা চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করেছিল। খবরটি জানাজানি হতেই কালনা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে খুশির হওয়া।

অন্যদিকে, বিশ্বযোগায় সোনা জয় করল খুদে পিয়ালী। বিশ্ব যোগায় অংশ নিয়ে সোনা জয় করল খুদে প্রতিযোগী পিয়ালী দাস। পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত ধীতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির

এই ছাত্রী অন্ধ্রপ্রদেশের ভাইজাকে ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড যোগা কাপে অংশগ্রহণ করে। সেখানে ৫-৭ বয়সি গ্রুপে অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান দখল করে সোনার মেডেল লাভ করে। উল্লেখ্য বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বলে জানা গিয়েছে। পিয়ালীর সাফল্যে আনন্দিত গোটা পূর্বস্থলী।

খড়গপুর আইআইটিতে সমাবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদন, খড়গপুর: সোমবার খড়গপুর আইআইটি'র ৭০ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়েছে। অনুষ্ঠানে ৩৪৫৬ জনকে ডিগ্রি প্রদান করা হয়। ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক বিশ্বনাথ চ্যাটার্জিকে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। এছাড়াও ১৩ জন প্রাক্তনী লাইফ ফেলো পুরস্কার পেয়েছেন। উপস্থিত ছিলেন সান দিয়েগোর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর অধ্যাপক প্রদীপ খেসলা, আয়ুশ মন্ত্রকের জাতীয় রিসার্চ অধ্যাপক এবং ইউজিসির প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ ভূষণ পটবর্ধন, ডিরেক্টর বিকে তিওয়ারি।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
গোলপার্ক শাখা
২৮/৩বি গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা - ৭০০০২৯

নোটিশ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ক) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট উত্তর দিকে একতলায় পরিমাণ এরিয়া ৬৪৫ বর্গফুট কমবেশি এবং খ) একটি স্বায়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট সমুদয় তিনতলা পরিমাণ এরিয়া ১৩৫০ বর্গফুট কমবেশি এবং অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ জমির এবং ভবনের অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৯/১, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া পৌর নিগম এর ওয়ার্ড নং ০১৭ অধীন, অ্যাসেসি নং ৬৫৬১৮, থানা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০১। মৌজা : হাওড়া, জেএল নং ১, এলআর দাগ নং ৪৪৫, এলআর দাগ নং ৯৯৫ এবং ৯৯৬, বিজয় কুমার জয়সওয়াল এর নামে। ঋণগ্রহীতা স্টিল সে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রা লি কে ওসিসি সুবিধা হিসেবে ৪৬/.৭ লাখ টাকা মঞ্জুর করার হয়েছে সংশ্লিষ্ট নোটিশে উল্লিখিত সম্পত্তি জামিন হিসেবে দাখিল সাপেক্ষে।

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
গোলপার্ক শাখা

ফর্ম নং আইএনসি : ২৫এ

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হওয়ার সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন

রিজিওনাল ডিরেক্টর
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক,
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ অধীন বিষয় সম্পর্কিত

এবং

লিডস্টোন এনার্জি লি., (CIN : U31402WB1994PLC062953) রেজিস্টার্ড অফিস : ১৯, আর এন মুখার্জি রোড (মেন বিল্ডিং) ২য় তল, থানা - হেয়ারস্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত

...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ৭ **ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায়** গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করার জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং উক্ত রুলস অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলে আগ্রহী।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত পরিবর্তন/অবস্থান কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে "রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে : ১৯, আর এন মুখার্জি রোড (মেন বিল্ডিং) ২য় তল, থানা - হেয়ারস্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

দরখাস্তকারীর পক্ষে
লিডস্টোন এনার্জি লি.
স্বা/-
রমেশ কুমার মাহেশ্বরী
পুরা সময়ের ডিরেক্টর
ডিন-০০৫৪৫৩৬৪

তারিখ : ৩১.১২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল : sbi.14817@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি : sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের [৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২) সংস্থান অধীনে]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৭.০১.২০২৫
সময় : ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১০.০১.২০২৫, সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং তা বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ১৭.০১.২০২৫ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টার মধ্যে।**

আগ্রহী দরদাতাগণ কেবল প্ল্যান্ট এবং মেশিনারির জন্য দর দিতে পারেন। যাইহোক, জমি এবং ভবনের সহিত প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি একত্রে ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হবে। শুধু জমি এবং ভবন বিক্রি করা হবে না।

ক্রম নং ০১ **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২)]**

সংশ্লিষ্ট **৩৮,৩৮,০৮৪.০৯ টাকা ০৪.০৪.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া **মেসার্স সন্তোষী মা হস্ত শিল্প ইউনিট ২ (স্বত্বাধিকারীগণ - শ্রী রামদাস বিশ্বাস)** পিতা শ্রী কালীপদ বিশ্বাস-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।

সংরক্ষিত মূল্য :

সম্পত্তি নং ১ : ৩৩.৫৮ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ৩,৩৫,৮০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **২৫,০০০.০০ টাকা**
সম্পত্তি নং ২ : ২২.৩৪ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ২,২৩,৪০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **২৫,০০০.০০ টাকা**

(সংশ্লিষ্ট জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি নং ১. সংশ্লিষ্ট অংশ জমি এবং তদস্থিত ওয়ার্কশপ ভবন পরিমাণ আনুমানিক ৪ শতক কমবেশি আরএস খতিয়ান নং ৩২০, এলআর খতিয়ান নং ৭০/২, আরএস দাগ নং ৭/৪৭৫, এলআর দাগ নং ১৪, অবস্থিত মৌজা : কোদালিয়া, জেএল নং ১২, কোদালিয়া ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, গ্রাম : আদশী নগর, কানাগড়, পো : নলডাঙ্গা, থানা : চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২১২৪, দলিল নং ০৭২০৭, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ২১, পৃষ্ঠা ৪৫২৯ থেকে ৪৫৪০-২০১১ সালের, এডিএসআরও চুঁচুড়া, হুগলি। **সম্পত্তি শ্রী রাম দাস বিশ্বাস,** পিতা শ্রী কালীপদ বিশ্বাস এর নামে।

সম্পত্তি নং ২ : প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি অবস্থিত মৌজা : কোদালিয়া, জেএল নং ১২, কোদালিয়া নং ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, গ্রাম : আদর্শনগর, কানাগড়, পো : নলডাঙ্গা, থানা : চুঁচড়া, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২১২৪। মেশিনারিজ এবং ইকুইপমেন্ট : ১ প্লাস্টিক মোল্ডিং মেশিন সহ, ২। ভ্যাকুয়াম মেটালাইজিং প্ল্যান্ট ২ নং ইলেক্ট্রিক ওভেনস এবং অন্যান্য সরঞ্জাম। ৩। এয়ার কমপ্রেসর, ৪। ওয়াটার কুলার, ৫। ওয়াশিং ড্রাম এবং ওয়াটার কন্টেনার, ৬। ৫১কেভিএ, বাল্ক ইলেক্ট্রিক, ৭। ইলেক্ট্রিক ওয়ারিং এবং মেন সুইচ বাস, ৮। ২এইচপি ওয়াটার পাম্প, ৯। কিচেন কিট বাসনপত্র সহ, ১০। অফিস ফার্নিচার এবং আলমারি, ১১। মোল্ডিং লিফটিং পুলার এবং সরঞ্জাম সহ, ১২। মোল্ডিং ড্রিল, ১৩। ওয়েল্ডিং সেট

সম্পত্তি কার্যকরী দখলীকৃত

ক্রম নং ০২ **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১)]**

সংশ্লিষ্ট **১৫,০০,৩৯০.০০ টাকা ২৪.০৪.২০১৯** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া **প্রিয়াংকা পাল চৌধুরী, স্বামী অভ্র পাল চৌধুরী**-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।

সংরক্ষিত মূল্য :

১৫.৭০ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ১,৫৭,০০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **২০,০০০.০০ টাকা**
সম্পত্তি নং ২ : ২২.৩৪ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ২,২৩,৪০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **২৫,০০০.০০ টাকা**

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট এবং টাইল মেঝে সহ ফ্ল্যাট নং এ-৩, ৪র্থতল, কৃষ্ণ কুঞ্জ ভবনে, পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৫৯১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭০৯.২ বর্গফুট, দুই বেড রুম, এক ড্রইং/ডাইনিং স্পেস, এক কিচেন, এক টয়লেট, এক ডব্লু সি এবং এক ব্যালকনি,সম্পত্তি অবস্থিত বিদ্যাসাগর রোড, পো : নবগ্রাম, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, উল্লেখ্য দলিল নং ১-৫৭০/২০১৭- ২৮/০২/২০২১।
উক্ত ফ্ল্যাট এর চৌহদ্দি : উত্তরে : খালি স্পেস, দক্ষিণে : ফ্ল্যাট বি-১, পূর্বে : খোলা জায়গা, পশ্চিমে : সিঁড়ি, লিফট এবং লবি।

সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in এবং/বা https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet.psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ : ৩১.১২.২০২৪ — সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বর্ধমান — এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

Bank of Baroda

ভবানীপুর শাখা
১৩, আব্দুল রাজ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৬
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ফোন নং - ০৩৩-২৪৭৫৫৯১৮
ইমেল আইডি : bhowan@bankofbaroda.co.in

পরিশিষ্ট IV [রুল -৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব বরোদা, ভবানীপুর শাখা** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৩.০৯.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স প্লাইউড মার্ট স্বত্বা- শ্রীমতী গোপা সরকার স্বামী সন্দীপ সরকার ঠিকানা - গড়িয়া, নবগ্রাম, রাজপুর, সোনারপুর, পাঁচপোদা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৫২** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **ক্যাশ ক্রেডি ফেসিলিটি (০০৩৫০৫০০০০৩৭৬৭) ৪৩,৭৪, ৮১৩.০৫ টাকা (তেতাল্লিশ লাখ চুয়াত্তর হাজার আটশ তেরো টাকা এবং পাঁচ পয়সা) ২৩.০৯.২০২৪ থেকে অধার্য সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **২৭ ডিসেম্বর ২০২৪** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব বরোদা, ভবানীপুর শাখা** নিকট বকেয়া **৪৩,৭৪,৮১৩.০৫ টাকা (তেতাল্লিশ লাখ চুয়াত্তর হাজার আটশ তেরো টাকা এবং পাঁচ পয়সা)** এবং চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত একতলা ভবন পরিমাণ ২ কাঠা ৭ ছটাক ১৭ বর্গফুট হোল্ডিং নং ৪৯২, নবগ্রাম , রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৪, মৌজা : কন্দর্পপুর বোয়ালিয়া, থানা : গড়িয়া, তোজি নং ২৭৯, জেএলনং ৪৯, আরএস নং ১২৯, খতিয়ান নং ৫০, দাগ নং ১৫১৮, (পুরানো) এবং ১৬০৬ (বর্তমান) , চলার পথ ১৪-৬ ফুট সহ উত্তর দিকে জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা; **চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে** ১৪-৬ ফুট চলার সড়ক; **দক্ষিণে :** এস সেনের জমি; **পূর্বে :** গীতা অধিকারীর জমি; **পশ্চিমে :** জে পুরকাইত এর জমি।

তারিখ : ২৭.১২.২০২৪ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : ভবানীপুর — **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা**

পঞ্জাব নৈশনল বৈঙ্ক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. Of India Undertaking)

সার্কেল সস্ত্র কলকাতা পশ্চিম, ৫ম তল, ইউনাইটেড টাওয়ার, ১১ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন - ০৩৩ ২২৩১ ৩৮৬৬/২২১০-৫১৮৮, ইমেল : cs4479@pnb.co.in

পরিশিষ্ট - IV [রুল ৮(১)] দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ফিনান্সিং শাখার নাম / অ্যাকাউন্ট নাম	ডিরেক্টরগণ এবং জামিনদাতাগণের নাম	স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	দাবি নোটিশের তারিখ	দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১.	**শেক্সপিয়ার সরণি (পিএনবি) শাখা** / **মেসার্স বেঙ্গল ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোজেক্টস লি.**	**১) শ্রী কমল মহান্তি (প্রোমোটার ডিরেক্টর) ২) শ্রীমতি অ্যাথেনা ঘোষ (প্রোমোটার ডিরেক্টর) ৩) শ্রীমতি নিলীমা মহান্তি, (ডিরেক্টর) ৪) শ্রী দীপক মুন্সি (ডিরেক্টর) ৫) শ্রীমতি পুতুল ঘোষ (ডিরেক্টর), ৬) শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী (ডিরেক্টর) ৭) শ্রী শ্রীচরণ মহান্তি (ডিরেক্টর)**	১) সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং ৫বি, ৩ বেড রুম, ১ কিচেন, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, দুই টয়লেট, ফ্লোর এরিয়া ১২৬৯ বর্গফুট কমবেশি এবং এক ঢাকা কার পার্কি এরিয়া ১১০ বর্গফুট, এবং সমানুপাতিক অংশ সকলের ব্যবহারের জায়গা ষষ্ঠতলে-টাওয়ার ব্লক প্রেমিসেস নং ১৩, উত্তরা কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি, ব্রড স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৯, ওয়ার্ড নং ৬৫, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির হোল্ডিং নং ৩০৬, ৩০৬এ, এবং ৩০৬বি, সাব ডিভিশন এইচ, ডিভিশন ৫ ডিহি পঞ্চান্নগ্রাম, তৌজি নং ১২৯৮, কালেক্টরেট ২৪ পরগনা, থানা : করেয়া, সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস শিয়ালদহ, জেলা ২৪ পরগনা,চৌহদ্দি : নিম্নোক্ত মতে : সম্পত্তির মালিক : **শ্রী দীপক মুন্সি।** ২. সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং ২/এ, তিনতলায়, ৩ বেড রুম,১ কিচেন, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং স্পেস, দুই টয়লেট এবং ১ ব্যালকনি, ফ্লোর এরিয়া ১৩০৬ বর্গফুট কমবেশি এবং দুটি ঢাকা কার পার্কিং এরিয়া ১০০ বর্গফুট প্রতিটি উত্তর দিকে একতলায় উক্ত চারতলা কাবেরী অ্যাপার্টমেন্ট নামে ভবনে, এবং অবিভক্ত সম্পত্তিরর যথাযথ ভাগ নং জমির পরিমাণ আনুমানিক ৫ কাঠা ৮ ছটাক ২৯ বর্গফুট , মৌজা : বড়েরায়পুর, জেএল নং ৩৪, পিলার নং : ১৫২, তৌজি নং ১৫১, সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহারের জায়গার ভোগ দখল প্রেমিসেস নং ১৭৬/১৪/১৪৮, রায়পুর রোড, ওয়ার্ড নং ৯৬, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা : যাদবপুর, ডাক ঠিকানা : ১৪৮, রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা ৭০০০৯২, মালিক শ্রীমতি নিলীমা মহান্তি, সম্পত্তির চৌহদ্দি : **শ্রীমতি নিলীমা মহান্তির** সম্পত্তি দ্বারা।	৩০.০৯.২০২৪	২৬.১২.২০২৪	৮,৮৫,৮২,৩৬৩.৩৫ টাকা (আট কোটি পঁচাশি লাখ বিরাশি হাজার তিনশ তেষট্টি টাকা এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা) টাকা অধার্য পরবর্তী সুদ সহ
			প্রাথমিক জামিন : ক) কোম্পানির বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমুদয় স্থায়ী সম্পদ প্রথম সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ। খ) দায়বদ্ধ মজুত, চালু কাজ, বুক ডেটস এর সমুদয় চালু সম্পদ সমুদয় প্রথম দায়বদ্ধ। গ) সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত দোতলা ভবন পরিমাণ কমবেশি ১৫০০ বর্গফুট প্রতিটি একতলা এবং দোতলা ৩০০০ বর্গফুট মোট এবং একটি টিন শেড পরিমাণ কমবেশি ৪০০০ বর্গফুট, উভয় নির্মিত জমির পরিমাণ কমবেশি ৮৯ ডেসিমেল, এলআর দাগ নং ৩০৮, এলআর খতিয়ান নং ১৩৩, জেএল নং ৯৩, মৌজা : লাচুবার, ৪ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো : খারুইগড়, থানা : পটাশপুর, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, চৌহদ্দি : উত্তরে : কমল মহান্তি এর জমি এবং অন্যান্যর শালি/জলা জমি ; দক্ষিণে : ৩০ ফুট চওড়া ললাত জনকা রোড,; পূর্বে : শ্রী ফনী ভূষণ দাসের শালি/জলা জমি ; পশ্চিমে : শ্রী বিষ্ণুপদ শাউ এর শালি/জলা জমি। ৩. খ) সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত খালি জমি পরিমাণ কমবেশি ১৯ ডেসিমেল, এলআর দাগ নং ৩০৭, এলআর খতিয়ান নং ১৩৩, জেএল নং ৯৩, মৌজা : লাচুবার, ৪ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো : খারুইগড়, থানা : পটাশপুর, নং-৩০৭, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, চৌহদ্দি : উত্তরে : প্লট নং -৩০৮; দক্ষিণে : ৩০ ফুট চওড়া ললাট জনকা রোড , ; পূর্বে : শ্রী ফনী ভূষণ দাসের শালি জমি; পশ্চিমে : শ্রী বিষ্ণু পদ সাউ এর শালি জমি। **সম্পত্তির মালিক : উভয় (৩)(এ) এবং (৩)(বি) মেসার্স বেঙ্গল ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোজেক্টস লি.।**	৩০.০৯.২০২৪	২৭.১২.২০২৪	

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ৩১.১২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

খ্যাতনামা শিল্পীদের অনুষ্ঠানে জমে উঠেছে মালদার কার্নিভাল

রয়েছে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা, মোতায়েন বিপুল সংখ্যক ভলান্টিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: জমে উঠেছে মালদার কার্নিভাল উৎসব। ইংরেজবাজার পুরসভার উদ্যোগে এখন মালদা শহরের কার্নিভাল উৎসবে প্রতিদিনই সাধারণ দর্শকদের ভিড় উপচে পড়ছে। কার্নিভাল অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রেও বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে জেলা পুলিশ ও প্রশাসন। ইতিমধ্যে পুরসভার পক্ষ থেকেও ভলান্টিয়ার টিম গঠন করে পুরো পরিস্থিতির তদারকি করা হচ্ছে। ২৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া ইংরেজবাজার পুরসভার এই কার্নিভাল উৎসব চলবে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত। মুম্বই থেকে শুরু করে টলিউডের খ্যাতনামা গায়ক - গায়িকা, সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রীদের এই কার্নিভাল উৎসবে সামিল করানো হয়েছে। ইংরেজবাজার শহরের ডিএসএ মাঠ সংলগ্ন বিবেকানন্দ যুব ক্রীড়া আবাসের মাঠেই চলছে এই কার্নিভাল উৎসব। ইতিমধ্যে নামজাদা বাংলা ব্যান্ড ফসিলস্, ইন্ডিয়ান আইডিয়ালের সাফল্য কৃতি গায়িকা রাফা ইয়াসমিন, অন্তরা মিত্র তাদের অনুষ্ঠান সেরেছেন। আরও এখনো বেশ কিছু মুম্বইয়ের খ্যাতনামা গায়িকাদের অনুষ্ঠান পর্ব রয়েছে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত। শুধু তাই নয় ইংরেজবাজার শহরজুড়ে রকমারি আলোক সজ্জায় রাঙিয়ে তোলা হয়েছে।

কোথাও ডিজিটাল লাইট, আবার কোথাও রঙিন তোরণ রাস্তার ধারে বসানো হয়েছে। শহরের নেতাজি সুভাষ রোড, ফোয়ারা মোড়, অতুলচন্দ্র মার্কেট, রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ সহ আরো বেশ কিছু এলাকায় কার্নিভাল উৎসবকে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের আলোক সজ্জায় ভরিয়ে তোলা হয়েছে। সন্ধ্যা নামতেই যেন গোটা শহর ডুবে যাচ্ছে রকমারি আলোক শয্যায়। একইভাবে কার্নিভাল উৎসব দেখার জন্য উপচে পড়ছে বিবেকানন্দ যুব ক্রীড়া আবাসের মাঠে। উল্লেখ্য, গত বছরের মতোই এবছর ইংরেজবাজার পুরসভার পক্ষ থেকে মালদা কার্নিভাল উৎসবের বিশাল আয়োজন করা হয়েছে। প্রবেশপত্র অভাব থাকলেও অনুষ্ঠানের ভিড়ের পরিস্থিতি তদারকি করছে ইংরেজবাজার পুরসভা কর্তৃপক্ষ এবং জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা। গোটা এলাকা জুড়ে পুলিশের নজরদারির পাশাপাশি ড্রপ গেটও রাখা হয়েছে। যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং এবং বিশৃঙ্খলা এড়াতেও ওড়ানো হচ্ছে ড্রোন। পুরসভার পক্ষ থেকেও নিযুক্ত করা হয়েছে বিপুল সংখ্যক ভলান্টিয়ার।

এদিকে কার্নিভাল উৎসবের শুরু থেকে প্রতিদিনই ভিড় করছেন নানান বয়সি ছেলেমেয়েরা। সাধারণ মানুষ তো বটেই, স্কুল - কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদেরও কার্নিভাল অনুষ্ঠান দেখার জন্য সন্ধে হতেই ওই মাঠে জমায়েত হচ্ছে। রাত এগারোটার মধ্যে প্রোগ্রাম সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ইংরেজবাজার পুরসভা কর্তৃপক্ষ।

সংশ্লিষ্ট পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশ মতোই এবারেও মালদায় কার্নিভাল উৎসব ধুমধাম করে পালন করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষকে বড়দিনের আনন্দ উপভোগ করার ক্ষেত্রে এই কার্নিভাল উৎসব আটদিন ধরে চলবে। মুম্বই সহ বিভিন্ন নাম করা গায়ক, গায়িকারা এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন।

রহস্যজনকভাবে মা ও মেয়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার বর্ধমানে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান শহর লাগোয়া বাদশাহী রোড এলাকায় মা ও শিশু কন্যার দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়। মৃতদের নাম মামনি সাউ বর্মণ (৩০) এবং তার মেয়ে প্রজ্ঞা বর্মণ (৪)। তার বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগণার পাথরপ্রতিমা এলাকার রাখালপুর এলাকায়। তারা পূর্ব বর্ধমানের শহর লাগোয়া বাদশাহী রোড এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। মৃতার স্বামী প্রভঞ্জন বর্মণ রেলে কাজ করেন। সোমবার সকালে মাকে ও মেয়েকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মৃতের পরিবারের কেউ উপস্থিত না থাকায় এই ঘটনা সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যায়নি। মৃতের স্বামীকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। সে রবিবার রাতে নাইট ডিউটিতে গিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। সোমবার সকালে এসে এই ঘটনা দেখেন। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকার মানুষ শোকাহত।

এলাকাবাসীরা জানান, তাদের পরিবারে কোনও ঝামেলা তারা দেখেননি। রবিবার রাতেও মেয়েটি কার্টুন দেখছিল। হঠাৎ এতবড় সিদ্ধান্ত কীভাবে নিল তা ভেবে পাচ্ছেন তারা।

বাড়ির বাসিন্দা ও মালিক তপন কুমার ভট্টাচার্য জানান, মৃতার স্বামী রেলে কাজ করে। সোমবার সকালে ডিউটি থেকে এসে কোনও সাড়া বা ফোনে প্রতিক্রিয়া না পেয়ে তাকে ডাকেন। পরে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ পৌঁছে দরজা ভাঙে। সেই সময় একটি দড়িতে মা মেয়েকে সিলিং ফ্যানে ঝুলতে দেখা যায়। মেয়ের হাত বাঁধা ছিল। তারা কিছুই বুঝতে পারছেন না। তিনি জানান, ২০২২ এর ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে তারা এখানে ছিল। কোনদিন কোনোও গোলযোগ দেখেননি।

স্বামীর সহকর্মী ও প্রতিবেশী জয়ন্ত রায় জানান, রবিবার রাতে স্বামী কাজে বেরিয়ে যান। সোমবার সকালে হৈচৈ শুনে প্রতিবেশীরা জড়ো হয়। তিনি আরো বলেন, মৃতার স্বামী তার সহকর্মী। ছেলে হিসেবে অত্যন্ত ভালো। কিভাবে এতবড় ঘটনা ঘটে গেল তা জানা নেই।

এলাকবাসীর অনুমান, সম্ভবত মেয়ের হাত বেঁধে তাকে মেরে মা নিজেই গলায় দড়ি দিয়েছেন।

ক্ষমতায় থাকা ছাড়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর কোনও উদ্দেশ্য নেই : সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ক্ষমতায় থাকা ছাড়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। আমি থাকব, আমার পরে আমার ভাইপো থাকবেন, এর বাইরে কোনও উদ্দেশ্যে নেই। বিজেপির সক্রিয় সদস্যতা অভিযান কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে এভাবেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দিকে আক্রমণ শানান বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। জানা গিয়েছে, সোমবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি বিধানসভার অন্তর্গত মহারাজপুর এলাকায় বিজেপির সক্রিয় সদস্যতা অভিযান কর্মসূচিতে যোগ দিতে আসেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। এই কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে সক্রিয় সদস্যদের পূরণ করা ফর্ম গ্রহণ করে দলীয় কার্যকর্তাদের সঙ্গে একসঙ্গে ভোজ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন তিনি। সেই সক্রিয় সদস্যতা অভিযান কর্মসূচিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, 'ক্ষমতায় থাকা ছাড়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। আমি থাকব, আমার পরে আমার ভাইপো থাকবে। এর বাইরে কোন উদ্দেশ্য নেই।' পাশাপাশি বিজেপির রাজ্য সভাপতি আরো বলেন, 'মমতা ব্যানার্জি বাংলাদেশের হয়ে কাজ করছেন। জঙ্গিদের আমাদের রাজ্যে, আমাদের দেশে ঢোকানোর চেষ্টা করছেন। জেলা তথা রাজ্যের মানুষ ভালো নেই! মানুষের সুরক্ষা থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী।'

জঙ্গি সন্দেহে পুলিশের জালে আরও ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, নওদা: পুলিশের জালে এবার ধরা পড়ল বাংলাদেশি জঙ্গি শাদ রবি ওরফে সাব শেখের পিসতুতো ভাই! অসম পুলিশের এসটিএফ এর হাতে কেরল থেকে ধৃত বাংলাদেশি জঙ্গি সাব শেখের ভাই এবার জঙ্গি সন্দেহে পুলিশের জালে ধরা পড়ল। বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনের সদস্য সাব শেখের পিসতুতো ভাইকে রবিবার রাতে নওদার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ ও অসম পুলিশ। নওদার দুর্লভপুরের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় সাজিবুল ইসলাম নামে ওই যুবককে। এই সাজিবুল ইসলাম মহম্মদ সাব শেখের পিসতুতো ভাই। সাজিবুল ইসলামের আত্মীয়দের দাবি, রবিবার রাত আড়াইটে নাগাদ বাড়ি থেকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায় সাজিবুলকে। চাষাবাদ করত সে। এক বছর আগে সৌদিতে কাজে গিয়েছিল। কী কারণে বাড়িতে পুলিশের হানা? কেনই বা তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হল! বুঝতে পারছেন না তার পরিবার। ঘটনাকে ঘিরে থমথমে গোটা এলাকা। সাজিবুল ইসলামের বাড়িতে আত্মীয় পরিজনদের ভিড় সোমবার সকালেও।

প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগেই অসম পুলিশ হরিহরপাড়া থেকে দুই জঙ্গি সন্দেহে আব্বাস শেখ ও মিনারুল শেখ নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করে। যারা 'আনসারুল্লা বাংলার টিম (এবিটি)র' সদস্য বলেই জানা যায়। তাঁদের জেরা করেই উঠে আসে মহম্মদ সাব শেখের নাম। কেরল থেকে গ্রেপ্তার করা হয় সাব শেখকে। এবার তারই এক আত্মীয় পুলিশের জালে। নওদা থানার বেলো গ্রাম থেকে একই রাতে আর এক যুবক মুস্তাকিম মণ্ডলকেও আটক করে নিয়ে যায় আসাম পুলিশের এসটিএফ।

বাংলাদেশি যুবককে ছেলের পরিচয় দিয়ে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: বাংলাদেশি যুবককে ছেলের পরিচয় দিয়ে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার এক ব্যক্তি ও বাংলাদেশি যুবক। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার সকালে কনিয়ারা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দুর্গাপুরে মাসুদ মণ্ডলের (৪১) বাড়িতে হানা দেয়। তার বাড়ি থেকে এক বাংলাদেশি যুবককে আটক করে পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম মেহেবুব হাসান রাসেল ওরফে রাহুল মণ্ডল। এই ভারতীয় নাগরিক মাসুদকে বাবা পরিচয় দিয়ে রাহুল মণ্ডল নামে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, রেশন কার্ড ও প্যান কার্ড বানিয়ে ছিল বাংলাদেশের বাসিন্দা মেহেবুব হাসান রাসেল (২৩)। বাংলাদেশের যশোর জেলার চৌগাছা আফরা গ্রামের বাসিন্দা রাসেল। এই যুবক দুই বছর আগে চোরা পথে ভারতে এসে মাসুদ মণ্ডলের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। এই যুবক দুই বছর আগে চোরা পথে ভারতে এসে মাসুদ মণ্ডলের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। কেন কি কারণে মাসুদ এই বাংলাদেশি যুবককে নিজের ছেলে পরিচয় দিয়ে বাড়িতে রেখেছিল সে বিষয়ে তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। ধৃত দুইজনকে সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের আবেদন জানিয়ে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে বাগদা থানা পুলিশ।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র গোঘাট

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র এলাকা। এলাকায় পথ পথঅবরোধ স্থানীয়দের। অবরোধ তুলতে এলে পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দাদের। ঘটনা আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের বেলিতে। জানা গেছে, আরামবাগ-বাঁকুড়া ২ নম্বর রাজ্য সড়কে বাসের ধাক্কায় মৃত্যু বেসরকারি কোম্পানির এক যুবকের। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই রাজ্য সড়কে দীর্ঘদিন ধরেই সকাল বিকেল পুলিশের নো-এন্ট্রি চলে। ফলে রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যায়। নো এন্ট্রি চলাকালীন ট্রাফিক পুলিশের একটি ভ্যান গোঘাটের বেলিতে গাড়ি চেকিং করছিল। সেই সময় বেসরকারি কোম্পানির এই যুবক পুলিশের গাড়ি দেখেই নিজের বাইকটি অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। আর সেই সময়েই তিনি চলন্ত একটি যাত্রীবাহী বাসের সামনে পড়ে যান ও পিষ্ট হয়ে যান। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয়রাই ছুটে আসেন। যদিও স্থানীয়দের অভিযোগ, দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পরই পুলিশের ট্রাফিক ভ্যানটি উদ্ধারকার্য না করে পালিয়ে যায়। তাতে স্থানীয়রা ক্ষিপ্ত হয়ে আরামবাগ বাঁকুড়া দু'নম্বর রাজ্য সড়কে পথ অবরোধ করেন। পরবর্তীতে গোঘাট থানার পুলিশ পরিস্থিতি আয়ত্ত্বে আনতে গেলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান বিক্ষুব্ধ মানুষজন। প্রায় দেড় ঘণ্টা পথ অবরোধ চলে গোঘাটের বেলিতে। পরে পুলিশের আশ্বাসে তারা অবরোধ তুলে নেন। যদিও পথ দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তির এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত নাম ও পরিচয় জানা যায়নি।

সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের ভোটে গোহারা বিরোধীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বিরোধীদের আবারও গোহারা হার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের কাছে কুপোকাত বিজেপি সহ বিরোধীরা। কার্যত খাতা খুলতেই ব্যর্থ হয়েছে বিরোধী সমালোচকেরা। বসিরহাটের মেরুদন্ডী-শিবাটী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের ভোটে সবকটি আসনে জয় লাভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীরা। সমবায় সমিতির নির্বাচনে ৯টি আসনেই প্রার্থী দেয় তৃণমূল কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধীরা। সেক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের ৯ জন প্রার্থী আব্দুল বিশ্বাস, আব্দুল মজিদ সর্দার, মণিশঙ্কর মণ্ডল, প্রবানন্দ সরকার, রবিউল মণ্ডল, সুজিত মণ্ডল, বাসুদেব মণ্ডল, বীথিকা সর্দার এবং গঙ্গারানি সরকার বিপুল ভোটে জয় পান তারা। এই জয়ে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাড়তি অক্সিজেন পাবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

বসিরহাট লোকসভার আগে সন্দেশখালি নিয়ে সহ অন্যান্য এলাকা নিয়ে বিরোধীরা চূড়ান্ত কুৎসা রটিয়েছিল। মিথ্যা অভিযোগ করে পরিকল্পিত ভাবে বসিরহাটকে উত্তপ্ত করার চক্রান্ত করা হয়েছিল। কিন্তু বিরোধীদের সেই চক্রান্ত সফল হয়নি।

তৃণমূল নেতা কর্মীদের নিরলস পরিশ্রম এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনকল্যাণমূলক কাজের সুবাদেই এই জয়। স্বাভাবিক ভাবেই এই জয়ে আগামীদিনে এই সমবায় আরও বেশি করে মানুষের উপকারে সাহায্য করবে।

দুয়ারে সরকারের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: প্রত্যন্তর এলাকার মানুষের কথা মাথায় রেখে দুয়ারে সরকারের নির্দেশ রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সোমবার সন্দেশখালির ঋষি অরবিন্দ মিশন মাঠে প্রশাসনিক বৈঠক করতে এসে এমনই নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন তিনি বলেন, আমি জানি অনেক মানুষ এখনও কাস্ট সার্টিফিকেট পাননি। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের আয়োতায় এখনও অনেকেই আসতে পারেননি। তাই প্রত্যন্তর এলাকার মানুষের কথা মাথায় রেখে আধিকারিকদের নির্দেশ দেন দুয়ারে সরকারের। সেক্ষেত্রে ২৬ জানুয়ারি পর থেকে ফেব্রুয়ারি প্রথম সপ্তাহের মধ্যে একাধিক দুয়ারে সরকার কর্মসূচি করার নির্দেশ দেন। তিনি আরও বলেন, ২৬ জানুয়ারি আগে মানুষ নতুন বছরের শুরুতে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকবেন, ১২, ২৩ ও ২৬ জানুয়ারি সরকারি অনুষ্ঠান আছে। আবার ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে তাই ২৬ জানুয়ারির পর থেকে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি করার নির্দেশ দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রত্যন্তর এলাকার মানুষ সব সময় নদী পেরিয়ে, বহু রাস্তা অতিক্রম করে শহরে আসতে পারে না, তাই তাদের কথা মাথায় রেখে গ্রামে গ্রামে গিয়ে দুয়ারে সরকার করার।

ফের উত্তরপ্রদেশে মালদার শ্রমিক মৃত্যু, গ্রামে ফিরল দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বছর শেষে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু যেন অব্যাহত মালদা জেলায়। গত বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশে বিদ্যুতের টাওয়ার ভেঙে মালদার তিন পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছিল। একদিনের ব্যবধানে শনিবার আবারও উত্তরপ্রদেশে বিদ্যুতের টাওয়ার ভেঙে মৃত্যু হল মালদার আরো এক পরিযায়ী শ্রমিকের। সোমবার সকালে মৃত শ্রমিকের কফিনবন্দি দেহ গ্রামে এসে পৌঁছতেই শোকের ছায়া নেমে আসে ইংরেজবাজার ব্লকের মিল্কি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভগবানপুরের নতুনটোলা এলাকায়। স্থানীয় জানা গিয়েছে, মৃত ওই শ্রমিকের নাম শেখ আমির (২১)। দেড়মাস আগেই উত্তরপ্রদেশে বিদ্যুতের টাওয়ার তৈরির কাজে গিয়েছিল ওই যুবক। কাজ করার সময় গত শনিবার বিদ্যুতের টাওয়ার ভেঙে মৃত্যু হয় তার। এই ঘটনায় মালদার বিনোদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিয়ামতপুর এলাকার আরো এক শ্রমিক সেলিম শেখ গুরুতর আহত হয়ে সেখানকার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদিকে এদিন সকালে মৃত শ্রমিকের কফিনবন্দি দেহ গ্রামে ফিরে আসতেই শোকের ছায়া নেমে আসে এলাকায়। এই ঘটনার খবর পেয়ে সকালে মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের বাড়িতে ছুটে যান মালদা জেলা পরিষদের সদস্য জুয়েল রহমান সিদ্দিকী। তিনি মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারকে সমবেদনা জানান এবং রাজ্য সরকারের আর্থিক সাহায্য পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন।

দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাড়ি সংস্কারের সময় দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক নির্মাণ শ্রমিকের। মৃত শ্রমিকের নাম শান্তি গরাই (২৬)। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে বাঁকুড়া শহরের দোলতলা এলাকায়। বাঁকুড়ার

দোলতলা এলাকায় সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামের এক ব্যক্তির পুরনো বাড়ি সংস্কারের কাজ চলছিল। রাজমিস্ত্রির সঙ্গে সেই সংস্কারের কাজ করছিলেন বাঁকুড়ার শ্যামদাসপুর গ্রামের বাসিন্দা পেশায় নির্মাণ শ্রমিক শান্তি গরাই। সংস্কার কাজ চলাকালীন আচমকাই ওই পুরনো বাড়ির একটি দেওয়াল ধসে পড়ে। দেওয়ালের ধ্বংসাবশেষের নীচে চাপা পড়ে যান নির্মাণ শ্রমিক শান্তি গরাই। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধারের কাজ শুরু করেন অন্যান্য শ্রমিকরা। খবর দেওয়া হয় দমকল ও পুলিশেও। কিন্তু ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে তাঁকে উদ্ধারের আগেই ওই নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়।

সব পেয়েছির আসরের পরিচালনায় প্রশিক্ষণ শিবির

বাঁদিকে নদিয়ার দত্ত পুলিয়ায় সব পেয়েছি আসরের দুই কর্তা ও ডানদিকে প্রশিক্ষণ শিবিরের শিক্ষার্থীরা।

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পড়াশুনোর পাশাপাশি ব্রতচারী সহ নানা শরীর-স্বাস্থ্যগঠনে নানা খেলার আসর বসত। বর্তমানে মোবাইলের যুগে যা প্রায় বিলুপ্ত। স্বাধীনতার প্রাক্কালে অখিল নিয়োগী বা স্বপন বুড়োর হাত ধরেই পথ চলা শুরু হয়েছিল সর্বভারতীয় সব পেয়েছির আসরের। দেখতে দেখতে অনেক পথ অতিক্রান্ত করেছে এই সংস্থা। সমাজের বহু প্রতিষ্ঠিত মানুষ এই পরিবারের সদস্য। প্রতি বছর আয়োজিত হয় তাদের বার্ষিক শিবির। এবছর নদিয়ার দত্ত পুলিয়া ইউনিয়ন ফর গার্লসে শ্রী মা মহিলা সমিতি ও তরুণিমা সব পেয়েছির আসরের সহযোগিতায় আয়োজিত হয়ে গেল এক প্রশিক্ষণ শিবিরের। মূলত নাচ, গান, ব্রতচারী সহ একাধিক বিষয়ে এই শিবিরে অংশগ্রহণকারী শিশু, কিশোর, কিশোরীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মূল পরিচালনায় সব পেয়েছির আসর। পাঁচ দিন ব্যাপী এই শিবিরে এবছর অংশ নেয় অসংখ্য শিক্ষার্থীরা। সত্য সেবি সমাবর্তন অনুষ্ঠান উপলক্ষে সংবর্ধনা জানানো হয় এই শিবিরে অংশগ্রহণকারীদের। মূলতঃ সমাজ গড়ার কারিগর এই তরুণ প্রজন্মকে সমাজের মূল স্রোতে এনে সুস্থ সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখে সর্বভারতীয় সব পেয়েছির আসর।

দুটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দুটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য। বাড়িতে কেউ না থাকার সুবাদে নগদ টাকা সহ সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত চকচন্দন এলাকার ঘটনা। জানা গিয়েছে, ওই দুই বাড়ির মালিক বড়দিনের ছুটি উপলক্ষ্যে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরে এসে তারা চুরির ঘটনাটি বুঝতে পারেন। সোনার গয়না সহ প্রায় লক্ষাধিক টাকা খোয়া গিয়েছে বলেই জানিয়েছেন তাঁরা। পরবর্তীতে এ বিষয়ে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তাঁরা। অন্যদিকে, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বালুরঘাট থানার পুলিশের তরফে। এ বিষয়ে এনজিলা সরেন নামে এক মহিলা জানান, 'চুরির খবর পেয়ে আমরা এসে দেখি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। নগদ টাকা-সহ সোনা চুরি গিয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ এসেছিল। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। আমরা খুবই আতঙ্কিত।'

অন্যদিকে, যোগেন হেমব্রম নামে আরেক ব্যক্তি জানেন, 'সুকিয়েত মার্ডি'র বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। যেভাবে চুরি হয়েছে তাতে আমরা খুবই আতঙ্কিত! ঘটনাস্থলে পুলিশ এসেছিল।'

রাগের বশে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: বাড়িতে বসে মোবাইল দেখছিল বোন, বোনের হাত থেকে মোবাইল কেড়ে নেয় দিদি। আর এর পরেই রাগের বশে বিষ খায় বোন। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার বাঘনাপাড়া এলাকার। জানা গিয়েছে গত ২৩ তারিখে বাঘনাপাড়া পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুর এলাজার মোবাইল দেখাকে কেন্দ্র করে বোন এবং দিদির মধ্যে ঝামেলা হয়। এর পরেই বিষ খায় বোন রেখা পাল। ২৩ বছর বয়সি রেখা পালকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে কালনা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হলে রবিবার সন্ধ্যায় তার মৃত্যু ঘটে। সোমবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় মর্গে।

মেলবোর্নে হার ১৮৪ রানে! আত্মসমর্পণ রোহিত, বিরাটদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: যশস্বী জয়সওয়ালকে দেখেও শিখতে পারলেন না রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা। কিছুটা শিখেছিলেন ঋষভ পন্থ। একটা সময় দেখে মনে হচ্ছিল, ম্যাচ বাঁচিয়ে দেবে ভারত। কিন্তু চা বিরতির পরে ধৈর্য হারালেন পন্থ। অস্ট্রেলিয়ার ফাঁদে পা দিয়ে উইকেট দিয়ে এলেন তিনি। সেই উইকেটই অস্ট্রেলিয়ার সামনে সুযোগ তৈরি করে দিল। দু'হাতে সেই সুযোগ কাজে লাগালেন প্যাট কামিন্সেরা। জলে গেল যশস্বীর লড়াই। চা বিরতির পর ভারতের সাত উইকেট পড়ল। ১৩ ওভারের খেলা বাকি থাকতে মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১৮৪ রানে হেরে সিরিজে পিছিয়ে পড়ল ভারত। সিডনিতে সিরিজ বাঁচানোর লড়াইয়ে নামতে হবে রোহিত শর্মাদের।

দ্বিতীয় ইনিংসে কিছুটা হলেও ভাল দেখাচ্ছিল রোহিতকে। অফ স্টাম্পের বাইরের বল ছাড়ছিলেন। ডিফেন্স করার সময় পা নড়ছিল। তাড়াহুড়ো করছিলেন না। শুরুতে যশস্বীর থেকে রোহিতকে দেখে বেশি আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছিল। কিন্তু পুরনো সমস্যা মিটল না তাঁর। প্যাট কামিন্সের একটি বল মিড অনে খেলতে গেলেন। কামিন্স বল করেছিলেন অফ স্টাম্পে। তার ফলে বল রোহিতের ব্যাটের কানায় লেগে স্লিপে গেল। সেখানে ভাল ক্যাচ ধরলেন মিচেল মার্শ। ৪০ বলে ৯ রান করে ফিরলেন রোহিত। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পর থেকে রোহিতের ভুল শট খেলার পরিমাণ অনেক বেড়ে গিয়েছে। সেটাই আরও এক বার দেখা গেল মেলবোর্নে।

চলতি সিরিজে প্রথম তিনটি টেস্টে ওপেন করেছিলেন রাহুল। ভাল দেখাচ্ছিল তাঁকে। কিন্তু রোহিত মেলবোর্নে ওপেন করায় রাহুলকে ব্যাটিং অর্ডারে নীচে নামতে হয়। তিন নম্বরে নেমে প্রথম ইনিংসে শুরুটা ভাল করেছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে পারলেন না। কামিন্সের একটি বল ডিফেন্স করতে গিয়ে স্লিপে ক্যাচ দিলেন। বল ধরতে ভুল করেননি উসমান খোয়াজা। পাঁচ বল খেলে শূন্য রানে ফিরলেন রাহুল।

মেলবোর্ন টেস্টের আগে বিরাট কোহলি জানিয়েছিলেন, তাঁর কোথায় সমস্যা হচ্ছে সেটা তিনি জানেন। অর্থাৎ, অফ স্টাম্পের বাইরের বলে তাঁর দুর্বলতা কোহলির অজানা নয়। তার পরেও পুরনো রোগ সারল না। দ্বিতীয় ইনিংসে শুরুটা সাবধানে করেছিলেন কোহলি। অফ স্টাম্পের বাইরের বল ছাড়ছিলেন। কিন্তু মধ্যাহ্নভোজের বিরতির ঠিক আগেই মিচেল স্টার্কের ষষ্ঠ স্টাম্পের একটি বল মারতে গিয়ে ক্যাচ দিয়ে ফিরলেন কোহলি। করলেন মাত্র ৫ রান। চলতি সিরিজে পেসারদের বিরুদ্ধে পাঁচ বার আউট হয়েছেন কোহলি। পাঁচ বারই অফ স্টাম্পের অনেক বাইরের বল মারতে গিয়ে আউট হয়েছেন তিনি।

যশস্বী বাদে দ্বিতীয় ইনিংসে যদি কোনও ব্যাটারকে ভাল দেখিয়েছে তা হলে তিনি ঋষভ পন্থ। প্রথম ইনিংসে বাজে শট খেলে আউট হয়ে সমালোচিত হয়েছিলেন। তাই এই ইনিংসে হয়তো তিনি ঠিক করে নিয়েছিলেন যে তাড়াহুড়ো করবেন না। বল ছাড়ছিলেন। খুব কম আক্রমণাত্মক শট খেলছিলেন। দ্বিতীয় সেশনে কোনও উইকেট পড়েনি ভারতের। তার কৃতিত্ব যশস্বী ও পন্থের। ৮৮ রানের জুটি বাঁধেন তাঁরা। পন্থ ঝুঁকি নিচ্ছেন না দেখে ফাঁদ পাতে অস্ট্রেলিয়া। ট্রেভিস হেড বল করতে আসেন। পন্থকে লোভ দেখান তিনি। সেই লোভে পা দেন পন্থ। বড় শট মারতে গিয়ে ১০৪ বলে ৩০ রান করে আউট হন তিনি। পন্থ আউট হওয়ার পরেই ভেঙে পড়ে ভারতের ব্যাটিং।

প্রথম ইনিংসে ভারতের ইনিংস সামলেছিলেন নীতীশ। মেলবোর্নে লড়াকু শতরান করেছিলেন। তাঁর ইনিংসের প্রশংসা করেছিলেন বিশেষজ্ঞেরা। যে পরিণত মানসিকতা তিনি দেখিয়েছিলেন তাতে দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর উপর ভরসা ছিল দলের। কিন্তু পারলেন না নীতীশ। নেথান লায়নের একটি বল ভুল লাইনে খেলে স্লিপে স্টিভ স্মিথের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরলেন তিনি। মাত্র ১ রান করেন নীতীশ। রান পাননি ভারতের আর এক অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাডেজাও। ২ রান করে স্কট বোলান্ডের বলে আউট হন তিনি।

এই সিরিজে রোহিতের অধিনায়কত্বের যতটা সমালোচনা হয়েছে, ঠিক ততটা প্রশংসা হয়েছে কামিন্সের নেতৃত্বের। শুধু ঠিক সময় ঠিক বোলিং পরিবর্তন নয়, নিজে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করার সময় যেমন গুরুত্বপূর্ণ ৪১ রান করেছেন, তেমনই বল হাতে এক ওভারে রোহিত, রাহুলকে আউট করেছেন। ভারতের সেরা ব্যাটার যশস্বীকেও ফিরিয়েছেন তিনি। আবার হেডের হাতে বল তুলে দিয়ে পন্থের উইকেট নিয়েছেন। অধিনায়ক হিসাবে ১০-এ ১০ পাবেন কামিন্স।

পুলিশি নিরাপত্তার অভাবে ১১ জানুয়ারি আইএসএল ডার্বি

বাগান কর্তাদেরই দোষ দেখছেন সৃঞ্জয় বসু

নিজস্ব প্রতিনিধি: আশঙ্কাই সত্যি হল। বাতিল হয়ে গেল নির্ধারিত ১১ জানুয়ারি আইএসএল ডার্বি। তবে এই ডার্বি বাতিলে বাগান কর্তাদের নির্বুদ্ধিতাকেই দায়ী করলেন মোহনবাগানের প্রাক্তন সচিব সৃঞ্জয় বোস। তিনি বলেন, ' বাকি ডার্বি বাতিলের সঙ্গে এই ডার্বি বাতিল এক করে ফেললে হবে না। গঙ্গাসাগর প্রতিবছরই একটা নির্দিষ্ট সময়ে হয়। বাগান কর্তাদের বোঝা উচিত ছিল। ফলে, যখন এফএসডিএল সূচি করে তখনই তা জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল তাদের'। বছর শুরুতেই ডার্বি বাতিল হয়ে যাওয়ায় তা এখন অনিশ্চিত হয়ে গেল। সৃঞ্জয় বসু বলেন, 'এমবিএসজির কর্তারা এ'ব্যাপারে ততটা অভিজ্ঞ নয়। বাগান কর্তারা তাদের জানালে আজকের দিনে এই মনখারাপের খবরটা শুনতে হত না ভক্তদের'। মূলত পুলিশি নিরাপত্তা দিতে না পারায় আপাতত বাতিলই করে দেওয়া হল ১১ জানুয়ারি ডার্বি। জানুয়ারি মাসের ৮ থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত গঙ্গাসাগর মেলা চলবে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়, গঙ্গাসাগরের পূণ্যার্থীদের সুরক্ষার জন্য ১৩ হাজার পুলিশ মোতায়েন থাকবে গঙ্গাসাগরে। তাই ডার্বিতে নিরাপত্তা দেওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। যা নিয়ে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের তরফ থেকে আগেই মোহনবাগানকে চিঠিও দেওয়া হয়। ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, 'ওই সময় গঙ্গাসাগর মেলা চলবে ফলে পুলিশের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়। এই সংক্রান্ত বিষয়ে ২৫ দিন আগেই পুলিশের পক্ষ থেকে আয়োজক ক্লাবকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই আপাতত ডার্বি স্থগিত থাকবে'। ফলে ডার্বি কবে হবে তা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। সৃঞ্জয় বসু মনে করেন, ইস্টবেঙ্গল আইএসএলে ফর্ম ফিরে পেলেও, ডার্বিতে ধারেভারে এগিয়েই থাকত মোহনবাগানই।

Office of the
DADPUR GRAM PANCHAYAT
VILL & P.O- DADPUR, P.S-Rejinagar, DIST- MURSHIDABAD
TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No.**15/DGP/2024-25** With Vide Memo No. -**1019/DGP/ 15THCFC/ 2024-25, Dated:- 27-12-2024,** The Last date for online submission of tender is **06/01/2025 upto 4 P.M.**
For details, please visit website: - **htpps://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Dadpur Gram Panchayat

Office of the Prodhan,
Bokhara-II Gram Panchayat
Under Sagardighi Dev. Block. Vill,-Jotkamal,P.O –Megha-Sihara, Dist- Murshidabad.
Notice Inviting e-Quotation
e-Quotation are invited through online bid system under following Quotation **(NIeQ) No-03/2024-25 (1st call), Dated-26/12/2024,** The last date of online submission Date **02/01/2025 at 18.00 hours.** For details please visit website **http://wbtenders. gov.in**
Md. Safirul Islam
(Prodhan, Bokhara-II GP)

Office of the Councillors of the
GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur
ABRIDGED TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Paschim Medinipur for the work:- **16 nos. Construction of Concrete Road** at different location within Ghatal Municipality under **Municipal Development Fund as per NIT No.: WBMAD/GHATAL/NIT-5e/ 2024-25, Date: 30.12.2024, Tender ID: 2024_MAD_791790_1 to 16.** Details of the tender may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.ghatalmunicipality.com**
Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

E-Tender Notice
The Prodhan Gurah Pashla Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement system from the bonafied and resourceful contractors for NIeT **No-11/GPGP/5th SFC (Untied)/ 2024-25** Dated- **27/12/24.** Last date as Bid submissin- **04/01/2025** respectively **upto 14.00 hours.** For details visit website- **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Gurah Pashla G.P.
Nabagram Block, MSD

E-Tender Notice
The Prodhan Gurah Pashla Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement system from the bonafied and resourceful contractors for NIeT **No- 09/GPGP/15th CFC (Tied)/ 2024-25 & 10/GPGP/ 15th CFC (United)/ 2024-25,** Dated- **24/12/24.** Last date as Bid submissin- **31/12/2024** respectively **upto 14.00 hours.** For details visit website- **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Gurah Pashla G.P.
Nabagram Block, MSD

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
WBMAD/ULB/BM/PW/OWN FUND /N.I.Q– 16/2024-2025
Memo No.-3065/PWD/BM/2024-2025, Dated 30.12.2024
Name of the Work :- 1 (One) No. work Collection of Toll Tax from the vehicular traffic plying through the (i) Kasipur Check Post (ii) Jambuni Check Post (iii) Santiniketan Check Post (iv) Satighat Check Post (v) Layek Bazar Check Post (vi) Uttar Narayanpur Check Post (vii) Kasimbazar Check Post Under Bolpur Municipality. All Check Post Period of 3(Three) Years mention from work Order. Last Date-of Submission 22.01.2025. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website:-**www.bolpurmunicipality.org, www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

নাশকতার পরিকল্পনাও জঙ্গি কার্যকলাপের শামিল

জানাল দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর: কোনও নাশকতা না ঘটিয়ে শুধুমাত্র তার পরিকল্পনা করলেও সেটি জঙ্গি কার্যকলাপের শামিল। এ কথা জানিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। আল কায়দার উপমহাদেশীয় শাখার এক জঙ্গিকে দোষী সাব্যস্ত করে নিম্ন আদালত। ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অভিযুক্ত জঙ্গি। ওই মামলার শুনানিতে এ কথা জানায় হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ইউএপিএ আইনের ১৮ নম্বর ধারাতেও এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। যদি কোনও জঙ্গি কার্যকলাপ না-ও ঘটে, শুধুমাত্র তার পরিকল্পনা করাও একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

অভিযুক্তের সঙ্গে পাকিস্তান যোগও পাওয়া গিয়েছে। সরকারি আইনজীবী জানান, জঙ্গি সংগঠনে নতুন নিযুক্তদের অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য পাকিস্তানে পাঠানোর দায়িত্ব ছিল অভিযুক্তের উপর। ওই জঙ্গি নিজেও পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। ২৬/১১ মুম্বই হামলায় অভিযুক্ত লস্কর প্রধান এবং জামাত-উদ্-দাওয়ার প্রধানের সঙ্গে দেখা করেন তিনি।

আইনজীবী আরও জানান, ২০১৫ সালে বেঙ্গালুরুতে এই একই মামলায় অপর এক অভিযুক্তের সঙ্গে দেখা করেন অভিযুক্ত। সেখানে আল কায়দার উপমহাদেশীয় শাখার লক্ষ্য এবং পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয় দু'জনের। পাশাপাশি সংখ্যালঘুদের উদ্দেশে প্ররোচনামূলক বক্তৃতা করারও অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি প্রতিভা এম সিংহ এবং বিচারপতি অমিত শর্মার বেঞ্চ জানিয়েছে, দেশের তরুণদের মগজধোলাই করতে প্ররোচনামূলক মন্তব্য করা হয়েছে। দেশের বিরুদ্ধে বেআইনি কাজকর্মের জন্য তাঁদের নিযুক্ত করার চেষ্টা হয়েছে। কেবলমাত্র কোনও জঙ্গি কার্যকলাপ ঘটেনি বলে বিষয়টিকে হালকাভাবে দেখা যায় না। আদালত জানিয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। তাঁর পাসপোর্ট রয়েছে। তিনি পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। জঙ্গি কার্যকলাপে তরুণদের নিয়োগ করার জন্য পাকিস্তানি কিছু গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর যোগও পাওয়া গিয়েছে। এই প্রমাণগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে আদালত। আদালত জানিয়েছে, শুধুমাত্র নাশকতার ঘটনাকেই জঙ্গি কার্যকলাপ বললে চলবে না। কোনও ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ এবং গোপনে কোনও পরিকল্পনা করাও জঙ্গি কার্যকলাপের শামিল।

ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার বিষাক্ত বর্জ্য অপসারণের কাজ শুরু

ভোপাল, ৩০ ডিসেম্বর: ভোপালের ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানা থেকে প্রায় ৩৭৭ মেট্রিক টন বিপজ্জনক বর্জ্য অপসারণের কাজ শুরু হল। গ্যাস দুর্ঘটনার ৪০ বছর পর রবিবার ওই কারখানা চত্বর সাফাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। কারখানা থেকে বিষাক্ত বর্জ্য সংগ্রহ করে ইনদওরের কাছে তা নিষ্কাশনের কাজ চলছে।

এর আগে একাধিক বার কারখানা চত্বর থেকে বিষাক্ত বর্জ্য সরানোর নির্দেশ দিয়েছে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট। চলতি মাসের শুরুতেই এ জন্য কর্তৃপক্ষকে ভর্ৎসনাও করে আদালত। বর্জ্য সাফাইয়ের জন্য চার সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়। তার পরেই ওই পদক্ষেপ করা হয়েছে। রবিবার সকালে বিশেষ কন্টেনার-সহ ছয়-সাতটি ট্রাক কারখানা চত্বরে পৌঁছয়। ট্রাকগুলিতে জিপিএস ট্র্যাকার ছিল। সঙ্গে ছিলেন বিশেষ পিপিই কিট পরা কর্মীরা। তাঁরা বিপজ্জনক বর্জ্য সরানোর কাজ শুরু করেন। এলাকায় পৌঁছন ভোপাল পুর কমিশনের আধিকারিক, পরিবেশকর্মী এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরাও। কারখানার আশপাশে পুলিশও মোতায়েন করা হয়। তাঁরাই জানান, এই বিপুল পরিমাণ বিষাক্ত বর্জ্য সংগ্রহ করে ভোপাল থেকে প্রায় ২৫০ কিলোমিটার দূরে ইনদওরের কাছে পিথমপুরের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় পোড়ানো হবে। এই খবর প্রকাশ্যে আসার পরেই পিথমপুরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন সেখানকার বাসিন্দারা। রবিবার বহু মানুষ হাতে কালো ব্যান্ড পরে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। স্লোগান উঠেছে, 'পিথমপুরকে ভোপাল হতে দেব না'।

তবে রাজ্যের গ্যাস ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের ডিরেক্টর স্বতন্ত্রকুমার সিং সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, ওই বর্জ্য পিথমপুরে পরিবেশ দূষণ ঘটাবে, এমন দুশ্চিন্তা অমূলক। তিনি বলেন, 'ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার বর্জ্য একটি কলঙ্ক। ঘটনার ৪০ বছর পর শেষমেশ তা সরানো হতে চলেছে। ওই বর্জ্য যাতে পিথমপুরে পাঠিয়ে যথাসম্ভব নিরাপদে নিষ্কাশন করা হয়, আমরা তা নিশ্চিত করব।' বর্জ্য পরিবহণের জন্য ভোপাল থেকে পিথমপুর পর্যন্ত ২৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ 'গ্রিন করিডর'ও তৈরি করা হয়েছে। স্বতন্ত্রই জানালেন, ওই বর্জ্য পোড়ানোর পর প্রথমে ছাইয়ের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে দেখা হবে তাতে কোনও বিষাক্ত পদার্থ অবশিষ্ট রয়েছে কি না। পরীক্ষার পর ওই ছাই একটি দ্বিস্তরীয় পর্দায় ঢেকে জনবসতি থেকে দূরের কোনও এলাকায় এমনভাবে পুঁতে দেওয়া হবে, যাতে কোনও ভাবেই ওই ছাই মাটি কিংবা জলের সংস্পর্শে না আসে।

স্টেডিয়াম থেকে পড়ে মাথায় গুরুতর চোট কেরলের কংগ্রেস বিধায়কের

তিরুঅনন্তপুরম, ৩০ ডিসেম্বর: প্রায় ১৫ ফুট উপর থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত কেরলের কংগ্রেস বিধায়ক উমা থমাস। রক্তাক্ত অবস্থায় রবিবার তাঁকে এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, সেখানে ভেন্টিলেশনে চিকিৎসাধীন তিনি। দুর্ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আসতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কেরল রাজনীতিতে।

জানা গিয়েছে, রবিবার সন্ধ্যায় কোচিতে জওহরলাল নেহরু আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে এক নাচের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন ত্রিক্কাকারা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক উমা।

অনুষ্ঠান চলাকালীন হঠাৎ স্টেডিয়ামের ভিভিআইপি গ্যালারিতে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। ঠিক সেই সময় স্টেডিয়ামে প্রবেশ করছিলেন বিধায়ক। ধাক্কাধাক্কির জেরে স্টেডিয়ামের উপর থেকে প্রায় ১৫ ফুট নিচে পড়ে যান তিনি। রক্তাক্ত অবস্থায় তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় এক বেসরকারি হাসপাতালে। এই দুর্ঘটনায় মাথায় ও কোমরে চোট লেগেছে উমার।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক চিকিৎসার পর দ্রুত তাঁকে ভেন্টিলেশন সার্পোটে রাখার সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকরা। চিকিৎসকদের তরফে জানানো হয়েছে, বিধায়কের মাথা, শিরদাঁড়া ও পাঁজরে গুরুতর আঘাত পেয়েছেন তিনি। ফুসফুসে রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। আগের তুলনায় তিনি কিছুটা স্থিতিশীল হলেও এখনও সংকটমুক্ত নন। ২৪ ঘণ্টার জন্য পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে তাঁকে।

চিকিৎসকদের তরফে জানা যাচ্ছে, তাঁর মাথা ও ফুসফুসের আঘাত গুরুতর সেটাই সবচেয়ে বেশি চিন্তার। অন্যদিকে, এই দুর্ঘটনার ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে কেরল পুলিশ। যে সংস্থার তরফে এই ভরতনট্যমের আয়োজন করা হয়েছিল তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের দাবি, ভিভিআইপি গ্যালারিতে যে ব্যারিকেডের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা যথেষ্ট দুর্বল ছিল ধাক্কাধাক্কির সময় সেই ব্যারিকেড ভেঙেই নিচে পড়ে যান বিধায়ক।

উল্লেখ্য, কেরলের ত্রিক্কাকারা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন পিটি থমাস। তাঁর মৃত্যুর পর উপ নির্বাচনে উমাকে টিকিট দেয় কংগ্রেস। ২০২২ সালে এই নির্বাচনে জয়ী হয়ে বিধায়ক হন উমা থমাস।

পিছিয়ে গেল অল্লুর রায় ঘোষণা

অমরাবতী, ৩০ ডিসেম্বর: অভিনেতা অল্লু অর্জুনের জামিন মামলার রায় ঘোষণা স্থগিত রাখল তেলঙ্গানার আদালত। 'পুষ্পা ২ দ্য রুল' ছবি মুক্তির আগের রাতে হায়দরাবাদের প্রেক্ষাগৃহে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় জামিনের আবেদন করেন অল্লু। আগামী ৩ জানুয়ারি ওই মামলার রায় ঘোষণা হতে পারে। সোমবার শুনানির পর এমনটাই জানিয়ে দিল আদালত। অভিনেতার জামিনে আপত্তি জানিয়ে আগেই পাল্টা অভিযোগ দায়ের করেছিল চিক্কাদাপল্লি পুলিশ। এ নিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানায় অল্লুর আইনি দল। সংশ্লিষ্ট তথ্যপ্রমাণও পেশ করা হয়। দুই পক্ষের বক্তব্য শোনার পরেই আদালত জানিয়েছে, ওই মামলায় আগামী শুক্রবার রায় ঘোষণা করা হবে। অন্যদিকে, অভিনেতার জেল হেপাজত সংক্রান্ত মামলাটিতেও আগামী ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ২৭.১২.২০২৪। সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/III, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে নিম্নোক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নং ঃ টিএন-২১৯-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** সিনি. ডিইএন/সি/শিয়ালদহের অধীনে শিয়ালদহ উত্তর স্টেশন এবং কৃষ্ণপুরে মেমুর জন্য দ্রুত জলের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮৯,৪৬,৩৩৫.৬২ টাকা। **ইএমডি ঃ** ১,৭৮,৯০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ০৬ (ছয়) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২২.০১. ২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২২.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরের ওয়েবসাইটে টেন্ডারের বিডিং ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। ম্যানুয়াল অফার তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে। (SDAH-294/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

BONGAON MUNICIPALITY
1. Desilting & diverting the polluted drain, community green spaces (Plantation) starting from Ramnagar road to Lalpole at Barma Colony Pond under water body rejuvenation project (AMRUT 2.0), Ward No. - 19, Within Bongaon Municipality. **Tender reference : WBMAD/NIeT/87/ BM/2024-25/PWD Date: 30.12.2024. Tender ID : 2024_MAD_792419_1.** 1. Bid Submission Start date – **30.12.2024 at 18.55.** 2. Prebid meeting date – **11.01.2025 at 14.00.** 3. End date – **21.01.2025 at 18.55** 4. Bid opening date :- **23.01.2025 at 18.55.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/-
Chairman
Bongaon Municipality

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No. : UKM/PWD/022(e)/ 2024-25 (2nd Call) dt 27.12.2024. 1. Repairing and Renovation Work at Uttarpara Girls High School, ward – 18. **Bid Submission Closing Date – 14/01/2025. e-Tender No. : UKM/ PWD/026(e)/2024-25 dt 27.12.2024.** 1. Construction of concrete pavement at Kumor Para Ghat Lane in ward No. 12. **Bid Submission Closing Date – 07/01/2025. e-Tender No. : UKM/ PWD/027(e)/2024-25 dt 27.12.2024.** 1. Supplying four (4) numbers new 20 H.P. pump motor set including pump motor protective device cage at water works department under uttarpara kotrung Municipality. **Bid Submission Closing Date – 07/01/2025. For Details : wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O. - Panihati, P.S.-Khardah, Dist. - North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel No. - 033 2553-2909, 033 25634457
NOTICE INVITING e-TENDER
e-NITNo.: 01/PH&S/PM/2024-25
Memo No.134/PH&S/PM/2024-25
Dated: 26.12.2024
The Executive Officer, Panihati Municipality invites online e-tenders in two part system (Part-I Technical Bid and Part-II Financial Bid) from eligible, reliable, resourceful and experienced agencies/firms/ companies/individual contractors with sufficient financial ability, having credential and acumen in executing any Civil works in any Government/Government Undertaking/Autonomous Bodies/ Semi-Government/Statutory Authorities and or Local Bodies etc., within the last 5 (five) years from the date of issue of this e-NIT.Starting date & time for submission of tender through on line : **02.01.2025 from 14.30 hours.** Last date & time limit for submission of tender through on line : **15.01.2025 up to 14.30 hours.** For details please see the website **www.panihatimunicipality.in & https://wbtender.gov.in**
Sd/ Executive Officer,
Panihati Municipality

স্কটল্যান্ডের নদীতে উদ্ধার নিখোঁজ হওয়া কেরলের পড়ুয়ার দেহ

এডিনবার্গ, ৩০ ডিসেম্বর: ফের বিদেশের মাটিতে মৃত্যু ভারতীয় পড়ুয়ার। প্রায় এক মাস নিখোঁজ থাকার স্কটল্যান্ডের নদীতে ভেসে উঠল ওই ছাত্রীর দেহ! শনাক্তকরণের জন্য খবর পাঠানো হয়েছে পরিবারের কাছে। এই মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত জারি রেখেছে পুলিশ।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, মৃত ছাত্রীর নাম সান্ত্রা সাজু। তিনি কেরলের বাসিন্দা ছিলেন। পড়াশোনার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন স্কটল্যান্ডের রাজধানী এডিনবার্গের হেরিওট-ওয়াট বিশ্ববিদ্যালয়ে। দু'চোখে একরাশ স্বপ্ন নিয়ে বিদেশে এসেছিলেন তিনি। কিন্তু ডিসেম্বর মাসের শুরুতে হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যান সাজু। বহু চেষ্টা করেও মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে স্কটল্যান্ড পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করে তাঁর পরিবার। তদন্ত নামে পুলিশ।

বহু খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে গত ২৭ ডিসেম্বর বছর বাইশের সাজুর দেহ উদ্ধার করা হয়। এক বিবৃতি দিয়ে স্কটল্যান্ড পুলিশ জানিয়েছে, এডিনবার্গের নিউব্রিজের কাছে এক নদীতে ভাসতে দেখা যায় সাজুর দেহ। পরনের কালো জামা দেখে পুলিশ তাঁকে চিনতে পারে। তবে দেহ শনাক্তকরণের জন্য খবর দেওয়া হয়েছে বাড়িতে। কিন্তু এই ঘটনা কী খুন নাকি আত্মহত্যা?

পুলিশ আরও জানিয়েছে, শেষবার সাজুকে দেখা গিয়েছিল লিভিংস্টনের আলমন্ডভ্যালে এক সুপার মার্কেটে। সঙ্গে একটা বড় ব্যাগ ছিল তাঁর। পরনে ছিল কালো হুডি। ওই সুপার মার্কেট থেকে সাজু আর কোথাও কোথাও গিয়েছিল তা জানতে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে বন্ধু-বান্ধবদেরও। মেয়ের দেহ শনাক্ত করার জন্য স্কটল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন সাজুর বাবা। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে।

e-TENDER NOTICE
E-tender invited by The Pradhan Ganganandapur Gram Panchayat under Bongaon Dev. Block, North 24 Pgs. Etender Notice: 2024_ZPHD_792547_1
Memo No. 441/Ganga/24-25 Dated-30.12.2024 for More details please visit https://wbtenders.gov.in or office of the undersigned.
Pradhan
Ganganandapur GP.
Bongaon Block,North 24 Pgs

OFFICE OF THE
MUKUNDABAGH GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEV BLOCK
MUKUNDABAGH, AZIMGANJ, MURSHIDABAD, PIN-74302
e-mail: mukundabaghgp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 13/MGP/5th FC/2023-24** Dated: **23-12-2024**. The last date for online submission of tender is **06-01-2025 (Monday) up to 14:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Jayanti Mahato
(Prodhan, Mukundabagh G.P)

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
আগ্রহের প্রকাশ আহ্বান
মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার পাঁচ (০৫) বছরের জন্য মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার **মহানায়ক উত্তম কুমার মেট্রো স্টেশন ভবনে (সাবওয়েতে প্রবেশপথের সম্মুখে) উদ্যান এলাকার দক্ষিণ প্রান্তে** এক (০১)টি রেল কোচ রেস্তোঁরা স্থাপনের জন্য আগ্রহের প্রকাশ (ইওআই) আহ্বান করতে চাইছে। স্থানটির পরিমাপ নিম্নরূপ ঃ ক) ৭৬ ফুট x ২৬ ফুট = ১৯৭৬ বর্গ ফুট (প্রায়)। আগ্রহী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাশ্রয়ী এল/ফি-র মূল্যে উদ্যোগটি বাস্তবায়নের জন্য অবিলম্বে মেট্রো রেলওয়ের ডেপুটি সিওএম (কমার্শিয়াল), কলকাতার কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে হবে। বিশদের জন্য, দরপ্রস্তাবদাতারা শ্রী রাজীব মল্লিক, যোগাযোগের নম্বর - ৬২৯০৩২৭৩৪৬-এর সঙ্গে আরও তথ্য পেতে যোগাযোগ করতে পারেন। **বন্ধের তারিখ ঃ ০৭.০১.২০২৫, সময় ঃ বিকেল ৪টে পর্যন্ত।**
প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশনস ম্যানেজার
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

মঙ্গলবার • ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ • পেজ ৮

‘ডিটুএম’ প্রযুক্তিতে ইন্টারনেট ও সিম ছাড়াই দেখা যাবে ভিডিও

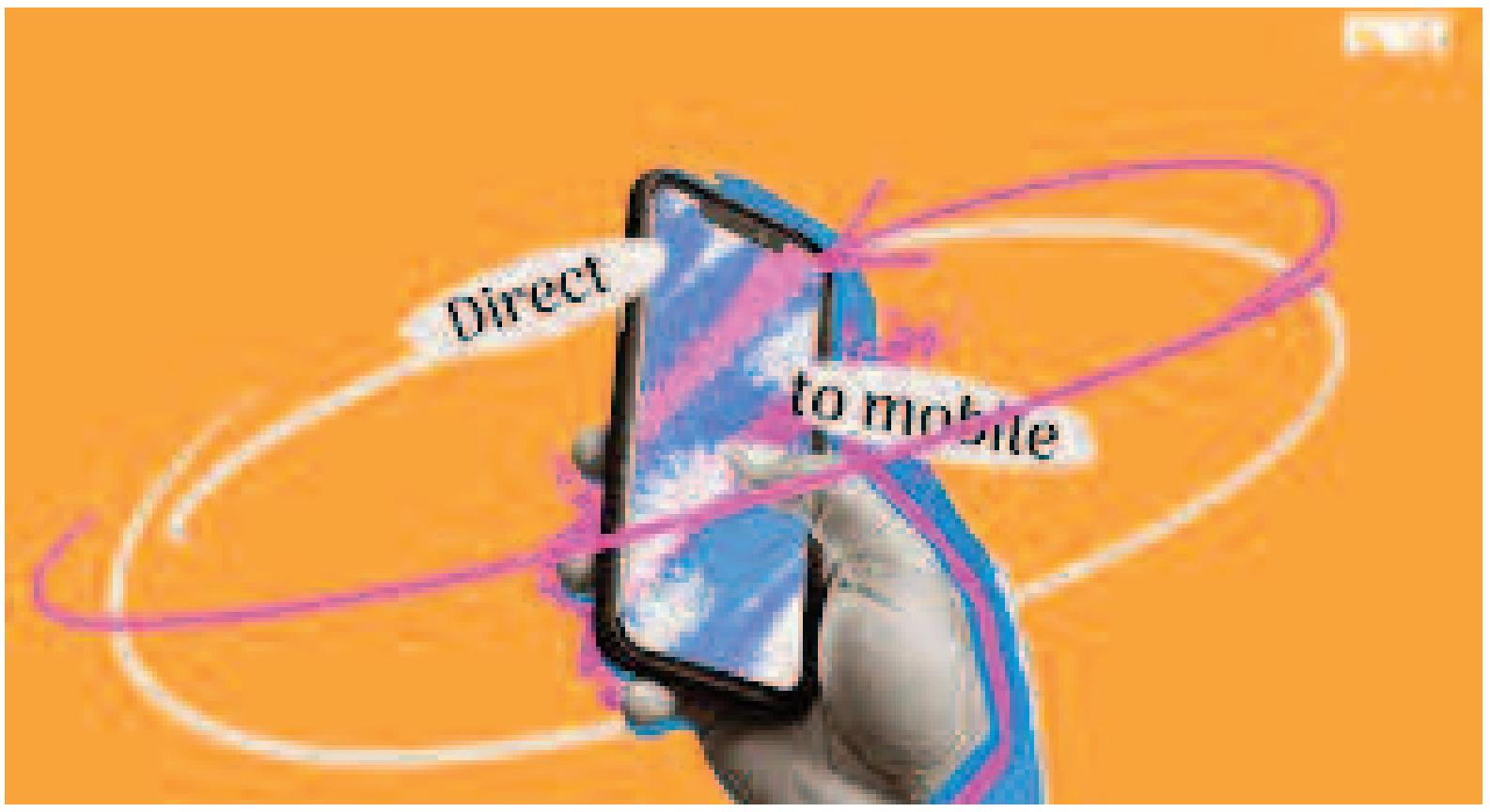

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার ইন্টারনেট বা সিম ছাড়াই মোবাইলে ভিডিয়ো দেখতে পারবেন ভারতীয়েরা। এমনকী চোখ রাখতে পারবেন টিভি চ্যানেলেও।এরজন্য ভিডিয়ো আগে থেকে ডাউনলোড করেও রাখতে হবে না। ‘স্ট্রিম’ করা যাবে সরাসরি। অবিশ্বাস্য মনে হলেও এমনই এক প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে ভারতের টেলিযোগাযোগ মন্ত্রক এবং প্রসার ভারতী। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, বছরখানেক আগেই এই প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করার কথা জানিয়েছিল কেন্দ্র। প্রযুক্তির নাম ‘ডিটুএম’। এই প্রযুক্তি ভারতেই তৈরি হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছিল, সাংখ্য ল্যাবস এবং আইআইটি কানপুরের তৈরি স্বদেশি এই প্রযুক্তি শীঘ্রই ভারতের বিভিন্ন শহরে পরীক্ষামূলক ভাবে চালানো হবে। এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়,‘ডিটুএম’ প্রযুক্তির অর্থ ‘ডিরেক্ট টু মোবাইল’। এই প্রযুক্তিতে হাতে থাকা মোবাইলে কোনও সিম কার্ড ভরা না থাকলেও চলবে। লাগবে না ইন্টারনেট সংযোগ। অথচ ওই ফোন চালিয়েই দিব্যি দেখা যায় ভিডিয়ো। এমনকী চোখ রাখা সম্ভব হবে পছন্দসই টিভি চ্যানেলে। যেখানে দেখা যাবে লাইভ টিভিও। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, গত বছরের কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছিল, এই প্রযুক্তির জন্য সরকার ৪৭০-৫৮২ মেগাহার্ৎজরে স্পেকট্রাম সংরক্ষণ করবে।

গত বছরের জুনে, আইআইটি কানপুর, প্রসার ভারতী এবং টেলিকমিউনিকেশন ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সহযোগিতায় ‘ডিটুএম’ সম্প্রচারের উপর একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে কেন্দ্র। এই প্রযুক্তি কী ভাবে কাজ করবে তা-ও ব্যাখ্যা করা হয়।২০২৩ সালের অগাস্টে একটি বিবৃতিতে এই প্রযুক্তিকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও তালিকাভুক্ত করে টেলিযোগাযোগ মন্ত্রক। এর পাশাপাশি কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছিল, বিনা ইন্টারনেটে মোবাইলে বিভিন্ন কন্টেন্ট (আলাদা আলাদা বিষয়বস্তু নিয়ে ভিডিয়ো) দেখা ছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্রে এবং জরুরি পরিস্থিতিতে তথ্য প্রচারের জন্য এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।

এই প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এই ধরনের পরিষেবার প্রযুক্তি অনেকটা এফএম রেডিয়ো কিংবা ডিটিএইচ-এর মতো, যেখানে সরাসরি স্যাটেলাইট থেকে যন্ত্রে (যেমন ডিশ অ্যান্টেনা থেকে সেট-টপ বক্স) বার্তা পৌঁছয়। ফলে এই প্রযুক্তি ব্যবহারকারীরা প্রথাগত সম্প্রচার পদ্ধতির বদলে সরাসরি তাঁদের স্মার্টফোন এবং ট্যাবলেটে মাল্টিমিডিয়া দেখার সুযোগ পাবেন।‘ডিটুএম’ প্রযুক্তি একটি ডিটিএইচ টেলিভিশন এবং এফএম রেডিয়োর মতো কাজ করে। টেলিভিশন এবং রেডিয়োর মতোই স্মার্টফোনে সঙ্কেত পাঠানো হবে এই প্রযুক্তিতেই। নয়া এই প্রযুক্তিতে মোবাইল ফোনে সরাসরি সিগন্যাল পাঠানোর জন্য টেলিকমিউনিকেশন পরিকাঠামো এবং নির্দিষ্ট স্পেকট্রাম ব্যবহার করবে। এর পর সেই সঙ্কেত গ্রহণ করবে ফোনের ‘রিসিভার’। এর পর সেই সঙ্কেত ভিডিয়ো আকারে ফুটে উঠবে ফোনের পর্দায়। এই প্রযুক্তির ব্যাপারে কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছিল, নতুন এই প্রযুক্তি চালু হলে ভিডিয়ো ট্র্যাফিকের ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ চলে আসবে ‘ডিটুএম’-এ। তখন ৫জি নেটওয়ার্কে ভিড় অনেকটাই কমবে। এর ফলে দেশে ডিজিটাল বিপ্লব হবে, কন্টেন্টের স্বাধীনতাও বৃদ্ধি পাবে। গত বছর বেঙ্গালুরু, দিল্লির কর্তব্য পথ এবং নয়ডায় ‘ডিটুএম’-এর পরীক্ষামূলক প্রয়োগও করা হয়। সঙ্গে কেন্দ্রের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছিল, দেশে আট থেকে ন’কোটি বাড়ি, যেখানে টিভি নেই, সেখানে এই ‘ডিটুএম’ প্রযুক্তি টিভি দেখার সুযোগ করে দেবে। দেশে ২৮ কোটি পরিবারের মধ্যে এখন ১৯ কোটি পরিবারেরই বাড়িতে টিভি রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আরও কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরেছে কেন্দ্র। কেন্দ্র জানিয়েছে, দেশে ৮০ কোটি স্মার্টফোন ব্যবহার হয়। সেগুলিতে যত কনটেন্ট দেখা হয়, তার মধ্যে ৬৯ শতাংশই ভিডিয়ো। আর মোবাইলে এই অতিরিক্ত ভিডিয়ো দেখার কারণে নেটওয়ার্ক পরিষেবা ধাক্কা খায়। কনটেন্ট দেখার ক্ষেত্রে বাধা আসে। তা থেমে থেমে (বাফার) চলে। কেন্দ্রের দাবি, এ সবের হাত থেকে মুক্তি দেবে ‘ডিটুএম’ প্রযুক্তি।‘ডিটুএম’ প্রযুক্তির মাধ্যমে যে কোনও মোবাইল বা স্মার্ট ডিভাইসে ভিডিয়ো, অডিয়ো ট্রান্সমিট করে দেখা যাবে। স্থলভাগে যে টেলিকমিউনিকেশন পরিকাঠামো রয়েছে, তার উপর ভিত্তি করেই চলবে প্রযুক্তি।

এমনকী বিপর্যয়ের সময়ে দেশ জুড়ে দ্রুত আপৎকালীন সতর্কীকরণ ব্যবস্থাও তৈরি করা সম্ভব হবে এর দ্বারা। নিমেষে কোটি কোটি মোবাইলে পৌঁছে যাবে বার্তা। তবে এই প্রযুক্তি চালু হলে মুকে হাসি ফুটবে মধ্যবিত্তের। কারণ, কমবে খরচ। সর্বোপরি নেটওয়ার্কের উন্নতি হবে। ফোন পেতে আর সমস্যা হবে না গ্রাহকদের।

ভারতে নতুন নজির অ্যাপেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় সরকারের পিএলআই প্রকল্পের পূর্ণ সুবিধা নিয়ে ভারতে নতুন নজির গড়ল অ্যাপল। চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে ভারতে ১০ বিলিয়ন ইউএস ডলার মূল্যের আইফোন উৎপাদন হয়েছে বলে ‘এক্স’ প্ল্যাটফর্মে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। এর পাশাপাশি ভারতে আইফোন উৎপাদনের নতুন নজিরকে ‘মাইলস্টোন’ হিসেবে চিহ্নিত করে তিনি জানিয়েছেন, ১০ বিলিয়ন ইউএস ডলার উৎপাদনের মধ্যে ৭ বিলিয়ন ইউএস ডলারের আইফোন ভারত থেকে রপ্তানি হয়েছে।

তিনি বলেন, ‘সাত মাসের মধ্যে স্মার্টফোন পিএলআই প্রকল্পের ফের নতুন মাইলফলক অ্যাপল ১০ বিলিয়ন ইউএস ডলারের আইফোন উৎপাদন করেছে যার মধ্যে ৭ বিলিয়ন ইউএস ডলার মূল্যের আইফোন রপ্তানি হয়েছে। সাত মাসে ভারত থেকে মোট ১০.৬ বিলিয়ন ইউএস ডলার মূল্যের স্মার্টফোন রপ্তানি হয়েছে। ‘অ্যাপলের এই সাফল্যে তিন চুক্তিভিত্তিক নির্মাতা সংস্থা; ফক্সকন, পেগাট্রন ও টাটা ইলেকট্রনিক্স (আগে উইস্ট্রন),এর বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়, জুলাই, সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে ভারতে অ্যাপলের আয় সর্বকালীন রেকর্ড গড়েছে। অ্যাপলের সিইও টিম কুক বলেছিলেন, ‘ভারতে উন্মাদনা থেকে আমরা অভিভূত। ভারতে আমাদের সর্বকালীন রেকর্ড আয় হয়েছে।’এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, গত চার বছরে ভারতে অ্যাপল ১,৭৫,০০০ প্রত্যক্ষ চাকরি সৃষ্টি করেছে এবং এর মধ্যে ৭২ শতাংশই মহিলাদের জন্য।

হাইসেন্স কলকাতার বাজারে নিয়ে এল ১২০ ইঞ্চি লেজার টিভি

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাইসেন্স কলকাতা তথা পূর্ব ভারতের বাজারে নিয়ে এল তার ফ্ল্যাগশিপ ১২০-ইঞ্চি লেজার টিভি। ১২০ ইঞ্চি এই টিভি-র বিশেষত্ব হল, অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট রিজেকশন স্ক্রিন, ডলবি ভিশন, ডলবি অ্যাটমস এবং উন্নত আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স-চালিত রিয়েল-টাইম অপ্টিমাইজেশানের সাথে মিলিত, পূর্ব ভারতের গ্রাহকদের জন্য একটি অতুলনীয় সিনেমাটিক অভিজ্ঞতা প্রদান। এরপর কলকাতার বাজারে এই লেজার টিভি নিয়ে আসা ভারতীয় বাজারে তার পদচিহ্ন প্রসারিত করার মঞ্চ তৈরি করেছে।কিউলেড ১০০ ইঞ্চি, কিউ সেভেন এন, মিনি-এলইডি ইউ ৬ এনপিআরও এবং কিউ৬এন মডেল সহ প্রিমিয়াম বড় পর্দার টেলিভিশনের হাইসেন্স একটি সম্পূর্ণ বিনোদনের সিম্ফনি অফার করে প্রতিটি টিভিতে ফুল অ্যারে লোকাল ডিমিং, ডলবি ভিশন আইকিউ এইচডিআর এবং ডলবি অ্যাটমোসের মতো বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা তার গ্রাহকদের জন্য একটি ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা প্রদান করবে বলে মনে করছে সংস্থার কর্মকর্তারা। গেমিং, সিনেমা বা খেলাধুলার জন্য যারা উচ্চ-মানের ডিসপ্লে খুঁজছেন তাঁদের জন্য একটি ওয়ান-স্টপ সলিউশন হিসাবে নিজেকে স্থাপন করার লক্ষ্য হাইসেন্সের।

এই প্রসঙ্গে হাইসেন্সের সিইও পঙ্কজ রানা জানান, ‘পূর্ব ভারতে আমাদের ফ্ল্যাগশিপ লেজার টিভি নিয়ে আসার সঙ্গে, আমরা একটি উচ্চতর হোম বিনোদনের অভিজ্ঞতা দিতে পেরে নিজেরাও রোমাঞ্চিত। কারণ, এটিতে অত্যাধুনিক ডিসপ্লে প্রযুক্তি এবং উচ্চ-স্তরের সাউন্ড কোয়ালিটি উভয়ই একইসঙ্গে পাওয়া যাবে।’ একইসঙ্গে তিনি এও জানান, হাইসেন্স পুরো ২০২৫ এর এয়ার কন্ডিশনার লাইনআপ প্রদর্শন করেছে যা ৪-ডি অটো-সুইং, ধ্রুবক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, এবং একটি শীতল এবং আরামদায়ক বাড়ির পরিবেশের জন্য ইভাপোরেটর স্ব-পরিচ্ছন্নতার মতো বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এছাড়াও হাইসেন্স আগামী বছর ভারতে এয়ার কন্ডিশনার এবং ওয়াশিং মেশিন চালু করার পরিকল্পনা করছে

সার্চ সহজ করতে প্লে-সামথিং বাটন আনছে ইউ-টিউব

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিক্ষা, বিনোদন, খেলা, সংবাদ, প্রযুক্তি, সাজসজ্জা, রান্না ও ভ্রমণ থেকে শুরু করে যে কোনও ভিডিও খুঁজলেই এক নিমেষেই পাওয়া যায় ইউ-টিউবে। ভিডিও দেখার অভিজ্ঞতা উন্নত করতে ইউটিউব সাধারণত ব্যবহারকারীদের সার্চ ফলাফল এবং ইতিহাস পর্যালোচনা করে নতুন বা পুরোনো ভিডিওগুলোও প্রদর্শন করে থাকে। তবে কখনও কখনও ইউটিউবে পছন্দের ভিডিও খুঁজে পেতে বেগ যে পেতে হয় না তাও নয়। এ সমস্যা সমাধানে ‘প্লে সামথিং’ নামের নতুন বাটন যুক্ত করতে যাচ্ছে ইউটিউব।

এই প্রসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, শিগগিরই ইউটিউব অ্যাপের নেভিগেশন বারের ঠিক ওপরে কালো পটভূমিতে সাদা টেক্সটসহ বাটনটি দেখা যেতে পারে। বাটনটিতে ক্লিক করলেই ইউটিউব শর্টস প্লেয়ারে বিভিন্ন বিষয়ের ভিডিও চালু হবে। ভিডিওগুলো চাইলে পোর্ট্রেট মোডেও দেখতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। পোর্ট্রেট মোডে চালু হওয়া ভিডিওতে লাইক, ডিজলাইক, মন্তব্য এবং শেয়ার করার অপশন পাওয়া যাবে। তবে মিনি প্লেয়ার সক্রিয় থাকলে প্লে সামথিং বাটন কাজ করবে না। নতুন এই সুবিধা কবে নাগাদ সবার জন্য উন্মুক্ত করা হবে, সে বিষয়ে ইউটিউব বা গুগল আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো ঘোষণা দেয়নি। তবে এরই মধ্যে সুবিধাটির কার্যকারিতা যাচাই করতে নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীদের জন্য চালু করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।